দলিতেরা জাগো, জাগাও, প্রতিষ্ঠা করো অধিকার,
রুখে দাও অত্যাচার

দলিত কণ্ঠ

দলিত জনগোষ্ঠির একটি মুখপত্র

দশম বর্ষ বিশেষ সংখ্যা

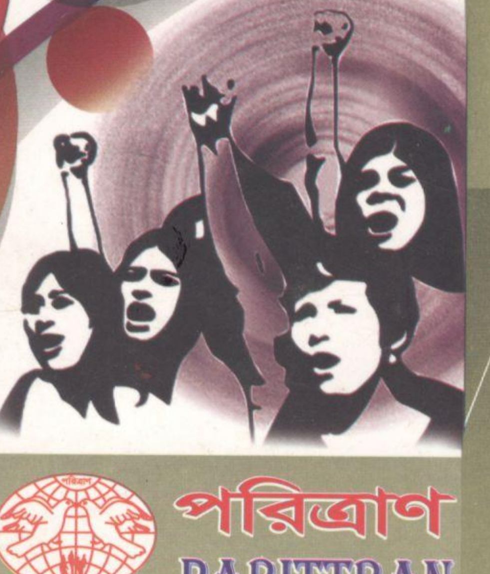

পরিত্রাণ
PARITTRAN
A Human Rights and Development Organization for the Dalit by the Dalit.

মুখবন্ধ

বাংলাদেশে এক কোটিরও বেশি দলিত জনগোষ্ঠী তথা ঋষি, কায়পুত্র, জেলে, নিকারী, শিকারী, রবিদাস, দাই, ধোপা, কলু, মানতা, ভগমেনে, পরিচ্ছন্নকর্মী, প্রভৃতির বসবাস। যারা জন্মগত ও পেশার পরিচয়ের কারণে দীর্ঘদিন ধরে সীমাহীন বৈষম্য, শোষণ, নির্যাতন আর অত্যাচারের শিকার হয়ে আসছে। বৃহত্তর সমাজের তুচ্ছতা, ঘৃনা, বঞ্চনা, অবহেলা এবং রাষ্ট্রীয় উদরতার অভাব আমাদের (দলিতদের) মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার স্বপ্নকে ভূলুণ্ঠিত করছে। আজ আমরা কর্মসংস্থানহীন ও চাকুরীক্ষেত্রে বৈষম্য, স্থানীয় সেবা থেকে বঞ্চিত, স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নেই, হোটেল, সেলুন, রেস্টুরেন্টে, মন্দিরে, শ্মশানে প্রবেশে বাধা, নারীর প্রতি সহিংসতা, স্বাস্থ্যহীনতা, শিক্ষা ও ভর্তিক্ষেত্রে বৈষম্য, রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, অর্থনৈতিক নিপীড়ন, দাসত্ব প্রভৃতি সমস্যার বেড়াজাল আমাদের জীবনযাত্রাকে করেছে আরো নির্মম ও মানবেতর। **আজ আমরা বৈষম্যের যাঁতাকল থেকে মুক্তি চাই।**

পরিত্রাণ দলিতদের মানবাধিকার উন্নয়নে ব্রতী সংগঠন হিসেবে ১৯৯৩ সাল থেকে দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, নারী ও শিশু অধিকার, জলবায়ু অভিযোজন ও দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন, সুশাসন, তথ্য ক্ষেত্রে গণমানুষের অভিগম্যতা, পারিবারিক ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, জীবীকায়ন, প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার, শিশু শিক্ষা ও গবেষণা, আইন সহায়তা, নীতি নির্ধারণী মহলকে সংবেদনশীল, দলিত আন্দোলন গতিশীল করার মাধ্যমে কার্যকর পদক্ষেপ অব্যহত রেখেছে। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে এডভোকেসী, সচেতনতা বৃদ্ধি, দলিতদের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্যগঠণ, প্রচারাভিযান, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, সহিংসতা ও মানবাধিকার লংঘন বিষয়ক ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ক্ষতিগ্রস্থদের পক্ষে আন্দোলন, ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির মাধ্যমে দলিত ও বঞ্চিতদের জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য অধিকার ভিত্তিক পন্থায় আমাদের প্রচেষ্টা সামগ্রিকভাবে দলিত, নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা রাখছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

জন্মলগ্ন থেকেই দলিত আন্দোলনের জাতীয় মঞ্চ **"বাংলাদেশ দলিত পরিষদ"** ও **পরিত্রাণ** যৌথভাবে দলিত জনগোষ্ঠীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এবং রাষ্ট্র পরিসেবায় অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় বাজেটে দলিতদের জন্য পৃথক বরাদ্দ, বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন, দলিত কমিশন গঠণ, সংসদে দলিতদের জন্য পৃথক কোটা প্রভৃতির দাবিতে সোচ্চার ও ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী আন্দোলন শুরু করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২005 সালে ড. হামিদা হোসেন এর উপস্থিতিতে, ২০০৮ সালে মহান সংবিধান প্রণেতা ড. কামাল হোসেন এর উপস্থিতিতে গণসমাবেশের মাধ্যমে এ সকল দাবী আনুষ্ঠানিকভাবে দলিতদের পক্ষ থেকে ঘোষিত হয় এবং সরকার প্রধানের সাথে দেনদরবার শুরু হয়। পরবর্তীতে কতিপয় সমমনা সংগঠণ সমূহ এই আন্দোলনে শরীক হলে এটি একটি জাতীয় ইস্যুতে রুপ নেয়। ফলশ্রুতি হিসেবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতিমালায়ও দলিতদের উন্নয়ন ইস্যু বিশেষ বিবেচনার সাথে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বর্তমান সরকার কতিপয় উদ্যোগ গ্রহণ করে উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তার মধ্যে বিশেষ ভরে উল্লেখযোগ্য:- ১. জাতীয় বাজেটে দলিতদের উন্নয়নে পৃথক বরাদ্দ, ২. উচ্চশিক্ষায় ভর্তিক্ষেত্রে বিশেষ কোটা ব্যবস্থা প্রবর্তন, ৩. বৈষম্য বিলোপ আইনের প্রস্তাবনা, ৪. সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক দলিত উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন ইত্যাদি।

সর্বপরি, দলিতদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় যে সকল উদ্যোগ ক্রমশঃ সাফল্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে সে সকল উদ্যোগ ও সংগ্রামীদের জীবনের গল্পগুলোর সমন্বয়ে আমরা প্রকাশ করতে যাচ্ছি বাংলাদেশে দলিতদের মুখপত্র **'দলিত কণ্ঠ'** নামক পত্রিকার। আমরা গভীর আন্তরিকতার সাথে শ্রদ্ধা জানাই দেশের শীর্ষস্থানীয় বিদ্যাপিঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য **প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক** মহোদয়কে। যিনি গত ১১ এপ্রিল ২০১4 তারিখ ঐতিহ্যবাহী সাতক্ষীরা জেলা তালা উপজেলার সরকারী কলেজ ময়দানে হাজার হাজার দলিত ও আম জনতার সম্মুখে উদ্বোধন করেন।

এবারের এই বিশেষ সংখ্যাটিতে **পরিত্রাণ**'র উদ্যোগের ফলে যে পরিবর্তনের সুবাতাস সৃষ্টি হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। যেখানে বাংলাদেশের দলিতরা মাথা উচু করে তাদের নাগরিক হিসেবে মর্যাদা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ এবং তাঁদের বহুমুখি প্রতিভার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই সংখ্যাটি প্রকাশনায় যে সকল উন্নয়নকর্মীবৃন্দ নিরলস শ্রম দিয়েছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সকল সুহৃদ যাদের পরামর্শ ও আন্তরিক সহযোগিতা আমাদের কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করেছে। প্রকাশনার কাজ করার ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত ভুলত্রুটি মার্জনার দৃষ্টিতে দেখার জন্য সকলের প্রতি রইল আমাদের অনুরোধ। তাছাড়া বিভিন্ন সফলতার গল্প সন্নিবেশিত করতে গিয়ে কারো মনে দুঃখ দিয়ে থাকলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

আমরা আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা একদিন দলিত জনগোষ্ঠীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে মানুষের মত বেঁচে থাকার প্রয়াস যোগাবে।

নির্বাহী সম্পাদক ঃ
মিলন দাস, নির্বাহী পরিচালক, পরিত্রাণ

সম্পাদক ঃ
বিকাশ দাশ, সমন্বয়কারী, পরিত্রাণ

তথ্য সংগ্রহে ঃ
মোঃ রবিউল ইসলাম
উজ্জ্বল কুমার দাস
জাহানারা খাতুন
কাজল মজুমদার
রথিকান্ত মুন্ডা
বাহারুল ইসলাম

অলংকরণ ঃ
আসাফুর রহমান কাজল, মিডিয়া কোঅর্ডিনেটর, পরিত্রাণ।

প্রকাশনায় ঃ
পরিত্রাণ PARITTRAN পাবলিকেশন্স এন্ড রিসার্চ ইউনিট।

প্রকাশ ঃ
জুন ২০১৬

কৃতজ্ঞতায় ঃ
উদয় দাস, সভাপতি, বাংলাদেশ দলিত পরিষদ।
অশোক দাস, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ দলিত পরিষদ।

ডিজাইন ঃ
মোঃ জামিল হোসেন, স্মৃতি কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স, খুলনা।

সহযোগিতায় ঃ মানুষের জন্য manusher jonno
promoting human rights and good governance

সূচীপত্র

অধ্যায় ঃ ১, বিশেষ নিবন্ধ

১.১ পরিত্রাণের গ্রেট এপ্রিচিয়েশন এওয়ার্ড লাভ ০২
১.২ ইউপি নির্বাচনের প্রার্থী দলিতরা; মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় পরিবর্তনের ইঙ্গিত ০২
১.৩ হোটেল, সেলুনে প্রবেশে বাধা; এ কেমন সভ্যতা ? ০৩
১.৪ অস্পৃশ্যতার সেকাল; একাল ০৪

অধ্যায় ঃ ২

২.১ দলিতদের প্রতি নির্যাতনের সংক্ষিপ্ত চিত্র ০৫
২.২ জোরপূর্বক জমি, ঘরবাড়ি দখল, লুট, অগ্নিসংযোগ ও মারপিট ০৬

অধ্যায় ঃ ৩, কার্যক্রমের অংশ বিশেষ

৩.১ আঞ্চলিক দলিত সম্মেলন ও দলিত উন্নয়ন সম্মাননা ০৭
৩.২ এডভোকেসী: জাতীয় পর্যায়ে ০৭

অধ্যায় ঃ ৪, স্থানীয় পর্যায়ে এডভোকেসী:

৪.১ মর্যাদায় গড়ি সমতা প্রচারাভিযান: ০৯
৪.২ তথ্য জানার অধিকার দিবস ১০
৪.৩ জলবায়ু অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচী ১২

অধ্যায় ঃ ৫, শিক্ষাক্ষেত্রে দলিতদের অভাবনীয় সাফল্য

৫.১: বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ক্ষেত্রে ১% দলিত কোটা; শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব ১৪
৫.২. এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য যশোর এর দলিত শিক্ষার্থীদের ১৪
৫.৩ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়ে স্বপ্ন পূরন হলো মিঠুন দাসের ১৫

অধ্যায় ঃ ৬, দলিতদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সফলতা

৬.১ রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় অদম্য নিখিল ১৫
৬.২ কম্যুনিটি গ্রুপের আন্দোলনে আদর দাসের জমি উদ্ধার ১৫
৬.৩ দলিত পল্লীতে বিদ্যুৎ; এ যেন স্বপ্নের আলো ১৬
৬.৪ দলিতদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন; সরকারের উদ্যোগ ১৬
৬.৫ "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাঁহার উপরে নাই" ১৭
৬.৬ অবশেষে অসহনীয় জীবন থেকে রক্ষা মিলল ১৭
৬.৭ আরটিআই ব্যবহারে সুফল; জীবন ফিরে পেলো দলিত পল্লী ১৭

অধ্যায় ঃ ৭, ন্যায় বিচারে দলিতদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি

৭.১ পাড়ালা ঋষি পল্লীতে বর্বর হামলা ঘটনায় জড়িতরা আটক ১৮
৭.২ স্বদেশ দাস এর কান্না ১৮
৭.৩ বর্ণবিদ্বেষীদের বর্বরোচিত হামলা; আমরা ঐক্যবদ্ধ ১৯

অধ্যায় ঃ ৮, স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্নগাথা

৮.১ নমিতা দাস এখন স্বাবলম্বী ২০
৮.২ সরকারী চাকুরীতে প্রদীপ দাস ২০
৮.৩ দলিত কণ্যা মামনি দাসের সংগ্রামী জীবন ২০
৮.৪ দুলাল দাসের বদলে যাওয়া জীবনের গল্প ২১
৮.৫ বিন্দু থেকে সিন্ধু ২১
৮.৬ শতাব্দির অভিশাপ বেকারত্ব অভিশাপ বনাম ওরা ১৫ ২১

অধ্যায় ঃ ৯, নারীর অধিকার

৯.১ লিমা এখন এইচএসসি পরীক্ষার্থী ২২
৯.২ সকল প্রতিবন্ধকতা জয় করলো মিনা ২২
৯.৩ মুক্তির সংগ্রামে মালা রানী ২২
৯.৪ যার ভাবনা তার ভাবতে হবে, অন্যেরা ভাবে না; জীবনের সন্ধানে আদিবাসী চৌধালী সম্প্রদায় ২৩

অধ্যায় ঃ ১০, বাংলাদেশে দলিত আন্দোলন ও অর্জন ২৩

অধ্যয় ঃ ১, বিশেষ নিবন্ধ

১.১ পরিত্রাণের গ্রেট এপ্রিচিয়েশন এওয়ার্ড লাভ

দলিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরুপ মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠন পরিত্রাণ-কে গ্রেট এপ্রিচিয়েশন এওয়ার্ড প্রদান করেন রোটারি ক্লাব অব ঢাকা ওয়ান।

গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৫ এ রাজধানীর সিক্স সিজেন হোটেল এর সম্মেলন কক্ষে রোটারী ক্লাব অব ঢাকা ওয়ান, আরআইডি-৩২৮১ এর এসেম্বলীতে রোটারী ডিস্ট্রিক্ট গভর্ণর এসএএম শওকত হোসেইন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পরিত্রাণ এর সহকারী পরিচালক বিকাশ দাশ এর নিকট উক্ত সম্মাননা প্রধান করেন। এ সময় বিকাশ দাশ বাংলাদেশে দলিত জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক ও বর্ণবৈষম্যের কারনে দলিতদের জীবনমান, অবস্থা ও অবস্থানসমূহ তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন জনাব মনোয়ার আহমেদ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশে দলিত জনগোষ্ঠি তথা অবহেলিত এ জনগোষ্ঠির মানবাধিকার নিয়ে পরিত্রাণ যে অবদান রেখেছে তাতে এ সম্মাননা তাদেরকে দিতে পেরে আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি। পরিত্রাণ বাংলাদেশে এ ধরনের জনগোষ্ঠির উন্নয়নে আরো বেশি কাজ করবে এমন প্রত্যাশা আমাদের।

উল্লেখ্য যে, পরিত্রাণ বাংলাদেশে দলিত জনগোষ্ঠির মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। ১৯৯৩ সালে দলিত স্টুডেন্ট ফোরাম নামে বাংলাদেশে প্রথম দলিতদের মানবাধিকার সহ বিভিন্ন দাবি, অধিকার আদায়, দলিত ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখায় আগ্রহী করতে কাজ করে আসছে। পরবর্তীতে পরিত্রাণ নামে যাত্রা শুরু করে।

১.২ ইউপি নির্বাচনের প্রার্থী দলিতরা; মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় পরিবর্তনের ইঙ্গিত

স্থানীয় সরকারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সমাজ জীবনে শোষিত বঞ্চিত মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু শোষণ, নীপিড়নের সর্বোচ্চ হাতিয়ার সমাজের অভ্যন্তরে বিদ্যমান বর্ণ বৈষম্য তথা অস্পৃশ্যতার চর্চা থেকে যখন দেশের মানুষ তথাকথিত বর্ণবাদী গোষ্ঠী বিন্দুমাত্র পিছু হটে না তখন স্বয়ং কোন এক দৃঢ় প্রত্যয় সেই সকল শোষিতদের জাগরনের বার্তা শোনায়, “তোমরা জাগো, ওঠো, ছিনিয়ে নাও তোমাদের বেঁচে থাকার ন্যায্য অধিকার”। কথিত আছে, অস্পৃশ্যতা তথা বর্ণ বৈষম্য ভারতবর্ষের সমস্যা। আবার মাঝে মাঝে বাংলাদেশের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তির কাছ থেকেও বক্তব্য আসে “দলিত” বলতে কোন কিছু নেই। আবার, এই দেশেরই রাষ্ট্রনায়ক, গণতন্ত্রের মানসকণ্যা, বঙ্গরত্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিচ্ছেন দলিতদের প্রতি সম্মান এবং গ্রহণ করছেন বেশ কিছু যুগোপযোগী উন্নয়ন পরিকল্পনা। জাতীয় বাজেটে দলিতদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ, শিক্ষাক্ষেত্রে ১% কোটা, জাতীয় দলিত, হরিজন, বেদে উন্নয়ন নীতিমালা ইত্যাদি সে সব উদ্যোগেরই দৃষ্টান্ত। দলিতদের প্রতি ইতিবাচক সরকার, প্রশাসন ও নীতি নির্ধারণী মহল অথচ সবকিছুর উর্দ্ধে দলিতদের মর্যাদা বা ক্ষমতায়িত হওয়ার প্রক্রিয়াই যেন সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাড়ায় যখন দেখা যায় কোন মুচি, ঋষি, কায়পুত্র, বেহারা ইত্যাদি দলিতদের কোন রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি স্থানীয় নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে উন্মুক্ত হয়। সেটা হোক ইউপি সদস্য বা সংরক্ষিত মহিলা সদস্য। হাট, বাজারে, মাঠে ঘাটে একটাই কটাক্ষ রব ওঠে “মুচির সালিশ মানতে হবে”? বা “এবার ভোটে দাড়াতি কোন মুচি, মেথর, বেহারা, কাওরা বাদ দিইনি” বা “মুচি হঠাও, দেশ বাঁচাও, মুচি হঠাও, জাত বাঁচাও”। বিগত স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সময় প্রত্যক্ষ করেছিলাম সাতক্ষীরা তালায় দলিতদের মানবাধিকার উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রেক্ষাপটে জেগে ওঠা অধিকার সচেতন দলিতদের পক্ষে বাংলাদেশ দলিত পরিষদ এর সভাপতি উদয় দাস উপজেলা চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দিতা করছিলেন। এর পরপরই ইউপি নির্বাচনে এক ঝাঁক দলিতবর্ণের মানুষ যখন ইউপি সদস্য, সংরক্ষিত মহিলা সদস্য হিসেবে প্রতিদ্বন্দিতা করছিলেন তখনই সমাজের যত জাত বিচারে আঘাত লাগল। মুচি, বেহারা, কাওরার ভোট নেয়া যায়, প্রয়োজনে আধারের মধ্যে তাদের পদরেনু গ্রহণ করা যায়, টাকা দিয়ে কেনাও যায় তাই বলে সাক্ষাৎ তাদেরকেই ভোট দিতে হবে! না, এটা অসম্ভব।

সম্ভবপর হতো যদি তাদেরকে সমাজ মানুষ হিসেবে দেখত। সমাজে প্রচলিত এই মান্ধাতা পুরাতন জাতপাত প্রথার প্রভাব থেকে বিন্দুমাত্র মুক্ত হয়নি আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি। তারপরেও, মানুষ হিসেবে যখন নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে চায় তখন দরকার হয় কিছু উদ্যোগী মানুষের। দলিতবর্ণের হয়েও এবার (২০১৬) ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সারাদেশে সাধারন মানুষের পাশাপাশি দলিতরাও প্রতিদ্বন্দিতায় ঝাপ দিয়েছে। জয় পরাজয় সেটা তো আছেই। তবে এই প্রতিদ্বন্দিতা কাদের সাথে? ইউপি নির্বাচনের একই ওয়ার্ডের সাধারন প্রার্থির বিরুদ্ধে নয়, এই প্রতিদ্বন্দিতা সমাজের প্রচলিত বৈষম্যের বিরুদ্ধে। যাতে করে সমাজস্থ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। আমরা দেখতে পেয়েছি প্রায় অর্ধশতাধিত দলিত নারী-পুরুষ দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলে ২২ মার্চ ২০১৬ এর ইউপি নির্বাচনে সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দিতা করছে। স্বশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই এ সকল দলিত নেতাদের যারা আগামী প্রজন্মের জন্য একটি পরিবর্তনের স্বপ্নের বীজ বপন করে যাচ্ছেন।

রুখে দাও বৈষম্য,
গড়ে তোল সাম্য।

১.৩ হোটেল, সেলুনে প্রবেশে বাধা; এ কেমন সভ্যতা ?

অচ্ছ্যুত, অস্পৃশ্যতা... সেই মান্ধাতা কালের ধারাবাহিকতা ধরে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এর শেকড় প্রথিতঃ হয়েছে। সমাজের কতিপয় সুবিধাবাদি, কায়েমি স্বার্থবাদীর দল নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে ও সমাজের বৃহত্তর অংশ দলিতদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার লালসায় জাতিভেদের এই মোক্ষম উপায়কে হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে। সভ্যতার বিবর্তনে প্রভূত উন্নয়ন হলেও নিরক্ষরতা, অসচেতনতা, অজ্ঞতা দলিতদের সমাজের মূলস্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। যা প্রতিয়মান হয় সাম্প্রতিক সময়ে দলিতদের উপর সভ্য মানুষদের পৈশাচিক বর্বর বৈষম্য-র ঘটনাগুলো পরিলক্ষিত করলে। ধলগ্রাম, যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলাধীন একটি গ্রামের নাম। সভ্যতার বিবর্তন, নগরায়ন প্রভৃতির ফলে হয়তো বা অত্র এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে বটে কিন্তু সামাজিকভাবে উচু-নিচু, বর্ণ বৈষম্যের করাল গ্রাসে এখনও আর্তনাদ করে ঘুরে ফিরে দলিতদের প্রাণ। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবন নিয়ে টিকে থাকার লড়াই করে ধলগ্রামের ছোট একটি বাজার ঘেঁসে ৮০-৯০ ঘর ঋষিদের বসবাস। গ্রামের ছেলেমেয়েরাও শিক্ষা অর্জন করছে। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক পড়ুয়া কয়েকজন শিক্ষার্থী সমাজের সকল প্রকার বৈষম্যের বেড়াজাল ভেদ করে নিজ কম্যুনিটির উন্নয়ন করা প্রত্যয় নিয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে। ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ এ **দৈনিক কালের কণ্ঠ** পত্রিকার শিরোনামে প্রকাশ "নিম্নবর্ণ হওয়ার কারনে আর কত বৈষম্যের শিকার হবে ঋষিরা" সংবাদটি দেশের মানুষের মনে একটি প্রশ্ন তুলেছে.। আর্থিক, শিক্ষাগত, পরিবেশগত উন্নয়ন হওয়া সত্বেও ধলগ্রাম বাজারের হোটেল সেলুন, চায়ের দোকানগুলোতে ঢুকতে দেওয়া হয় না এ সকল শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের, অভিভাবকদের কথা! তো প্রশ্নই আসে না। পত্রিকায় খবর প্রকাশ হওয়ার পর সমস্যা মেটাতে বাঘারপাড়া উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা উদ্যোগ নিয়েও সমঝোতায় ব্যর্থ হয়ে তিনি পৃথক কাপ, প্লেটসহ সরঞ্জামের ব্যবস্থা করেন। যাতে করে ঋষিপল্লীর মানুষেরা পৃথক ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্তত এসকল জায়গায় প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু মনে যদি বর্ণবাদিতা লালন করেন, প্রশাসনের বেধে দেওয়া নিয়ম কি ঐ সকল বর্ণবাদিদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে পারে? গত ২৪ মার্চ ২০১৪ ঋষি পল্লীর একজন শিক্ষার্থী ধলগ্রাম বাজারের মজনু এর হোটেল থেকে ক্ষুদার তাড়না মেটাতে একটি রুটি খায়। আর তৎক্ষণাত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে মজনু। এর পর উক্ত বাজার থেকে সকল প্রকার কেনাকাটা বন্ধ করার জন্য বাজারের মসজিদে সংরক্ষিত মাইকে ঘোষণা দিলেন বণিক সমিতির সভাপতি আলম ফকির। শুধু তাই নয়, বিকালে প্রকাশ্যে বিচার হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে বাজারের দোকানদাররা তাদের প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে ঋষিদের এহেন আচরণ বরদাস্ত করা হবে না মর্মে নাটকীয় ধর্মঘট করেন। এক পর্যায়ে তাদের উগ্র আচরণ প্রকাশিত হতে থাকলে স্থানীয় পুলিশ ফাড়ির সহায়তার আহবান জানান ঋষিরা। অত:পর পুলিশ পাহারা উপেক্ষা করে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প বিস্ফোরণ করতে দুপুর ১.০০ নাগাদ ইটপাটকেল, লাঠি-শোঠা, ভারী অস্ত্র সাজে সজ্জিত হয়ে ঋষিদের উপর হামলা করে। তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়নি পাড়ার মধ্যকার কালি মন্দির। ঋষিদের উপর ত্রাস সৃষ্টি করে ভারী অস্ত্রের আঘাতে আহত করে ঋষিদের কয়েক জনকে। এই ঘটনায় নেতৃত্বদানকারীদের মধ্য থেকে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ধলগ্রাম বাজার বণিক সমিতির সভাপতিসহ কয়েকজনকে পুলিশ তৎক্ষণাত আটক করে জেল হাজতে প্রেরণ করে এবং একটি মামলা দায়ের করেন। সরোজমিন গিয়ে জানা যায়, বাজারের সিদ্ধেশ্বর কুন্ড, অলোক কুন্ডসহ বর্ণবাদী দোকানদাররা তাদের চায়ের দোকান, হোটেল-সেলুনে ঢুকতে দেয় না পার্শ্ববর্তী ঋষিদের। সিদ্ধেশ্বর কুন্ড, অলোক কুন্ড তাদের দোকানে সংরক্ষিত সেই ঋষিদের জন্য পৃথক কাপ, প্লেট, গ্লাস আমাদের দেখিয়ে গর্বের সাথে বলেন.. এই দেখেন, আমরা ঋষিদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করেছি। হোটেল মালিক মজনু বলেন, আমাদের কোন সমস্যা না, হিন্দু দোকারদাররাই তো ওদের খেতে দেয় না।

> আর কত সভ্য হলে দলিত তথা ঋষিদের প্রতি বৈষম্য কমবে। দেশের সংবিধান যখন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করেছেন। তথাপি সংবিধানের রক্ষকরাই বৈষম্যের এই বেড়াজাল টিকিয়ে রাখতে চাই ঠিক এধরনের দালিলিক প্রমাণ রেখেই.. ঋষিরা তাদের মেলামেশার ব্যাপারটি ক্রমান্বয়ে নিশ্চিত করবে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, মিমাংসা শর্তে জামিন প্রাপ্ত ইউনিয়নের চেয়ারম্যানসহ বণিক সমিতির সভাপতি ও আইনজীবীদের সহায়তায় একটি সমঝোতা দলিলে স্বাক্ষর করানোর উদ্দেশ্যে ১ মে ২০১৪ ইং তারিখে একটি সালিশ বসলে সেখানেও পূর্বের ন্যায় শর্ত উঠে আসে। সে শর্ত হল; পর্যায়ক্রমে এই বৈষম্যমুলক ব্যবস্থা বিলোপ হবে। আমরা বলতে চাই সেই সকল ব্যক্তিদের, এখনই সম্ভব নয় কেন? দেশের মহান সংবিধানের ২৭, ২৮, ২৯ অনুচ্ছেদে যখন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে সমান অধিকার ভোগ করবে' কথাটি স্পষ্টভাবে বলা থাকে। এ ঘৃণ্য ব্যবস্থা আপনারা যতদিন ধরে রাখবেন, ততদিন এই সমাজ, এই দেশ এমনকি আপনার সন্তানেরা কি শিক্ষা লাভ করবে আপনাদের কাছ থেকে? আজকে ঋষিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপরও আর কত আধুনিক হলে দলিতরা আপনাদের হোটেল, সেলুনসহ সামাজিকভাবে প্রবেশাধিকার পাবে? যারা মানুষকে মানুষ হিসেবে মনে করে না... যারা মানুষের মধ্যে সামাজিক বিভাযন সৃষ্টি করেছে, জাতিভেদ, বর্ণবৈষম্য সৃষ্টি করেছে তাদের এহেন বিবেকবর্জিত বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিক দৈন্যতাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য রইল আমাদের ঔদ্ধত্য আহবান। আসুন বৈষম্যকে না বলি, দলিতদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসি।।

বর্ণ বাদ
নিপাত যাক,
মানবতা
মুক্তি পাক।

১.৪ অস্পৃশ্যতার সেকাল; একাল

"তোগের কাজ জুতা সেলাই করা, তোরা স্কুলে আসিস ক্যা"- "মাগুরার শালিখা উপজেলার লজ্জা" শিরোনামে একটি সংবাদ দেশের খ্যাতনামা **দৈনিক সমকাল** পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ইতিমধ্যেই দেশবাসীর গোচরে এসেছে। তথাকথিত বর্ণবাদী সমাজ ব্যবস্থার করাল গ্রাসে যুগের পর যুগ লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষ জাতপাত বর্ণবৈষম্যের যাতাকলে পিস্ট হয়ে আজ সভ্য সমাজেও তাদের অবস্থান আস্তাকুড়ে। বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি দলিত জনগোষ্ঠী বর্ণবৈষম্যের নির্মম কষাঘাতে সমাজের নিচুতলার মানুষ হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের আর্শির্বাদে সাধিত উন্নতির ছিটেফোটাও পৌছেনি এ সকল দলিত মানুষদের মধ্যে। তারই নির্মম নিদর্শন পাওয়া যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন নগর, গ্রাম-গঞ্জের মধ্যে। সম্প্রতি মাগুরা জেলায় বাংলাদেশ দলিত পরিষদ (বিডিপি) ও পরিত্রাণ কর্তৃক আয়োজিত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এক এডভোকেসী সেমিনারে মাগুরার শালিখা উপজেলার সুমন দাস তার গ্রামের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তুলে ধরে তাদের প্রতি সভ্য মানুষদের অসভ্য বর্ণবিদ্বেষ তাদেরকে কিভাবে সমাজের প্রান্তিকতায় রুপান্তরিত করেছে। হাজরাহাটি ঋষিপল্লীর গা ঘেঁষে বসা ছোট্র একটি হাট। পাশেই হাইস্কুল, প্রাইমারি স্কুল, কমিউনিটি ক্লিনিক ও হাসপাতালসহ অন্যান্য সেবাপ্রদানকারী সংস্থা। অত্র এলাকায় তাদের চলাফেরা তো দুরের কথা বরং বাইরে বেরুলেই শুনতে হয় "তোরা অস্পৃশ্য, তোরা ছোট জাতের মানুষ, তোদের হাটা পথে চলা তো দুরের কথা, জ্ঞাতসারে একপাত্রে জল পান করাও শাস্ত্রীয় পাপ"। এভাবেই আর্তনাদ করে তাদের প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে। ঘটনাগুলোকে প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন করতে গত ২৯ জুন' ১৫ তারিখে বিডিপি ও পরিত্রাণ সদস্য দল হাজরাহাটি ঋষি পল্লীতে যান। ঋষিপাড়ার সন্তোষ দাস কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, "আমাগে জন্মটাই আজন্ম পাপ", ওদের কাছে কুকুরের যে মূল্য আছে মানুষ হিসেবে আমাগে সে মূল্য নেই", আমাগের বাজারে চা খাতি দেয় না, পুজায় ভাল শাড়ি পরে গেলে টিটকারি করে, স্কুলে ছেলেমেয়েগে স্যারেরা কয়, তোগের কাজ জুতা সেলাই করা, তোরা স্কুলে আসিস ক্যা", চেয়ারম্যান ভোটের আগে কইল- সব ঠিক করি দিবানে, চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগ করলিও কিছু কয় না" আমরা কনে যাব"। শিক্ষার্থী শম্পা দাস বলেন, "আমাগি ছেলেমেয়েগের দিয়ে স্কুলের টয়লেট পরিস্কার করায়, পাটি নিয়ে যাতি হয় স্কুলে বসার জন্যি, এট্টু পড়া না পারলি স্যারেরা জাত তুলে গালাগাল করে"। লজ্জায় আমরা নামের পদবী পাল্টাইছি (দাস থেকে বিশ্বাস) এবং দুরের স্কুলে গিয়ে ভর্তি হচ্ছি"। সম্প্রতি ২০১৪ এর পিএসসি পরীক্ষায় হিন্দু ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের ১ এর ৭ নং এ একটি নৈব্যাক্তিক প্রশ্ন আসে। যেখানে লেখা ছিল, দূর্গাপূজার সময় তোমার বাড়িতে যদি কোন মুচি আসে তাহলে তুমি কি করবে? যার কারণে সাধারন অনেক শিশুরা তাদের পরিচিত ঋষি সম্প্রদায়ের শিশুদের দিকে ন্যাক্কারজনকভাবে ঘৃণার চোখে তাকায় ও বলে ঐ দেখ, ওরা মুচি"। এমন জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেকহীন মানুষ যারা শিক্ষার মধ্যে এ বিষয়ের অবতারনা করতে পারে তাদের দ্বারা কিভাবে সোনার দেশের জন্য সোনার মানুষ গড়ে তোলা সম্ভব।

সমাজের গভীরে প্রোথিত এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলে দলিতদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা সংগ্রামে নিয়োজিত সংগঠন পরিত্রাণ ও বিডিপি কর্মীবৃন্দ জাতীয় পত্রিকার সাংবাদিকদের মাধ্যমে ঘটনাগুলো জনসম্মুখে তুলে ধরে এর দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এহেন পরিস্থিতিতে শালিখার স্থানীয় সুমন দাস ও দলিতপল্লীবাসীদের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে স্থানীয় বাজার কমিটির সদস্য ও সমাজে নেতৃত্বদানকারী তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকেরা।

ঘটনাটি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও অন্যান্য মিডিয়ায় প্রকাশ হলে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন বিষয়গুলো দেখার জন্য দায়িত্ব নেন। তিনি এ বিষয়ে স্থানীয় স্কুল, বাজার কমিটিরও সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু ফলাফল শূন্য। এখনও পর্যন্ত হাজরাহাটি ঋষিদের উপর চলছে সেই পৈশাচিক ঘৃণ্য অস্পৃশ্যতার ঝান্ডা। যখন দেশের মহান পবিত্র সংবিধানে ২৭, ২৮,২৯ অনুচ্ছেদ এ জাতপাত, বর্ণ, পেশা ও জন্মগত পরিচয়ের কারণে সকল প্রকার বৈষম্যকে বিলোপ ঘোষণা করা হয়েছে তথাপি যারা এই আধুনিক সভ্যতার যুগেও মানুষকে মানুষ হিসেবে সম্মান করে না বরং ঘৃণা, বঞ্চনা আর লাঞ্ছনা দিয়ে এই দলিত জাতিগোষ্ঠীকে পায়ের তলায় দাস করে রাখতে চায় তারা কারা? নিশ্চয়ই এই সমাজেই বসবাসকারী মানুষ। তারা কি দেশের সংবিধান ও আইনকানুনের উর্দ্ধে?

অত্যান্ত উদ্বেগের সাথে বলতে হয় দেশে আজ ধর্ষণ, শিশুনির্যাতন, শিশু হত্যাও যেন থামছেই না। অসহায় দলিত প্রতিবন্ধি নারী ও শিশুরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিনযাপন করছে। তাদের প্রতিও বলগাহীনভাবে চলছে এই অত্যাচার, নির্যাতন। সম্প্রতি সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার পরপর ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় মানুষের বিবেক, মনুষ্যত্ববোধ কতটা তলানিতে ঠেকেছে। বানভাসী অসহায় ভূমিহীন ঋষি সম্প্রদায়ের একটি পরিবার কপোতাক্ষ পাড়ের পরিত্যক্ত খাসজমিতে কোন রকম একটি ছোপড়া দিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুজে পেয়েছে। গত ৩ আগস্ট ২০১৫ তারিখে শাসক শ্রেণী সুকৌশলে সেখান থেকেও উচ্ছেদের হীন উদ্দেশ্যে এক বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধি দলিত গৃহবধূকে নির্মমভাবে ধর্ষণ করেছে। এ ঘটনায় প্রতিবন্ধি ঐ নারী মানুষের দ্বারে দ্বারে ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য নিজেকে বিবস্ত্র করে বোঝাতে চায় সোহেল শেখ নামক এক নরপশু তার সম্ভ্রম কেড়ে নিয়েছে। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় প্রকাশ্যে প্রশাসনের নাকের ডগায় ঘুরে বেড়াচ্ছে আসামী। অত:পর পরিত্রাণ এর সহায়তায় তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে একটি মামলাও দায়ের করা হয়। (তালা থানা মামলা নং-২/১০৬/ ৪/৮/২০১৫)। ঘটনায় বাংলাদেশ দলিত পরিষদ মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। কিন্তু কোন অদৃশ্য শক্তির কারণে এখনও কোন অভিযুক্ত ধরা পড়ছে না।

প্রতিবাদহীনতা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিশ্চিত না হওয়ায় এ সকল অপরাধীরা থেকে যাচ্ছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে এবং এ ধরনের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমশ:। এর জন্য কি আমরা দায়ী নই? মিডিয়ার বদৌলতে হয়তো কিছু ঘটনা আমরা জানতে পারি ঠিকই কিন্তু এ রকম কত শত নির্মম বৈষম্যের শিকার হচ্ছে দলিতরা, প্রতিবন্ধি নারী ও শিশুরা নরপিশাচদের ভোগ্যপণ্যে পরিণত হচ্ছে তার কোন হিসেব নেই।

দলিতদের ন্যায়বিচার থেকে এহেন বঞ্চনা শুধু আজকে নয় চলছে বছরের পর বছর। অসহায় দলিত নারী, গৃহবধু ও মেয়েদের প্রতি সমাজের শাসক শ্রেণীর এই নির্লজ্জ লোলুপ দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করতে হলে দরকার একটি বৈষম্যমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা, বৈষম্য নিরোধ আইন এবং বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগ। যার প্রেক্ষিতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। দলিতরা তাদের প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর জন্য পাবে একটি হাতিয়ার। আসুন, তাই দেশের সর্বস্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সচেতন আন্দোলন গড়ে তুলি এবং বৈষম্যকে না বলি।

ছড়িয়ে পড়ুক আলোকছটা দূর হোক দলিতদের প্রতি সহিংসতা।

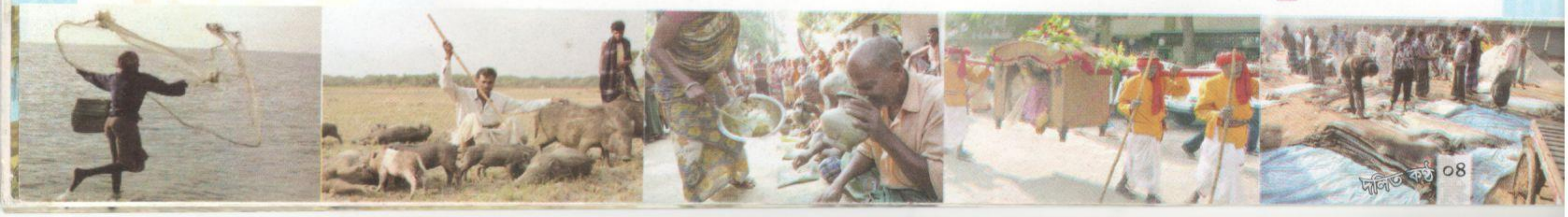

অধ্যায় ঃ ২

২.১ দলিতদের প্রতি নির্যাতনের সংক্ষিপ্ত চিত্র

দলিতদের অবস্থাঃ
অর্থনৈতিক ভাবে রুগ্ন
সামাজিক ভাবে নিগৃহিত
রাজনৈতিক ভাবে উপেক্ষিত
শিক্ষা থেকে বঞ্চিত
ধর্মীয় ভাবে ঘৃণিত

"ওদের চা দেয়া যাবে না" শিরোনামে ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ তারিখে প্রথম আলো পত্রিকায় খবর প্রকাশিত; কেশবপুরের বাশবাড়িয়া, সাগরদাড়ি বাজারে ঋষিদের চুল কাটে না, চা খেতে দেয় না।

২৪/০৩/২০১৪ তারিখে যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলাধীন ধলগ্রাম বাজার সংলগ্ন ঋষিদের উক্ত বাজারে চা খেতে না দেয়ার প্রতিবাদ করলে বাজার কমিটির চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে মাইকে ঘোষণা দিয়ে সংঘবদ্ধ হামলা চালায়, মন্দির, ঘরবাড়ি ভাংচুর করে এবং নারীদের শ্লীলতাহানী ঘটায়।

খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা থানার গঙ্গারামপুরে দলিত কিশোরী স্কুল থেকে অপহরণ, মামলা তুলে নিতে জীবন নাশের হুমকি।

ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামের ঋষিপল্লীতে বিয়ের অনুষ্ঠানে তান্ডব, মেয়েদের উত্যক্ত।
(দলিত ভয়েস ২৪.কম- ২০১৪)

"তোগের কাজ জুতা সেলাই করা, তোরা স্কুলে আসিস ক্যা"- দৈনিক সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে দলিতদের প্রতি মাগুরা জেলার শালিখা থানার হাজরাহাটি ঋষি পাড়া ৩৫-৪০ টি পরিবার চরম বৈষম্যের শিকার। হাটবাজার, সর্বজনীন স্থান, এমনকি স্কুলে বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনি পরীক্ষা ২০১৪ অনুষ্ঠিত হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা প্রশ্নমালায় একজন মুচি মন্দিরে প্রবেশের যোগ্য কি না, বিষয়টি দলিত শিক্ষার্থীদের চরম লজ্জার মধ্যে ফেলে দেয় এবং প্রশ্নটি তথাকথিত 'মুচি' বা ঋষি সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রতিবন্ধক হওয়াতে কাঙ্খিত ফলাফল থেকেও বঞ্চিত হয় সারাদেশের দলিত পরীক্ষার্থীরা।

২৯ শে মার্চ ২০১০ তারিখে মণিরামপুর উপজেলাধীন ভোজগাতি দলিত শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচী থেকে ছোট জাত বলে দলিত শিশুদের বিতাড়িত।
(দৈনিক প্রথম আলো- ৩রা এপ্রিল ২০১০)

শেরেপুরের নলিতা বাড়িতে ঋষি সম্প্রদায়ের ১ম শ্রেণিতে পড়ুয়া ছাত্রী ধর্ষণ।
(শেরপুর কন্ঠ - ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪)

দলিত কিশোরী পল্লবী দাস (ছদ্ম নাম) ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে উঠিয়ে নিয়ে বর্বরোচিত ভাবে গণধর্ষণ।
(দলিত ভয়েস ২৪.কম)

৩০/০৩/২০১৬ তাং মণিরামপুরের পাড়ালা ঋষিপাড়ার মেয়েদের উত্যক্তকারী আবুসাইদ, ইব্রাহিম সংঘবদ্ধভাবে পাড়ালা ঋষি পাড়ায় হামলা, বসতভিটায় আগুন, লুটপাট ও গ্রামবাসীদের ভারী অস্ত্র দ্বারা মারপিট করে গুরুতর আহত করে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনত্তোর মণিরামপুরের হাজরাইল ঋষি পাড়ার ২ নারীকে ধর্ষণ।

৩১ /৫/ ২০১৩ তারিখে ঝিকরগাছা ঋষিপল্লীতে মৃত মোহন্ত দাসের শবদাহে বাধা সৃষ্টি করে উচ্চবর্ণ

তোরা মুচি, স্কুলের গ্লাসে পানি খাবি না; ৬ মে ২০০৯ ইং তারিখে মেহেরপুর জেলার বামন পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২য় শ্রেণীর ছাত্র প্রদীপ দাস (৭)কে স্কুলের শিক্ষিকা জল খেতে দেয়নি তার জন্মগত পরিচয়ের কারনে

সৈয়দপুরে দলিত সম্প্রদায়ের ঋষিপল্লীর শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধি গৃহবধ ধর্ষিত. ঘটনার তাং- ১১/০৯/২০১১ শনিবার আনুমানিক রাত্র ১টা ৩০ মিনিট।

১/০৮/২০১০ এ জয়পুরহাট জেলা পাচবিবি উপজেলায় ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে ধষর্কের হাতে গুরুত্বর জখম হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন গোপাল পাহান।

পাবনায় চুরির অভিযোগে পরিচ্ছনতা কর্মীকে পিটিয়ে হত্যা।
(সময় টিভি- ২০১৫)

২০ নভেম্বর ২০১১ তাং যশোর জেলা কেশবপুরের ভাল্লুকঘর সার্বজনীন শ্মশান থেকে দলিত সম্প্রদায়ভূক্ত আনন্দ দাস এর মৃতদেহ দাহ করতে বাধা প্রদান এবং চিতা থেকে লাশ লাথি মেরে ফেলে দেয় বর্ণবাদী ব্রাহ্মণগোষ্ঠী

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে দলিত বিধবা গৃহবধূ গোলাপী রানী চাঁদা প্রদানে অস্বীকার; যড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার।
(দলিত ভয়েস ২৪.কম- ২০১৪)

যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলার রামনাথ পুর ঋষি পাড়ায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দলিত মেয়েদের শ্লিলতাহানী, প্রতিবাদ করার কারনে তাদের উপর সংঘবদ্ধ আক্রমণ, মারপিট ও ঘরবাড়ি ভাংচুর।
(দৈনিক সমাজের কথা- ১৮ মে ২০১০)

গত ৩/৮/২০১৫ তাং এ সাতক্ষীরা তালা উপজেলার গোনালী ঋষি পাড়ার ঋষিপল্লীর শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধি গৃহবধূ ধর্ষিত।

২.২ জোরপূর্বক জমি, ঘরবাড়ি দখল, লুট, অগ্নিসংযোগ ও মারপিট

১৬ নভেম্বর ২০১০ ইং তারিখ সকাল আনুমানিক ৮.০০ ঘটিকার সময় কেশবপুর উপজেলার মজিদপুর গ্রামের শতাধিক দলিত সম্প্রদায়ভূক্ত ঋষি সম্প্রদায়ের মানুষদের উপর মধ্যযুগীয় কায়দায় জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে স্থানীয় মজিদপুরের ভয়াবহ সন্ত্রাসী সাইদ, জামাল এর নেতৃত্বে অর্ধশতাধিক সন্ত্রাসী দল চাকু, চাপাতি, কুড়াল, সাবল, রড, বেকী, রামদা, বন্দুকসহ মোটরসাইকেল যোগে অজ্ঞাতে হামলা চালায় ঐ সকল নিরীহ নিম্নবর্ণের মানুষদের উপর। এ সময় সন্ত্রাসী বাহিনী স্বপন দাস, গোপাল দাস, ষস্টি দাস, রসময় দাস, স্বরসতী দাস, অর্চনা দাসের বাড়িতে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ ঘটিয়ে তান্ডবলীলা চালায়। অস্ত্রের মুখে জিম্মী করে গ্রামের পুরুষদের আটকে নারী ও ষোড়শীদের শ্লীলতাহানী ঘটায়।

৩০/৪/২০১২ তারিখে ফরিদপুর জেলার মধূখালী উপজেলার গাড়াখোলা ঋষি পাড়ার বসতভিটা থেকে উচ্ছেদের জন্য হামলা ও জমি বেদখল, অত:পর বাদী বাবলু ঋষিকে হত্যা।

২/১০/২০১২ তারিখে ফরিদপুরের রবিদাস পল্লীতে ১৩টি পরিবার উচ্ছেদ, ষড়যন্ত্রে প্রশাসনের যোগসাজশ।

হত্যা

২৮ অক্টোবর ২০১০ তারিখে তালা উপজেলাধীন মণিমালা বিশ্বাস (মালো) কে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা এবং আটকে রেখে হত্যা।

১লা অক্টোবর ২০১১ তারিখে নারায়নগঞ্জ রুপগঞ্জের রুমা রবিদাসকে ধর্ষণত্তোর শ্বাসরোধে হত্যা (৩রা অক্টোবর ২০১১)।

দলিত প্রতিবন্ধি নারীকে ধর্ষনকারীদের শাস্তির দাবিতে পরিত্রাণ এর সহায়তায় বিডিপি ও বিএনডিসি

র রস চুরি করে খাওয়ার অপরাধে যশোরের মণিরামপুরের জামলা গ্রামের ঋষি সম্প্রদায়ের বাকপ্রতিবন্ধী কিশোর কে এ ভাবেই গরম রস ঢেলে শরীর দগ্ধ করা হয় - যায

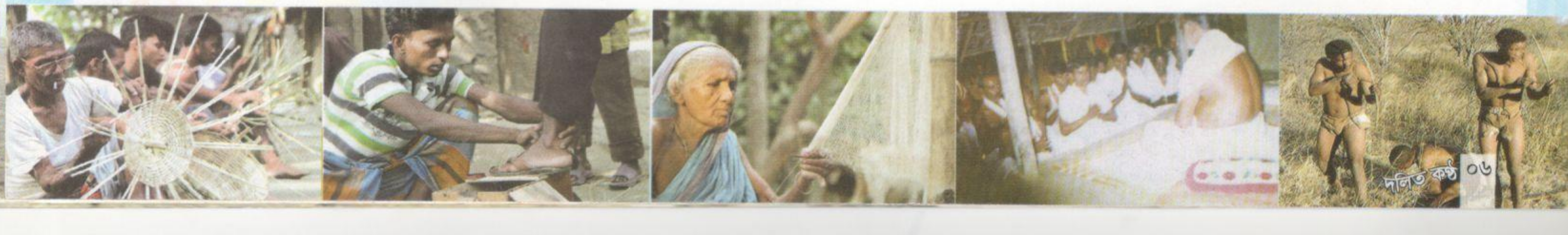

অধ্যয় ঃ ৩, কার্যক্রমের অংশ বিশেষ
দলিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার

৩.১ আঞ্চলিক দলিত সম্মেলন ও দলিত উন্নয়ন সম্মাননা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আ. আ. ম. স আরেফিন সিদ্দীক বলেছেন, দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের আলাদাভাবে দেখলে জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে পড়বো। আমাদের সংবিধানে কোনো জাতিকে আলাদাভাবে দেখা হয়নি তাই মানুষ হিসেবে বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের মানুষকে আলাদাভাবে দেখার সুযোগ নাই। বাংলাদেশে এক কোটিরও বেশি দলিত সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে। তারা বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার। যে কারনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভর্তির ক্ষেত্রে এক শতাংশ কোটা দলিতদের জন্য বরাদ্দ করেছেন। এ পদ্ধতি দেশের সকল ক্ষেত্রে চালু হওয়া দরকার। তাহলে পিছিয়ে পড়া এসব মানুষদেরকে সামনের কাতারে আনা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ দলিত পরিষদ ও সমমনা সংগঠন এর আন্দোলনের ফসল হিসেবে এ অর্জন দলিত জনগোষ্ঠীর। তিনি ১১ এপ্রিল ২০১৪ তাং, শুক্রবার বিকেলে সাতক্ষীরা জেলার তালা সরকারী কলেজ ময়দানে হাজার হাজার দলিতদের সমাবেশে "আঞ্চলিক দলিত সম্মেলন ও দলিত উন্নয়ন সম্মাননা-২০১৪" এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ দলিত পরিষদের সভাপতি উদয় দাসের সভাপতিত্বে ও সমন্বয়ক বিকাশ দাশের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে দলিত আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা দলিতদের মানবাধিকার উন্নয়ন সংগঠন পরিত্রাণ এর নির্বাহী পরিচালক মিলন দাস। তিনি বলেন, ব্রাক্ষন্যবাদী সনাতন ধর্মীয় সমাজ ব্যবস্থায় অস্পৃশ্যতার অভিশাপে সমাজের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে অদ্যবধি উচ্চশিক্ষায় দলিতদের পদার্পণ ঘটে নাই। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দলিত শিক্ষার্থীদের জন্য ১ শতাংশ কোটা বরাদ্দ করায় শিক্ষাক্ষেত্রে ও দলিত জনগোষ্ঠীর মুক্তির সংগ্রামের এক যুগান্তকারী প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এ কোটা পদ্ধতি চালু না হওয়ায় দলিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়ার অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে। তিনি দেশের সকল স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে দলিত শিক্ষার্থীদের জন্য কোটা পদ্ধতি চালু করার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া তিনি বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়নসহ দলিতদের উন্নয়নে মানবতার ১০ দফা দাবি তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মনোরঞ্জন ঘোষাল, খলিলনগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রণব ঘোষ বাবলু, তালা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, উপজেলা চেয়ারম্যান ঘোষ সনদ কুমার, তালা সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শেখ আবদুল মালেক, বিডিপি এর সাধারণ সম্পাদক অশোক দাস প্রমূখ। অনুষ্ঠানে দলিতদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ ১৬ জনকে "দলিত উন্নয়ন সম্মাননা" প্রদান করা হয়। প্রধান অতিথি **দলিত ভয়েস ২৪ ডট কম** নামের একটি অনলাইন পত্রিকার উদ্বোধন করেন।

সকাল ১০ ঘটিকায় পরিত্রাণ কর্তৃক আয়োজিত ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগর ক্যাথলিক মিশনের সম্মেলনকক্ষে পরিত্রাণের প্রোগ্রাম অফিসার উজ্জ্বল দাসের পরিচালনায় শিক্ষার্থী সমাবেশ ও শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ দলিত পরিষদ এর সহ সভাপতি দিপালী দাস এর সভাপতিত্বে সমাবেশের প্রধান অতিথিসহ অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফাদার আন্তনিও জার্মানো, ফাদার সেরজো টার্গা, বিশিষ্ট সমাজসেবক বজলুর রহমান, প্রভাষক আবদুল আলীম, মণিরামপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি আব্বাস উদ্দীন, বিডিপি -খুলনা এর সাধারন সম্পাদক সুধাংশু দাস, বিডিপি এর সাধারণ সম্পাদক অশোক দাস, চুকনগর কলেজের অধ্যক্ষ শফিকুল ইসলাম প্রমূখ।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ইং তারিখ বাংলাদেশ দলিত পরিষদ এর ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের কক্ষে এক আলোচনায় দলিত শিক্ষার্থীদের দলিত সম্প্রদায়ের পরিচিতি সনদ পত্র প্রদানের জন্য আহবান জানালে চলমান শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ দলিত পরিষদ এর মনোনয়নের ভিত্তিতে অর্জুন দাস ও পিন্টু দাস নামে দুজন শিক্ষার্থী ঢাবি এর স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ পায়। দলিতদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়ে দলিত সম্প্রদায়ের মুক্তি সুদুরপ্রসারী হলেও ঢাবি এর এই উদ্যোগ এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করেছে। শিক্ষাসহ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতা পেলে একদিন দলিতেরাও তাদের মেধা মননের প্রকাশ ঘটিয়ে দেশের উন্নয়নে আরও অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

৩.২ এডভোকেসী: জাতীয় পর্যায়ে

✓ বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়নের দাবীতে লং মার্চ:

২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ইং তারিখ এ প্রায় ৪৫০ দলিত জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে বৈষম্য বিলোপ আইন পাশের দাবীতে সাতক্ষীরা থেকে ঢাকা পর্যন্ত লং মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। লংমার্চ এ খুলনা বিভাগের ১০টি জেলা ও ৬টি বিভাগে আলোচনা সভা, ৩৭ জন সংসদ সদস্য বরাবর স্মারকলিপি প্রদান, প্রেস কনফারেন্স বাস্তবায়ন করা হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর ঢাকার প্রেসক্লাব এর সামনে মানববন্ধন, নাট্যপ্রদর্শনী এবং বিএমএ ভবনে এক মহা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বৈষম্য বিলোপ আইন জাতীয় সংসদে উত্থাপনের জন্য মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এর হাতে প্রদান করা হয়।

৫ ডিসেম্বর বিশ্ব মর্যাদা দিবস; জাতীয় সম্মেলন

৫ ডিসেম্বর ২০১৫ ইং তারিখ ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে দলিত হরিজন জনগোষ্ঠীর সহস্রাধিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণে এক জাতীয় র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয় এবং র‍্যালীত্তোর ঢাকার বিএমএ ভবনে দলিত হরিজন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন এবং অবিলম্বে জাতীয় সংসদে বৈষম্য বিলোপ আইন পাস করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার আশ্বাস প্রদান করেন।

দলিতদের অবদানে
হয়েছে প্রমান,
সকল ক্ষেত্রে মর্যাদা
দিতে হবে সমান

বৈষম্য বিলোপ আইন ও তৃণমূল ভাবনা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক:

বৈষম্য বিলোপ আইন পাসের যৌক্তিকতা এবং তৃণমূল ভাবনা চর্চা শীর্ষক জাতীয় পর্যায়ে জনপ্রিয় পত্রিকা দৈনিক প্রথম আলো ও দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে সুশিল সমাজ প্রতিনিধি, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, প্রশাসন, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান, আইন কমিশনের প্রতিনিধি প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

আমরা শিক্ষা. চাকুরী ও
ব্যবসা-বাণিজে উন্নতি
করলেও ঘৃণার জায়গা থেকে
মুক্তি পাচ্ছি না।
দেশে আমাদের মানবেতর
জীবন যাপন
করতে হয়।

২১ মার্চ আন্তর্জাতিক বর্ণ বৈষম্য বিলোপ দিবস উদ্‌যাপন ; বৈষম্য নিরসনে জাতীয় সংলাপ

বাংলাদেশ দলিত পরিষদ প্রতি বছর ২১ মার্চ আন্তর্জাতিক বর্ণবৈষম্য বিলোপ দিবস উদ্‌যাপন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২১ মার্চ ২০১৬ ইং তারিখ বাংলাদেশ দলিত পরিষদ , হরিজন ঐক্য পরিষদ এর সাথে যৌথভাবে ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে বাস্তবায়ন করেছে বৈষম্য নিরসনে জাতীয় সংলাপ। যেখানে ৬ জন সাংসদ, মাননীয় হুইপ শাহাবউদ্দিনসহ উন্নয়ন সহযোগী, বুদ্ধিজীবী, সুশিল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ ও সারাদেশ দেশ থেকে দলিত হরিজন নেতৃবৃন্দ প্রায় ১৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ ও উপস্থিত অতিথিবৃন্দ দলিতদের উন্নয়নে বৈষম্য বিলোপ আইনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন এবং এ ব্যাপারে ককাস কমিটি গঠনে উদ্যোগ গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

কম্যুনিটি মোবিলাইজেশন

বাংলাদেশ দলিত পরিষদ এর কার্যক্রম কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং তৃণমুলে যে সমস্ত দলিত জনগোষ্ঠী বসবাস করছে তাদেরকে দোর গোড়ায় নিয়ে গিয়েছে। গ্রমাঞ্চলে দলিত সম্প্রদায়ের বর্তমান অবস্থা বোঝার জন্য এবং তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা সরকারের নীতি নির্ধারণী মহলে তুলে ধরতে সারা বাংলাদেশে কম্যুনিটিতে সমস্যা চিহ্নিত করতে এবং উক্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পাড়া ভিত্তিক উদ্বুদ্ধকরণ সভা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যার মধ্যে উত্তম দাসের বাড়ি, ছুটিপুর কাগমারী ঝিকরগাছা, প্রবীর দাসের বাড়ি সাতক্ষীরা, ইতিরানী দাসের বাড়ি কুষ্টিয়া, উৎপল দাসের বাড়ি রেল কলোনী কুষ্টিয়া, ময়না দাসের বাড়ি দাসবেলগাছি চুয়াডাঙ্গা, কেরানী গঞ্জ ঢাকা সহ বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলা এবং উপজেলা শহরের গ্রামে পাড়া ভিত্তিক উদ্বুদ্ধকরণ সভা প্রায় ১১০ টি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যেখানে প্রায় ৬০০ জন নারী পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

দলিতদের প্রতি সহিংসতার প্রতিবাদ

সারাদেশে অব্যাহত দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতি সহিংসতামূলক ঘটনা ঘটে তার সরেজমিন তথ্যানুসন্ধানপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বাংলাদেশ দলিত পরিষদ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে ঘরবাড়িতে আগুন, লুটপাট, জোরপূর্বক জমি দখল, নির্বাচনত্তোর সহিংসতা, যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, বাজারে চায়ের দোকান, হোটেল এ বর্ণ বৈষম্যের চর্চা, শারীরিক নির্যাতন প্রভৃতি ঘটনাবলীর প্রত্যেকটি ঘটনার প্রতিবাদে ও ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে বাংলাদেশ দলিত পরিষদ মানববন্ধন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান, মোবিলাইজেশন, মিডিয়া মোবিলাইজেশন, আইন সহায়তা, মিছিল, গণসমাবেশ, ক্ষতিপূরণ আদায় প্রভৃতি ৮৬টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। যেখানে প্রায় ৩ হাজার ৬০০ মানুষ অংশগ্রহণ করেছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বঃ

বাংলাদেশ দলিত পরিষদ বাংলাদেশের দলিত জনগোষ্ঠীর অবস্থা বিশ্ব নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিগোচর করতে নেপাল এর সার্ক সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেছে। এছাড়া, পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত আম্বেদকর স্মরণ অনুষ্ঠানে দলিতদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং স্যার গঙ্গারাম হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে দলিতদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদান রাখায় পরিত্রাণ এওয়ার্ড লাভ করেছে।

অধ্যায় ঃ ৪, স্থানীয় পর্যায়ে এডভোকেসীঃ

জেলা পর্যায়ে "উন্নয়ণ নীতিতে দলিত জনগোষ্ঠী ও আমাদের প্রত্যাশা" শীর্ষক এডভোকেসী সভাঃ-

দলিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের আওতায় মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় পরিত্রাণ ও বাংলাদেশ দলিত পরিষদের আয়োজনে খুলনা বিভাগের ১০টি জেলায় স্থানীয় পর্যায়ে দলিতদের অধিকার ও সেবাসমূহে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধিতে উন্নয়ণ নীতি, দলিত জনগোষ্ঠী ও আমাদের প্রত্যাশা শীর্ষক জেলা পর্যায়ে এডভোকেসী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সেমিনারে জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসন, যুব উন্নয়ন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর, কর্মসংস্থান, জন স্বাস্থ্য, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ স্থানীয় সুশিল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত উদ্যোগ, এ সকল বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ সমূহ তুলে ধরা হয়। সরকার সমাজ সেবা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতীয় দলিত, হরিজন, বেদে উন্নয়ন প্রকল্প, চাকুরীতে কোটা, শিক্ষাক্ষেত্রে কোটা, আবাসন উন্নয়ণ ও সেফটিনেট কর্মসূচীতে দলিতদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দলিতদের বিভিন্ন কম্যুনিটি সম্পর্কে সেবা প্রদানকারীদের স্পষ্ট ধারণা না থাকা এ সকল উদ্যোগুলো বাস্তবায়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা বলে আলোচকরা তাদের বক্তব্যে তুলে ধরেন। খুলনা বিভাগের চুয়াডাঙ্গা, যশোর, মাগুরা, নড়াইল, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, খুলনা ও বাগেরহাটে বাস্তবায়িত কর্মসূচীতে মোট ৩৭৭ জন অংশগ্রহণ করেন।

খুলনা বিভাগের জেলা পর্যায়ে কর্মশালা ও পরামর্শ সভার সারক্ষেপঃ

বাংলাদেশ দলিত পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে খুলনা বিভাগের ১০ টি জেলাতে জেলার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কনসাল্টেশন মিটিং করা হয়। কনসাল্টেশান মিটিংএ জেলার প্রতিনিধিদের কাছ থেকে বৈষম্য বিলোপ আইন এর খসড়া প্রস্তুতকরনের জন্যে জেলা প্রতিনিধিদের কাছে মতামত পাওয়ার প্রত্যাশায় মুলত পরামর্শ সভা ধারাবাহিক ভাবে আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে দলিতদের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও নিরসনের জন্য সময় উপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশ দলিত পরিষদকে আরো সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী ও দলিত আন্দোলনকে গতিশীলকরনের কার্যকর কৌশল নিরুপন করা হয়। খুলনা বিভাগের চুয়াডাঙ্গা, যশোর, মাগুরা, নড়াইল, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, খুলনা ও বাগেরহাটে উক্ত কনসাল্টেশন মিটিং বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সভাগুলোতে মোট ২৩৯ জন অংশগ্রহণ করেন। পরামর্শ সভায় আইনজীবী, রাজনীতি শিক্ষাবিদ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন এবং বৈষম্য বিলোপ আইন এর খসড়ার উপর মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। যা আইন কমিশনের মাধ্যমে বৈষম্য বিলোপ আইনের খসড়াটি সমৃদ্ধকরনে ভূমিকা রাখবে।

৪.১ মর্যাদায় গড়ি সমতা প্রচারাভিযানঃ

কেশবপুরে নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে নারী দিবস উদ্‌যাপন

"অবদানে অর্জনে হয়েছে প্রমান, শ্রমে ও মর্যাদায় নারী সমান সমান"

একজন নারী প্রতিদিন গড়ে ১২.১টি মজুরিবিহীন কাজ করে, যা জিডিপিতে যোগকরা হয় না। পুরুষের ক্ষেত্রে এ ধরনের কাজের সংখ্যা ২.৭ টি এবং একজন নারী মজুরিবিহীন কাজে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৮ ঘন্টা এবং একই কাজে একজন পুরুষ প্রতিদিন ২.৫ ঘন্টা সময় ব্যয় করে। আমাদের দেশের নারীরা যে সকল গৃহস্থলী ও অন্যান্য কাজ করে থাকেন যা মজুরীবিহীন যদি তা জাতীয় অর্থনীতিতে যোগ করতে পারি, তাহলে জাতীয় উৎপাদনে নারীর অবদান ২৫ শতাংশ বেড়ে ৪০ শতাংশ হয়ে যাবে। কেশবপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় সিপিডি এর গবেষণায় এ সব তথ্য তুলে ধরেন পরিত্রাণের সমন্বয়কারী বিকাশ দাশ। ৮ মার্চ ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে **মর্যাদায় গড়ি সমতা** এর দেশব্যাপী প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে মানবাধিকার উন্নয়ন সংস্থা পরিত্রাণ ও কেশবপুর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় কেশবপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে বাস্তবায়িত হয় নানা কর্মসূচী। উক্ত দিবস ও প্রচারাভিযানকে কেন্দ্র করে স্টল প্রদর্শনী, কুইজ প্রতিযোগীতা, জেন্ডার গেম, লুডু খেলা এবং প্রমিলা ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রতিযোগিতাসহ আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়। দিনের ১ম পর্বে প্রতিযোগিতার শেষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। পরিত্রাণের নির্বাহী পরিচালক মিলন দাস এর সভাপতিত্বে ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা বিমল কুমার কুন্ডু এর উপস্থাপনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শরীফ রায়হান কবীর।

প্রমিলা ফুটবল টীম এর একাংশ। বিশ্ব নারী দিবস ২০১৬ উপলক্ষে আয়োজিত প্রমিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট এর উদ্বাধনী প

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মৌসুমি আক্তার, থানা পুলিশ কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাসুদ, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল লতিফ রানা প্রমুখ। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, আমাদের সমাজ ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মেলার স্টল পরিদর্শন করেন যশোর জেলা প্রশাসক পত্নী ও জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি রুনা লাইলা, নারী উন্নয়ন ফোরাম, কেশবপুরের সভাপতি ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব নাসিমা সাদেক, কেশবপুর লেডিস ক্লাব এর সভাপতি তানজিলা পিয়াস প্রমূখ। এরপর বিকাল ৩ টায় আয়োজিত প্রমিলা ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী পর্বে জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি রুনা লাইলা, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এর উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি সার্বিক এই আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং কেশবপুর উপজেলায় এ ধরনের একটি ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজনের মধ্য দিয়ে নারীরাও দেশের উন্নয়নে যে অবদান রাখছে তা প্রমাণ করে শ্রমে ও মর্যাদায় নারীরা সমান সমান। এছাড়া উক্ত ফুটবল খেলায় বিদ্যানন্দকাটি ইউনিয়ন ও সাগরদাঁড়ি ইউনিয়নের দুটি দলের সকল খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে দেশ ও জাতির উন্নয়নে নিজেদের গড়ে তোলার আহবান জানান। অতঃপর খেলা শেষে তিনি উপজেলা প্রশাসন ও পরিত্রাণ এর পক্ষ থেকে ফুটবল খেলায় চ্যাম্পিয়ন সাগরদাড়ি ইউনিয়ন ফুটবল একাদশ এর হাতে ট্রফি ও বিদ্যানন্দকাটি মহিলা ফুটবল একাদশ এর হাতে রানার্স আপ ট্রফি এবং প্রত্যেক খেলোয়াড়কে শুভেচ্ছা পুরস্কার তুলে দেন।

৪.২ তথ্য জানার অধিকার দিবস

"আমরা সবাই বাঁচতে চাই, বাঁচার জন্য তথ্য চাই" শ্লোগানকে সামনে রেখে ২০১৫ সালে পরিত্রাণ ও বাংলাদেশ দলিত পরিষদের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আমাদের দেশে তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন আপামর জনসাধারণ ও বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনে পরিবর্তন বয়ে আনার অপার সম্ভাবনা তৈরি করেছে। দুর্নীতিরোধেও এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ব্যাপক। এর সফল ব্যবহারে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ- এমনকি দারিদ্র হ্রাসকরণও সম্ভব।

দলিতদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে, চিকিৎসায়, ত্রাণ ও দুর্যোগ সহায়তায়, স্বাস্থ্যসেবায়, প্রতিনিধিত্বে, সামাজিক ক্রিয়া কর্মকান্ডে অংশগ্রহণসহ সকল ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য না থাকার কারনে দিনের পর দিন তারা পিঁছিয়ে পড়ছে। তথ্য বিচ্ছিন্নতা কমিয়ে আনতে আয়োজিত র‌্যালী ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যশোর জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক ড. হুমায়ুন কবীর চৌধুরী। তিনি সরকারের উদ্যোগ সমূহ তুলে ধরে সকল তৃণমূল, অবহেলিত মানুষদের তথ্যক্ষেত্রে তথ্যের প্রবাহমানতার সংস্কৃতি সুদূরপ্রসারী উন্নয়নে অবদান রাখবে বলে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে উদ্যোগী হওয়ার আহবান জানান।

যশোর জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এবং তথ্যে অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটি, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের আইন শৃংখলা কমিটি থেকে শুরু করে সকল কমিটিতে দলিতদের অন্তর্ভূক্তিকরণ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে সরকারি সকল দপ্তর সমুহের সেবার তথ্য জনগেনের দোর গোড়ায় পৌছে দেওয়ার জন্যে যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ সহ দলিত জনগোষ্ঠির প্রাপ্তির জায়গায় সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি, সরকারী সেফটি নেট কর্মসূচী (বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, ভিজিএফ কার্ড, দুর্যোগকালীণ ত্রাণ ইত্যাদি)-তে দলিত জনগোষ্ঠীকে বিশেষ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভূক্ত করার দাবীসমূহত তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সুজন দাস, তাপস দাস, অসীম দাস প্রমূখ। সম্মেলনে প্রায় ৫৫০ জন অংশগ্রহণ করেন।

প্রটেক্টিং হিউম্যান রাইটস্ (পিএইচআর)

প্রটেক্টিং হিউম্যান রাইটস্ (পিএইচআর) একটি পাঁচ বছর মেয়াদী কর্মসূচী যা বাংলাদেশে পারিবারিক সহিংসতার উচ্চহার হ্রাস ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাকে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করছে। ইউএসএআইডি'র আর্থিক সহায়তায় প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর রিসার্চ অন উইম্যান (আইসিআরডব্লিউ), বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি (বিএনডব্লিউএলএ) এবং ১১টি পর্যায়ে পারিবারিক সহিংসতাসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে কোন ঘটনায় নির্যাতনের শিকার নারীদেরকে অন্যান্য সহায়তার পাশাপাশি আইনগত সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে যা কর্মএলাকার অভিষ্ঠ জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তীতে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। একইসাথে স্থানীয় পর্যায়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে জনগণের সম্পর্ক উন্নয়নেও কাজ করছে এই প্রোগ্রামটি। পরিত্রাণ যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার ৯টি ইউনিয়নে কর্মসূচীটি বাস্তবায়ন করছে।

পিএইচআর কর্মসূচীর কর্ম এলাকা

পরিত্রাণ যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার ৯ টি ইউনিয়নে ২০১১ সাল থেকে পিএইচআর কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। ইউনিয়ন সমূহ হচ্ছে কাশিমনগর, ভোজগাতি, ঢাকুরিয়া, হরিদাসকাটি, মনিরামপুর, খেদাপাড়া, চালুয়াহাটি, শ্যামকুড় ও দুর্বাডাঙ্গা।

পিএইচআর এর কার্যক্রম

- ✓ এডভোকেসী
- ✓ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং
- ✓ বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার
- ✓ সারভাইভার সার্ভিস
- ✓ গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম

এডভোকেসী

ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠণের লক্ষ্যে পরিত্রাণ এর পক্ষ থেকে এডভোকেসী সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার মাধ্যমে ৯টি ইউনিয়নে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়েছে। এরমধ্যে ৮টি ইউনিয়নে পরিত্রাণ এর পিএইচআর প্রোগ্রামে কর্মরত ৮ জন সমাজকর্মী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মনোনীত সদস্য হিসেবে উক্ত কমিটিতে যুক্ত হয়েছে। এছাড়া ৯টি ইউনিয়নে লিগ্যাল এইড কমিটি গঠিত হয়েছে যেখানে পরিত্রাণ এর ৩ জন সমাজকর্মী উক্ত কমিটিতে যুক্ত হয়েছে। এডভোকেসী সভার ফলে দুর্বাডাঙ্গা ও মনিরামপুর সদর ইউনিয়নকে বাল্যবিয়েমুক্ত ঘোষণা করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া পরিত্রাণ উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করছে। এডভোকেসী কম্পোনেন্ট এর আওতায় স্থানীয় প্রশাসন ও সরকার প্রতিনিধিগণ বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে অনেক বেশী সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ২০১৩ সাল থেকে ৩১ মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও সামাজিক সুরক্ষা দলের সদস্যগণ মোট ১০৩টি বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ করেছে।

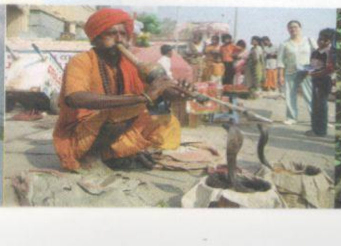

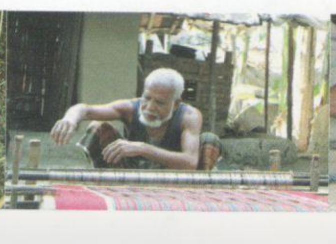

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কম্পোনেন্ট এর আওতায় বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষকে পিএইচআর ইস্যু সম্পর্কে আরো সক্রিয় ও দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।

ক. ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ ঃ পরিত্রাণ পিএইচআর প্রোগ্রামের আওতায় বাল্যবিবাহ ও পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে করনীয় বিষয়ে ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। যেখানে মনিরামপুর উপজেলার ১৭টি ইউনিয়ন থেকে বিভিন্ন মসজিদের ৫১ জন ইমাম প্রশিক্ষণ অংশগ্রহন করেন।

খ. প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ঃ জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরেধে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মনিরামপুর উপজেলার ৫৯ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১০৫ শিক্ষক উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন।

গ. ইউপি সচিবদের প্রশিক্ষণ ঃ ইউনিয়ন পরিষদের সচিবদের পারিবারিক সহিংসতা ও বাল্যবিয়ের ঘটনা ডকুমেন্টেশনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মনিরামপুর উপজেলার ১৭টি ইউনিয়নে সচিব এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন।

ঘ. ইয়্যুথ সদস্যদের প্রশিক্ষণ ঃ ইয়্যুথ সদস্যদের পারিবারিক সহিংসতা, যৌতুক, যৌনহয়রানি ও বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে ২০ জন ছাত্র এবং ২২ জন ছাত্রী অংশগ্রহন করে।

ঙ. যৌনহয়রানি প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ ঃ মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা মতে মনিরামপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রেরিত চিঠির ভিত্তিতে উপজেলার সকল মাধ্যমিক স্কুলে ৫ সদস্য বিশিষ্ট যৌনহয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। উপজেলার ৬০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গঠিত অভিযোগ কমিটির সদস্যদের ১দিনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ ব্যাচের মাধ্যমে ১৪১ জন পুরুষ এবং ১৫২ জন নারী সর্বমোট ২৯৩ জন এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করে। প্রশিক্ষণ শেষে ৬০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যৌনহয়রানি প্রতিরোধে অভিযোগ বক্স প্রদান করা হয়েছে।

সারভাইভার সার্ভিস

ক. মনোসামাজিক কাউন্সেলিং ঃ পরিত্রাণ এর পিএইচআর কর্মএলাকাভুক্ত ৯টি ইউনিয়নে কর্মরত ১৮ জন সমাজকর্মী পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুকে তাদের মনোবল বৃদ্ধিতে ২৩৪৪ জন সারভাইভারকে ২৮৮৪ বার মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান করেছেন। ফলে সারভাইভারগণ তাদের পরিবারে এখন শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে।

খ. সামাজিক সুরক্ষা দলের সাথে ত্রৈমাসিক সভা ঃ ইউনিয়ন পর্যায়ে পারিবারিক সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে স্থানীয়ভাবে জনগণকে সচেতন করা ও ওয়াচ ডগের ভূমিকায় সক্রিয় করে তোলার জন্য ৯টি ইউনিয়নে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট সামাজিক সুরক্ষা দল গঠন করা হয়। ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, ইউপি সচিব, ইমাম, নিকাহ্ রেজিস্টার, ছাত্র-ছাত্রী প্রতিনিধি, সমাজকর্মীদের নিয়ে সামাজিক সুরক্ষা দল গঠন করা হয়। সামাজিক সুরক্ষা দলের সাথে মোট ৫৪ টি ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভগুলিতে ৮৫৬ জন পুরুষ এবং ৪২৬ জন নারী সর্বমোট ১২৮২ জন অংশগ্রহন করে।

গ. রেফারেল সার্ভিসের মাধ্যমে সারভাইভারদের সেবা প্রদান ঃ পরিত্রাণ এর পিএইচআর এর কর্মএলাকাভুক্ত ৯টি ইউনিয়নের ৮০৭ জন সারভাইভার ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ও জীবীকায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা পেয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ভিজিডি, ভিজিএফ, কম্বোল, কর্মসৃজন প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ, ভোট ও পূজার ভিউটি এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে গবাদি পশু পালন, টেইলারিং ও নকশিকাথা সেলাই প্রশিক্ষণ পেয়েছে। এছাড়া ইউএসএআডি'র সহযোগিতায় পরিচালিত হর্টিকালচার প্রোগ্রামের আওতায় বসতবাড়িত সবজি চাষ প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম

পরিত্রাণ পিএইচআর এর প্রোগ্রামের আওতায় পারিবারিক সহিংসতা কি, ধরণ, পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারী ও শিশু কোথায় গেলে আইনী পরামর্শ ও সেবা পাবে সেসম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতার জন্য বিভিন্ন রকম কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

ক. উঠান বৈঠক ঃ গণসচেতনতার লক্ষ্যে ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড, গ্রাম ও পাড়ায় পুরুষ, নারী, দম্পতি ও কিশোর-কিশোরী দলের সাথে উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়। উঠান বৈঠকে পারিবারিক সহিংসতা কি, ধরন, কারণ, বাল্যবিয়ে কি, ক্ষতিকারক দিকসমূহ এবং পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর সহায়তার জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে কর্মরত আইনজীবীর নিকট প্রেরনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া কোন বাল্যবিয়ে ও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে ন্যাশনাল হেল্প-লাইন ১০৯২১ নম্বরে ফোন করার জন্য জনসাধারণকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।প্রোগ্রাম মেয়াদকালীণ সময়ে ৯টি ইউনিয়নে সর্বমোট ১,০০০টি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। উঠান বৈঠকে ১২,২৬১ পুরুষ এবং ১৭,৯০৮ জন নার সর্বমোট ৩০,১৬৯ জন অংশগ্রহণ করে।

খ. বাল্যবিবাহ ও পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতাদের সমাবেশ ঃ ইউনিয়ন সামাজিক সুরক্ষা দল ইউনিয়নকে বাল্যবিয়ে মুক্ত করার জন্য ইউনিয়নের বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে উপস্থিত ইমামগণ ১৮ এর কম বয়সী মেয়ে এবং ২১ এর কম বয়সী ছেলেদের বিয়ে পড়াবেন না বলে অঙ্গীকার করেন। এছাড়া তারা মসজিদের জুমার দিন বাল্যবিয়ের ক্ষতিকারক দিকসমূহ আলোচনা করবেন এবং কোন অভিভাবক যাতে তাদের কন্যাশিশুদের কম বয়সে বিয়ে না দেয় তার জন্য পরামর্শ প্রদান মূলক বক্তব্য রাখবেন।

গ. জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ ঃ জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের দুইমাসে ৭ কর্মদিবসে ৮টি বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। স্ব-স্ব স্কুলের শিক্ষকদের মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যারা স্কুলে ফিরে গিয়ে তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের আচার আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনায়ন, শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে যাওয়া রোধ ও ভবিষ্যতের চেঞ্জ এজেন্ট হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২০১৩ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ১৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২৭০০ জন ছাত্র-ছাত্রী এ বিশেষ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেক বিদ্যালয় থেকে ৮জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে পিয়ার লিডার তৈরী করা হয়। পিয়ার লিডারদের ধারণাকে স্কুলের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনিময়ের জন্য তারা স্ব-স্ব বিদ্যালয়ে কুইজ, বালিকাদের ধীরে সাইকেল চালানো, বল পাসিং, সবজির খোসা ছাড়ানো প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

ঘ. ইয়্যুথ স্টাডি সার্কেল ও এওয়ারনেস এন্ড এনগেইজমেন্ট ঃ ইয়্যুথ গ্রুপের সদস্যরা উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষামুলক প্রচারাভিযান কার্যক্রমের মাধ্যমে সচেতনতাবৃদ্ধির কাজ করে আসছে। তারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কুইজ, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, জেন্ডারভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য খেলাধূলা, নাটক সহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এছাড়া ইয়্যুথ সদস্য গণ নিজেদের ধারনা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিমাসে পাঠচক্রের আয়োজন করে। এ পর্যন্ত তারা বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ৮৩৬ জন পুরুষ এবং ১,৫৯৪ জন নারীকে সচেতন করার কাজ করেছে।

ঙ. দিবস উদযাপন ঃ পরিত্রাণ পিএইচআর প্রোগ্রামের আওতায় নারীর অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন করে থাকে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক নারী দিবস, আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস 'উদ্যমে উত্তরণে শতকোটি' ক্যাম্পেইনসহ বিভিন্ন দিবস পালন করা হয়। বিভিন্ন দিবসে ১,৪১৪ জন পুরুষ ও ১,৬২১ জন নারী সর্বমোট ৩,০৩৫ জন অংশগ্রহন করে।

চ. ওয়ার্ড কমিটির সভা ঃ পিএইচআর কর্মএলাকা ভুক্ত ৯ টি ইউনিয়নে ওয়ার্ড পর্যায়ে বাল্যবিবাহ ও পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হয়। প্রতি তিনমাস অন্তর তাদের সাথে সভার আয়োজন করা হয়। সভায় তিন মাসের কাজের অগ্রগতি ও পরবর্তী তিনমাসের কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়। ২৩৩টি ওয়ার্ড সভায় ১,১৬০ জন পুরুষ এবং ১৪২ জন নারী সর্বমোট ১,৩০২ জন অংশগ্রহন করে।

৪.৩ জলবায়ু অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচী

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক এবং দূর্যোগ প্রবণ দেশ। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিভিন্ন প্রকারের দূর্যোগ তথা বন্যা, সাইক্লোন, কালবৈশাখি, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদী ভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা বাংলাদেশের নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। যার প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চল অর্থাৎ সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষরা।

গ্রীণ হাউস প্রতিক্রিয়ার কারণে অতি দ্রুত বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা। আইপিসিসির পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১০ বছরের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা প্রতিবছর ৬-৭ মিলিমিটার বেড়ে ২০৫০ সালের মধ্যে ১৭-২০ শতাংশ এলাকা ডুবে যাবে। তিন কোটি মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তু হয়ে যাবে। দক্ষিণাঞ্চলের উপকুলবাসী এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার সাথে জীবন যুদ্ধ করে দিনাতিপাত করছে। কখনও সিডর, আইলা, রোয়ানু ইত্যাদির মত ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাসসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার উপর ফেলছে অবর্ণনীয় নেতিবাচক প্রভাব। পরিত্রাণ "সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আবহাওয়া ও জলবায়ু বিপর্যয়জনিত প্রতিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করণ" কর্মসূচীর আওতায় জলবায়ু বিষয়ক তথ্য মেলা বাস্তবায়ন করে। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের তথ্যক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিতপূর্বক দুর্যোগ মোকাবেলায় উদ্যোগিকরনের লক্ষ্যে গত ২৩ থেকে ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ ইং তারিখে ৪ দিন ব্যাপি জলবায়ু বিষয়ক তথ্য মেলা উপলক্ষে জলবায়ু সমাবেশ, প্রদর্শনী স্টল, কর্মশালা, সেমিনার, নাট্যপ্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, জারীগান, ঢালী খেলা, দলিত আদিবাসীদের পরিবেশনা কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়।

'ত্রাণ চাই না, প্রাণ চাই, দুর্যোগ মোকাবেলায়, প্রস্তুতি তাই' শ্লোগানকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত জলবায়ু বিষয়ক 'তথ্য মেলা' ২০১৪ এর সংক্ষিপ্ত চিত্র

২৩/১২/১৪ তারিখ মঙ্গলবার বেলা ১০.০০ ঘটিকার সময় সাতক্ষীরার দুর্যোগ কবলিতদের ভাগ্য পরিবর্তনে জলবায়ু তহবিলের ন্যায্য হিস্যার দাবীতে জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়। পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে র‌্যালী নিয়ে সাতক্ষীরা নিউমার্কেটসহ শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ আবদুর রাজ্জাক পার্কে এসে র‌্যালীর সমাপ্তি হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সৈয়দ মহসীন আলী এম.পি বেলুন উড়িয়ে ও মোমবাতি প্রজ্জলোনের মাধ্যমে জলবায়ু বিষয়ক তথ্যমেলা' ১৪ -এর শুভ উদ্বোধনী ঘোষণা করেন। উদ্বোধনত্তোর সমাবেশে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিকাশ দাস, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক। পরিত্রাণের প্রোগ্রাম অফিসার উজ্জ্বল দাস এর উপস্থাপনায় ও বাংলাদেশ দলিত পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি, বাবু উদয় কৃষ্ণ দাসের সভাপতিত্বে সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, জনাব এড: মুস্তফা লুৎফুল্লাহ, জাতীয় সংসদ সদস্য, সাতক্ষীরা-০১। জনাব মনোরঞ্জন ঘোষাল, শিল্পী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, ঢাকা। জনাব আলহজ্জ মো: আবদুল জলিল, পৌর মেয়র, পৌরসভা, সাতক্ষীরা। জনাব মুনসুর আহম্মেদ, প্রশাসক,-জেলা পরিষদ, সাতক্ষীরা। জনাব নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, সাতক্ষীরা জেলা শাখা। জনাব উদয় দাস, সভাপতি, বাংলাদেশ দলিত পরিষদ, কেন্দ্র কমিটি। অধ্যক্ষ আবু আহম্মেদ, সভাপতি, প্রেসক্লাব, সাতক্ষীরা। ঘোষ সনৎ কুমার, উপজেলা চেয়ারম্যান, তালা উপজেলা। সমাবেশের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব সৈয়দ মহসীন আলী এম.পি দেশের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান।

২৪/১২/১৪ ইং তারিখ বুধবার বেলা ২টায় সাতক্ষীরা প্রেসক্লাব-এর সভাকক্ষে দুর্যোগ ঝুকিহ্রাস, টেকসই কৃষি ও পরিবেশ উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ভুমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মোস্তাফিজুর রহমান উজ্জল, সাধারণ সম্পাদক, প্রেস ক্লাবের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আব্দুল হামিদ, সরকারী মহিলা কলেজ, সাতক্ষীরা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন স্বদেশ এর নির্বাহী পরিচালক বাবু মাধব দত্ত।

২৫/১২/১৪ ইং তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১০.০০টায় সাতক্ষীরা কৃষি অফিস (খামারবাড়ী) জলবায়ু পরিবর্তন; দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দলিত ও আদিবাসীদের জীবনযাত্রা ও মানবাধিকার বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পরিত্রাণের প্রোগ্রাম অফিসার উজ্জল দাস এর এর উপস্থাপনায় ও বিশিষ্ট পরমানু বিজ্ঞানী, ড. এম মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, নাজমুল আহসান, জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। অন্যান্যের মধ্যে আলোচ্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, মঞ্জুননাহার, হেক্স, ঢাকা, শেখ মুহাসিন আলী, উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সাতক্ষীরা, মো: আমজাদ হোসেন, উপজেলা কৃষি অফিসার, সাতক্ষীরা, বিশ্বজিৎ সাধু, সভাপতি, কৃষক লীগ, সাতক্ষীরা জেলা শাখা, প্রফেসর নিমাই চন্দ্র মন্ডল, প্রাক্তন বিভাগীয় কমিশনার, ইংরেজী, সরকারী মহিলা কলেজ যশোর।

২৫/১২/১৪ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ২টায়, সাতক্ষীরা প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে জলবায়ু পরিবর্তন; নারীর বিপদাপন্নতা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে সঞ্চালনা করেন লায়লা পারভিন সেজুতী, প্রকাশক দৈনিক পত্রদুত এবং প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শান্তি মন্ডল সহ-সাধারণ সম্পদিকা, বাংলাদেশ দলিত পরিষদ।

২৫ ডিসেম্বর' ১৪ বৃহস্পতিবার বেলা ২.৩০ মিনিটে সাতক্ষীরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (খামার বাড়ী) - এর সভাকক্ষে ***জলবায়ু পরিবর্তন; প্রেক্ষিত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল*** শীর্ষক এডভোকেসি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পরিত্রাণ'র ভারপ্রাপ্ত পরিচালক বিকাশ দাস এর সঞ্চালনায় সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন মহিরউদ্দিন মহির, বিশিষ্ট নদী গবেষক, কেশবপুর। সেমিনারের প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, মুহম্মাদ নূরুল হুদা, বিশিষ্ট উন্নয়ন বিশ্লেষক, ঢাকা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক প্রফেসর আমিরুল আলম খান।

২৬ ডিসেম্বর' ১৪ শুক্রবার সকাল ১০.০০ টায়, সাতক্ষীরা কৃষি অফিস(খামারবাড়ী)-এর সভাকক্ষে **'জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবেলায় তথ্যে সহজলভ্যতা ও মিডিয়ার ভুমিকা'** শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মিজানুর রহমান, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেলিভিশন-এর সঞ্চালনায় সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ আবু আহমেদ, সভাপতি, সাতক্ষীরা প্রেসক্লাব ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বদরু মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, বিশিষ্ট লেখক ও কলামিস্ট। সেমিনারে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, অশোক অধিকারী, সমন্বয়কারী, নারী কন্সোটিয়াম ঢাকা, সুভাষ চৌধুরী, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি, দৈনিক যুগান্তর ও এন.টি.ভি, মোস্তাফিজুর রহমান উজ্জল, সাধারণ সম্পাদক, প্রেসক্লাব, সাতক্ষীরা প্রমূখ।

২৬ ডিসেম্বর' ১৪ শুক্রবার বিকাল ৩.০০ টার সময় শহীদ আবদুর রাজ্জাক পার্কে জলবায়ু বিষয়ক তথ্য মেলা'১৪ এর সমাপনি ও পুরুষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রোগ্রাম অফিসার উজ্জল দাসের সঞ্চালনায় সমাপনি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঘোষ সনৎ কুমার, উপজেলা চেয়ারম্যান, তালা উপজেলা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিকাশ দাশ, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, পরিত্রাণ, বদরু মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, লেখক ও কলামিস্ট, আবুল হোসেন, পরিচালক, মানব কল্যাণ সংস্থা (মাকস), সাতক্ষীরা। এ সময় পুরুস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জলবায়ু বিষয়ক চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, নাট্য প্রতিযোগিতা, স্টল সজ্জা প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ পুরস্কার বিতরণ করেন।

সার্বিক আয়োজনের মধ্য থেকে নিম্মোক্ত বিষয়াবলী সুপারিশ করা হয়;

১। গণমানুষের প্রাণ রক্ষায় কপোতাক্ষ ও বেতনা নদী খননের মাধ্যমে মৃত প্রায় এতদসংলগ্ন অন্যান্য নদীগুলোর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে।
২। কপোতাক্ষ-বেতনা অববাহিকা তথা খুলনা, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার উন্নয়ন ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্ববাসনে পর্যাপ্ত সরকারী বরাদ্দ দিতে হবে।
৩। অপরিকল্পিত মৎস্য ঘের উচ্ছেদপূর্বক দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ততার ভয়াবহতা রোধে অবিলম্বে মৎস্য চাষের সুনির্দিষ্ট যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
৪। পরিবেশ বিপর্যয়ের কবল থেকে উপকূলবাসীদের রক্ষায় অবিলম্বে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।
৫। সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।
৬। দুর্যোগ বিধ্বস্ত অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসনে বিশেষ করে দলিত, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আপদকালীণ পর্যাপ্ত সরকারী বরাদ্দ দিতে হবে।
৭। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র রক্ষায় অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৮। কপোতাক্ষ নদসহ মৃতপ্রায় অন্যান্য নদী দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত করে সীমানা নির্ধারণসহ খনন কাজ করতে হবে।
৯। দলিত, আদিবাসীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এ সকল জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
১০। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত ও জনগনের জন্য অবমুক্ত করতে হবে।
১১। দলিত, আদিবাসী সহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ, সহজশর্তে ব্যাংক ঋণ প্রদান সহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অধ্যয় ঃ ৫. শিক্ষাক্ষেত্রে দলিতদের অভাবনীয় সাফল্য

৫.১: বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ক্ষেত্রে ১% দলিত কোটা; শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব

বাংলাদেশ একটি উন্নয়ন শীল দেশ হলেও এদেশের অধিকাংশ প্রান্ত সীমার নিচে বসবাস করছে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ যাদেরকে সামাজিক ভাবে অস্পৃশ্যতার মাপকাঠিতে আবহমান কাল ধরে মাপা হয়। তাদেরকে সামাজিক ভাবে কোন ঠাসা করে রাখা হয় তেমনি ভাবে উপযুক্ত পরিবেশের কারনে তারা তাদের মেধার এবং যোগ্যতার কোনটাই প্রমাণ মেলে ধরতে পারে না। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দলিত হরিজন ছেলে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ১.০% কোটা ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে চালু করেছিলা ঢাবির কর্তৃপক্ষ। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ দলিত পরিষদ (বিডিপি), বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ এবং পরিত্রাণের বিভিন্ন দাবির প্রেক্ষিতে এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে আরও ৮ টি স্বায়ত্ত্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় কোটা চালু করেছে। এরই আঙ্গিকে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ে বাণিজ্য অনুষদে ০৭ জন শিক্ষার্থী, বিজ্ঞান অনুষদে ০৩ জন, মানবিক অনুষদে ০১ জন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও বাণিজ্য শাখায় ০২ জন, বাংলাদেশ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য শাখায়-০১ জন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ০১ জন এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান অনুষদে ০২ জন ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। আর এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাংবিধানিক নাগরিক অধিকার অনুসারে সকল অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা সুযোগ দিলে তারা তাদের মেধাকে ফুটিয়ে তুলতে পারবে। দলিত জনগোষ্ঠীর এই ছেলে মেয়েরা একদিন উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে যেমন টা তাদের সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য কাজ করবে তেমনি তারা রাষ্ট্রের উন্নয়নে গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রাখবে বলে সবাই প্রত্যাশা করছে।

৫.২. এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য যশোর এর দলিত শিক্ষার্থীদের

যশোরের কেশবপুর এবং মনিরামপুরে ***(প্রদীপ প্রকল্পের কর্ম এলাকা)*** দলিত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পল্লীতে এদের বসবাস। দারিদ্রতা, বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হলেও দমাতে পারেনি তাদের মেধাকে। অর্থনৈতিক অভাব এবং সীমাহীন বৈষম্যের আগুনকে বুকে ধারণ করে এখানকার অধিকাংশ শিশুরা তাদের ভবিষ্যৎকে সুন্দর করার লক্ষ্যে শৈশব থেকে তারা প্রতিযোগিতামুলক লেখাপড়ায় অংশ নিয়ে তাদের সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করেছে। ২০১৪ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে এ অঞ্চলের দলিত শিক্ষার্থীরা। কেশবপুর এবং মণিরামপুর উপজেলার ৮টি ইউনিয়নে মোট ৮৬ জন ছাত্র/ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করেছিলো। যার মধ্যে ছাত্র ৫৭ জন এবং ছাত্রী ২৯ জন। পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৫ জন- "এ+", ৩২ জন- "এ", ২৪ জন- "এ-", ৭ জন- "বি" এবং ৮ জন ছাত্র/ছাত্রী "সি" গ্রেড কৃতকার্য হয়েছে। মোট পাসের হার ৮৮% (ছাত্রী ৮৯ % ও ছাত্র ৮৬%)।

এইচএসসি পরীক্ষায়ও কেশবপুর এবং মণিরামপুর উপজেলাতে ৫৮ জন ছাত্র /ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করছিল। যার মধ্যে ছাত্র ৪৩ জন এবং ছাত্রী ১৫ জন। পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৩ জন- "এ" প্লাস, ২১ জন- "এ" গ্রেড, ১০ জন- "এ" মাইনাস, ০৫ জন- "বি" গ্রেড এবং ০৪ জন- "সি" গ্রেড পেয়ে কৃতকার্য হয়েছে। যার শতকরায় মোট পাসের হার ৭৮% (ছাত্র ৭০ ও ছাত্রী ৮৭%)। দলিত ছাত্রছাত্রীদের একনিষ্ঠ অধ্যবসায়ীর কারনে এবং তারা তাদের সুপ্ত মেধাকে কাজে লাগিয়ে জীবনের সাফল্যের দ্বিতীয় সোপান পার করে দেশ ও দশের কল্যাণে অবদান রেখে নিজ সম্প্রদায়ের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য আজ বদ্ধ পরিকর। আর এ থেকে প্রমানিত হয় যে "কষ্ট করিলে, কেষ্ট মেলে"। ইচ্ছা আর অধ্যাবসায় থাকলে এবং সুযোগ পেলে বৈষম্য, দারিদ্রতাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে কেউ কেউ অদম্য মেধার পরিচয় দিয়ে নিজের জাতিসত্ত্বার অস্তিতে সাফল্যের দ্বার উন্মোচন করেছেন, দেশ সেবার কাজে নিজেদের সপেঁ দেওয়ার আত্নপ্রত্যয়ীতাঁরা। উল্লেখ্য যে, এ সকল ছাত্র/ছাত্রীরা পরিত্রাণের এ্যাডভোকেসী অর্গনাইজার ও অধিকার সুরক্ষা দলের নিবিড় তত্বাবধানে ছিলো ফলে আজ এই সাফল্য অর্জন করতে সম্ভব হয়েছে। দলিত মানুষের প্রকৃত পক্ষে ভাগ্য উন্নয়নের দ্বার উন্মোচনের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে এই সাফল্যের মধ্য দিয়ে।

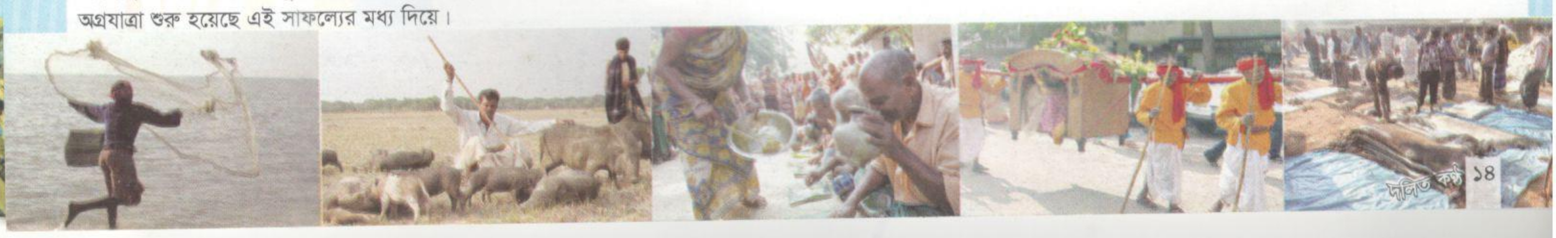

৫.৩ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়ে স্বপ্ন পূরন হলো মিঠুন দাসের

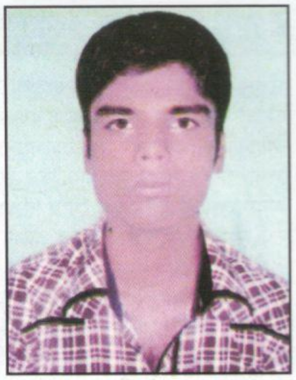

মিঠুন দাস পিতা অর্জুন দাস, মাতা আন্না রানী দাস গ্রাম বাজিতপুর। দুই ভাই-বোন তার মধ্যে মিঠুন দাস বড়। মিঠুন ছোট বেলা থেকে মেধাবী ছিল এবং ডান পিঠে স্বভাবের। অনেক কষ্ট করে ভাল রেজাল্ট নিয়ে এসএসসি পাশ করে। মিঠুন দাস যখন এইচএসসি পরীক্ষা দিবে তার আগে তার বাবা অর্জুন দাস তাকে পড়াশুনার খরচ বন্ধ করে দেয় এবং কাজ করার জন্য বলে। কিন্তু মিঠুন দাসের পড়াশুনা করার স্বপ্ন। সে পড়াশুনা করে বড় কিছু করবে। মিঠুন দাসের স্বপ্ন ভাংগতে শুরু করলো এবং সে ফরম ফিলাপের টাকা জোগাড় করতে ব্যর্থ হল। এমতাবস্থায় পরিত্রাণ প্রদীপ প্রকল্পের সহযোগিতায় মিঠুন দাস ফরম ফিলাপ করে এবং পরীক্ষা দিয়ে ভাল রেজাল্ট করে । ইতিমধ্যে পরিত্রাণ এর সহায়তায় বাংলাদেশ দলিত পরিষদ জাতীয় এডভোকেসীর অংশ হিসেবে ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকট দলিতদের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগামি করে তুলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে দলিত শিক্ষার্থীদের ভর্তিক্ষেত্রে ১% কোটা বরাদ্দ করার জন্য এক মতবিনিময়ের সভার মাধ্যমে স্মারকলিপি প্রদান করে। এক পর্যায়ে মাননীয় উপাচার্য অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিতদের ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠায় ১% কোটা প্রচলন করেন। ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে উক্ত কোটা প্রচলিত হলে বিষয়টি প্রদীপ প্রকল্পের আওতায় দলিতদের মাঝে প্রচার করা হয়। বিষয়টি মিঠুন দাস অবগত হলে সে বাংলাদেশ দলিত পরিষদের নিকট হতে প্রত্যায়ণ নিয়ে দলিত কোটায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাখায় ভর্তি হয়। মিঠুন দাস বলেন, "আমার বড় হওয়ার স্বপ্ন পূরন হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছি। তা কাজে লাগিয়ে আমি মানুষের মত মানুষ হতে চাই"।

অধ্যায় ঃ ৬, দলিতদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সফলতা

৬.১ রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় অদম্য নিখিল

নিখিল দাস। মণিরামপুর উপজেলাধীন কাশিমনগর ইউনিয়নের ইত্যা ঋষি পল্লীর একজন বাসিন্দা। পরিত্রাণ কর্তৃক পরিচালিত দলিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সুরক্ষা কর্মসূচীর আওতায় দলিতদের মধ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের একজন একনিষ্ট সৈনিক। গত ২২ মার্চ ১০১৬ তারিখে ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দিতা করেছেন এবং জয়লাভ করেছেন। শৈশবকালে দেখেছিলেন পাশ্ববর্তী বর্ণহিন্দুদের দ্বারা নির্মম জাতপাত ব্যবস্থা। স্থানীয় বাজারে, চায়ের দোকানে, হোটেলে, নাপিতের দোকানে, স্কুলে এমন কি সামাজিক যে কোন অনুষ্ঠান থেকে হতে হয়েছে বিতাড়িত। তার একটাই অপরাধ, তথাকথিত সমাজ ব্যবস্থায় সে দলিত বা নিচুজাতে তার জন্ম। বাবা নিবারন চন্দ্র দাস ১৯৯৮ সালে পাড়ার সকলের উৎসাহ উদ্দীপনায় নির্বাচনে দাড়ানোর প্রস্তুতি নিয়েছিলেন কিন্তু বাধ সাধে পার্শ্ববর্তী ব্রাক্ষন পাড়ার কয়েকজন রক্ষনশীল ব্রাক্ষন নেতা। হুমকি দিল, মুচি হয়ে যদি ভোটে দাড়ায় তবে তার লাশটাও খুজে পাওয়া যাবে না। অত:পর নোমিনেশন পেপার জমা দেওয়ার জন্য তার সমর্থকরা ঐক্যবদ্ধ হলে নিবারন চন্দ্র দাস ব্রাক্ষনদের হুমকির কথা মনে করে আতংকিত হয়ে পড়েন এবং আর নোমিনেশন পেপার জমা দেয়নি। একদিকে ব্রাক্ষনদের হুমকি অন্যদিকে স্বজাতির মুক্তি। কিন্তু সন্তানদের বড় করতে হলে মুক্তিলাভের এই ইচ্ছা থেকে আপাতত: সরে আসতে হবে। দিনে দিনে ইত্যা গ্রামের মধ্যে বড় হতে লাগল নিখিল দাস। লেখাপড়ায় এসএসসি সম্পাদন করতে পেরেছিলেন অনেক কষ্টে। বুক ভরা স্বপ্ন তৈরি হয় একদিন সংগ্রামের মাধ্যমে দলিতদের মুক্তি বয়ে নিয়ে আসবে। এক পর্যায়ে ইত্যা পল্লীবাসীর উৎসাহে এবং পরিত্রাণ ও বাংলাদেশ দলিত পরিষদের সহায়তায় ২০১৬ এ স্থানীয় সরকারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ইউপি সদস্য হিসাবে নিজ পাড়ার প্রায় ৫০০ ভোটের প্রতিনিধি হিসেবে চূড়ান্ত ভাবে নোমিনেশন জমা প্রদান করেন। তথাকথিত উচ্চবর্ণের দ্বারা পালিত চিরাচারিত বর্ণবৈষম্যকে ভেঙ্গে দিতে নিখিলের আত্মপ্রকাশ ঘটবে এ যে অকল্পনীয়। আবারও চরম বিরোধিতা এবং শেষ করে মুচির সালিশ মেনে নিতে হবে, মুচি চেয়ারে বসবে এমন অপঃপ্রচার চালাতে থাকে ঐ সব উচ্চবর্ণীয় বর্ণহিন্দু ও স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ। এমনকি যদি সে নোমিনেশন প্রত্যাখ্যান না করে তবে মেরে ফেলার হুমকিও দেয়। তবুও মাথা নোয়াবার নয় নিখিল দাস। নিজের সমর্থকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, যদি নির্বাচন করতে গিয়ে আমাকে হত্যাও করে তারপরও আমাকে সমাধি দিয়ে এই দলিত জাতির মুক্তির জন্য আমার পাড়া থেকে তোমরা নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত মাঠে থাকবে। অবশেষে সকল ষড়যন্ত্রের প্রাচীর উপেক্ষা করে গত ২২ মার্চ ২০১৬ সালের নির্বাচনে নিখিল দাস বিজয়ী হয়েছেন। একটি জাতির মর্যাদার সুরক্ষায় নিখিল দাসের ন্যায় দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হবে এমনটায় আশাবাদ ইত্যাবাসীর।

৬.২ কম্যুনিটি গ্রুপের আন্দোলনে আদর দাসের জমি উদ্ধার

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ০২ নং সাগরদাঁড়ী ইউনিয়নে বাঁশবাড়িয়া গ্রামে আদর দাসের বসবাস। আদর দাস অস্পৃশ্যতার মধ্য হতে বাঁশবাড়িয়া গ্রামের দলিতদের মধ্য থেকে শতবাঁধা বিপত্তি ও বৈষম্যের শিকল অতিক্রম করে সর্বপ্রথম এসএসসি পাশ করেছিল । অত্র ঋষি পাড়ার মধ্যে আদর দাস সর্ব প্রথম শিক্ষিত যুবক এবং সমাজ পরিবর্তনের জন্য সে নিরলস পরিশ্রম করে। শিক্ষিত হয়েও আদর দাস শুধু মাত্র দলিত বর্ণের হওয়ার কারনে কোন চাকুরীর না পেয়ে নিরুপায় হয়ে কৃষি কাজ করতে থাকে। নিজেকে শিক্ষিত হিসেবে ঋষি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও সমাজে যে দলিত, অদলিত বা চ্ছ্যুত-অচ্ছ্যুতের বেড়া জালে আদর দাসের ন্যায় গ্রামবাসী জর্জরিত। দলিতরা সকলেই দারিদ্রতার সীমার নিচে বসবাস করে এবং ভূমিহীন হিসেবে দিনাতিপাত করে। আদর দাস কোন রকম পাঁচ শতক জায়গার মধ্যে পরিবার পরিজনদের নিয়ে বসবাস করে। কিন্তু তার এই বসবাস করাটা স্থানীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে সেটা ভাল দেখায় না এই জন্য আদর দাসের জমিটা কিভাবে বেদখল করে নেয়া যায় সেটা নিয়ে শুরু হয় চক্রান্ত। তখন পাশের পাড়ার ইবাদুল হোসেন ও তার সহযোগীরা জোরপূর্বক তার জমির পাশ দিয়ে ড্রেন নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। আদর দাস এতে রাজি হয়না। সে শত অনুনয় বিনয় করার পরও ইবাদুল হোসেন ড্রেন কাটার জন্য আদর দাসকে হুমকি দিতে থাকে। শুধু আদর দাস নয় ওই গ্রামে বসবাসরত সকল ঋষি সম্প্রদায়ের সাথে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রায়ই খারাপ আচরণ করে। পরিত্রাণ প্রদীপ কর্মসূচীর আওতায় পরিচালিত মানবাধিকার আন্দোলন গতিশীল করার জন্য প্রকল্পের শুরুতেই উক্ত গ্রামে গঠন করা হয় কম্যুনিটি উন্নয়ন দল। যে দলের সদস্যরা তাদের ঐক্যবদ্ধকরন, অধিকার আদায়ে সোচ্চার হওয়া এবং যে কোন বৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতন আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বদ্ধপরিকর।

যখন উক্ত প্রভাবশালীরা আদর দাসের উপর আক্রমণ করার হুমকি প্রদান করে তখন উক্ত পাড়ার পরিত্রাণের কম্যুনিটি গ্রুপের সদস্যরা বাসন্তী রানী দাসের নেতৃত্বে প্রতিবাদ করেন। অতঃপর উক্ত প্রভাবশালীদের দ্বারা পুনঃহুমকির শিকার হয়ে বাসন্তি রানী দাস দলিতদের সংগঠন পরিত্রাণকে বিষয়টি অবহিত করেন। পরিত্রাণের প্রোগ্রাম অফিসার উজ্জ্বল দাস এ বিষয়ে সমঝোতার উদ্দেশ্যে-স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করেন। এক পর্যায়ে আদর দাসের জমির উপর দিয়ে যাতে অবৈধভাবে ড্রেন কাটতে না পারে সে ব্যাপারে পুরো গ্রামবাসী সোচ্চার হয়ে ওঠে। ইবাদুলের নির্দেশনায় পরবর্তিতে আবারও স্যালো মেশিনের মালিক আমজাদ হোসেন আদর দাসের জমির উপর দিয়ে ড্রেন দিতে গেলে কম্যুনিটি গ্রুপের নারী নেত্রী বাসন্তী রানী দাস গ্রামের সমস্ত মহিলাদের নিয়ে বাঁধা প্রদান করলে আমজাদ হোসেন পিছু হটে এবং ড্রেন করা থেকে বিরত থাকে। পুনঃরুদ্ধার হলো আদর দাসের বেঁচে থাকার ও মাথাগোজার জন্য এক টুকরো জমি।

৬.৩ দলিত পল্লীতে বিদ্যুৎ; এ যেন স্বপ্নের আলো

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলা বিভিন্ন সৌন্দর্যে ঐতিহ্যমন্ডিত। উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের প্রায় ২৬,৭০০ দলিত তথা ঋষি জনগোষ্ঠীর বসবাস। পেশাগত পরিচয়ের কারণে সমাজ ও সমাজের নাগরিক সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়ে এই দলিতদের জীবন যাত্রার মান চরম অবক্ষয়ের দিকে পতিত হয়েছে। এরই মধ্যে পরিত্রাণ এর প্রদীপ প্রকল্পের আওতায় কম্যুনিটি অংশগ্রহনের ভিত্তিতে সমস্যা চিহ্নিতকরণ কাজের মাধ্যমে একটি সমীক্ষায় জানা যায় উক্ত পরিবারগুলোর মধ্যে প্রায় ৮০ ভাগ পাড়া বিদ্যুতশূন্য। যার ফলে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়াসহ দলিতদের দৈনন্দিন জীবন আরো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সমস্যাটি বহু দিনের। ঋষি, কায়পুত্র পল্লীগুলোতে ঘুরলেই বোঝা যায় তাদের প্রতি চরম বৈষম্যের চিত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে দলিত পল্লীবাসীর ঘরের উপর দিয়ে বিদ্যুতের সংযোগ তার পাশ্ববর্তী পাড়াগুলোতে বিদ্যুত জ্বালিয়ে রাতের আধার দূর করেছে। দূর্ভাগ্য বশত: শুধু মাত্র নিম্নবর্ণের হওয়ায় তাদের ভাগ্যে জোটেনি ডিজিটাল বাংলাদেশের এই উন্নয়নের সুবাতাস।

কেশবপুর উপজেলায় ৩২টি পাড়ার প্রদীপ প্রকল্পের গ্রুপ সদস্যদের আলোচনায় আরও জানা যায়, এই বৈষম্যের কারণ। সামাজিক ভাবে বর্ণ বৈষম্য এবং বৃহত্তম সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব, মূলত তাদের এই বঞ্চনার কারণ। এমজেএফ এর সহায়তায় পরিত্রাণ দ্বারা পরিচালিত দলিতদের অধিকার সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর গ্রুপ সদস্য, বাংলাদেশ দলিত পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দ নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ পাওয়ার দাবিতে ক্রমশ সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকে। এক পর্যায়ে প্রদীপ প্রকল্পের সহয়তায় উক্ত দলের সদস্যবৃন্দ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নিকট সমস্যাটি তুলে ধরেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ইসমাত আরা সাদেক দলিতদের বিদ্যুতহীনতার কারণে দুঃখ দূর্দশার চিত্র উপলব্ধি করতে পেরে তাৎক্ষণিক স্থানীয় পল্লী বিদ্যুতের জেনারেল ম্যানেজারকে কেশবপুরের সমগ্র দলিত পল্লীতে সর্বাগ্রে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনার ভিত্তিতে পল্লী বিদ্যুতের সহায়তায় কন্দর্পপুর, দেউলি, কাশিমপুর, বড়েঙ্গা, চিংড়া ও আলতাপোল ঋষিপল্লীগুলোতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে যা মাননীয় মন্ত্রী আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন। বর্তমানে এ সকল দলিত পল্লীতে বিদ্যুতের সু-ব্যাবস্থা পেয়ে কিছুটা হলেও জীবন যাত্রার মান সহজতর হয়েছে।

৬.৪ দলিতদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন; সরকারের উদ্যোগ

বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি দলিতদের বসবাস। সামাজিকভাবে বঞ্চিত দলিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সুরক্ষায় বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন, দলিতদের উন্নয়নে জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ, চাকুরী ও শিক্ষাকোটা প্রচলন, বয়স্ক ভাতা, শিক্ষাবৃত্তি ও সেফটিনেটে দলিতদের অগ্রাধিকার প্রদানসহ মানবতার দশ দফা দাবী আদায়ে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ দলিত পরিষদ, পরিত্রাণ ও সমমনা সংগঠনের উদ্যোগে নীতিমালায় দলিতদের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করতে বাস্তবায়িত হয় নীতিমালা সংলাপ, স্মারকলিপি প্রদান, গণসমাবেশ ইত্যাদি। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ দলিত পরিষদের নেতৃত্বে গত ২০১০ সালে সমাজ সেবা মন্ত্রণালয়ের সাথে সংলাপ ও যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। অত:পর জাতীয় বাজেটে ২০১১ সালে দলিতদের উন্নয়নে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হলে সমাজ সেবা মন্ত্রণালয়ের আওতায় দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয় যার আওতায় সরকার বয়স্কভাতা, শিক্ষাবৃত্তি ও কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়। সরকার প্রাথমিকভাবে ২১টি জেলায় পাইলট প্রোগ্রাম শুরু করে এবং পরবর্তি অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচীর প্রসার বৃদ্ধি করেন। যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার দলিতদের সার্ভে কার্যক্রমে সমাজ সেবা কার্যালয়ের সাথে সাথে মানবাধিকার সংগঠন পরিত্রাণ ও বাংলাদেশ দলিত পরিষদ সার্ভে কার্যক্রমে সহায়তা করে। উক্ত সার্ভে কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে গত ১৯ মে ২০১৪ ইং তারিখ এ মণিরামপুর উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা তারিকুল ইসলামের নেতৃত্বে ১৪ জন বয়স্ক ভাতা, ১৫ জন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। সেবাগ্রহীতারা বয়স্কভাতা হিসেবে পুরুষ ১০ ও নারী ৪ জন মোট ১৪ জন প্রতিমাসে ৩০০ টাকা করে ৬ মাসে ১,৮০০ টাকা এবং শিক্ষাবৃত্তি হিসাবে প্রাথমিক স্তরে ৮ জন, প্রতি জন ৬ মাসে ১,৮০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৪ জন, প্রতিজন ৬ মাসে ২,৭০০ টাকা, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ২ জন, প্রতিজন ৬ মাসে ৩,৬০০ টাকা, উচ্চতর স্তরে ১জন, ৬ মাসে ৬০০০ টাকা প্রাপ্ত হয়। সর্বমোট ৬৩,৬০০ টাকা প্রদান করা হয়। আদর দাস এতে রাজি হয়না। সে শত অনুনয় বিনয় করার পরও ইবাদুল হোসেন ড্রেন কাটার জন্য আদর দাসকে হুমকি দিতে থাকে। শুধু আদর দাস নয় ওই গ্রামে বসবাসরত সকল ঋষি সম্প্রদায়ের সাথে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রায়ই খারাপ আচরণ করে। পরিত্রাণ প্রদীপ কর্মসূচীর আওতায় পরিচালিত মানবাধিকার আন্দোলন গতিশীল করার জন্য প্রকল্পের শুরুতেই উক্ত গ্রামে গঠন করা হয় কম্যুনিটি উন্নয়ন দল। যে দলের সদস্যরা তাদের ঐক্যবদ্ধকরন, অধিকার আদায়ে সোচ্চার হওয়া এবং যে কোন বৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতন আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বদ্ধপরিকর।

উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন কেশবপুর উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নে ১৮জন শিক্ষার্থীকে (প্রাইমারী ১০ জন, মাধ্যমিক ০৪ জন, উচ্চ মাধ্যমিক ০২ জন ও স্নাতক ০২ জন) চেক হস্তান্তর করেন। গত ১০/০৭/২০১৪ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১১.০০ঘটিকায় কেশবপুর উপজেলায় সমাজসেবা কার্যালয়ে বাংলাদেশ দলিত পরিষদ ও পরিত্রাণ এর কর্মকর্তাসহ স্থানীয় সুধী সমাজের উপস্থিতিতে দলিত শিক্ষার্থীদের নিকট শিক্ষা উপবৃত্তির চেক হস্তান্তর করেছেন সমাজ সেবা কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মাসুদ। এদের মধ্যে যারা প্রাইমারীতে পড়ে তাদের প্রতিজনকে ৩,৬০০ (তিন হাজার ছয়শত) টাকা, মাধ্যমিক পড়ুয়া প্রতিজন ছাত্র/ছাত্রীদের ৫,৪০০ (পাঁচহাজার চারশত) টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক পড়ুয়া প্রতিজন ছাত্র/ছাত্রীদের ৭,২০০(সাতহাজার দুইশত) টাকা, ডিগ্রী পড়ুয়া প্রতিজনকে ১২,০০০(বার হাজার) টাকা প্রদান করেন।

সমাজ সেবা কর্মকর্তা দলিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধের ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহবান জানান এবং শিক্ষার গুণগত দিক দিয়ে দলিত শিক্ষার্থীদের পড়াশুনায় আরও মনোযোগী হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। দলিতদের উন্নয়নে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সুধী সমাজ। তারা বিশ্বাস করেন এমন একটা সময় ছিল যখন এহেন নিম্নবর্ণের মানুষদের নিয়ে ভাববার কেউই ছিল না, কিন্তু বর্তমানে উন্নয়নের মুলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার এই প্রয়াস দলিতদের জীবন মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

উপকারভোগীদের মধ্যে বৃত্তিপ্রাপ্ত নাথন দাস বলেন, "সামাজিক অবহেলার মধ্য দিয়ে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে গড়ে ওঠা আমাদের জন্য খুবই দুরহ। কিন্তু, সরকারের এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমি পুনঃরায় আমার স্নাতক পড়াশুনা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। আমি মানুষের মত মানুষ হতে চাই"।

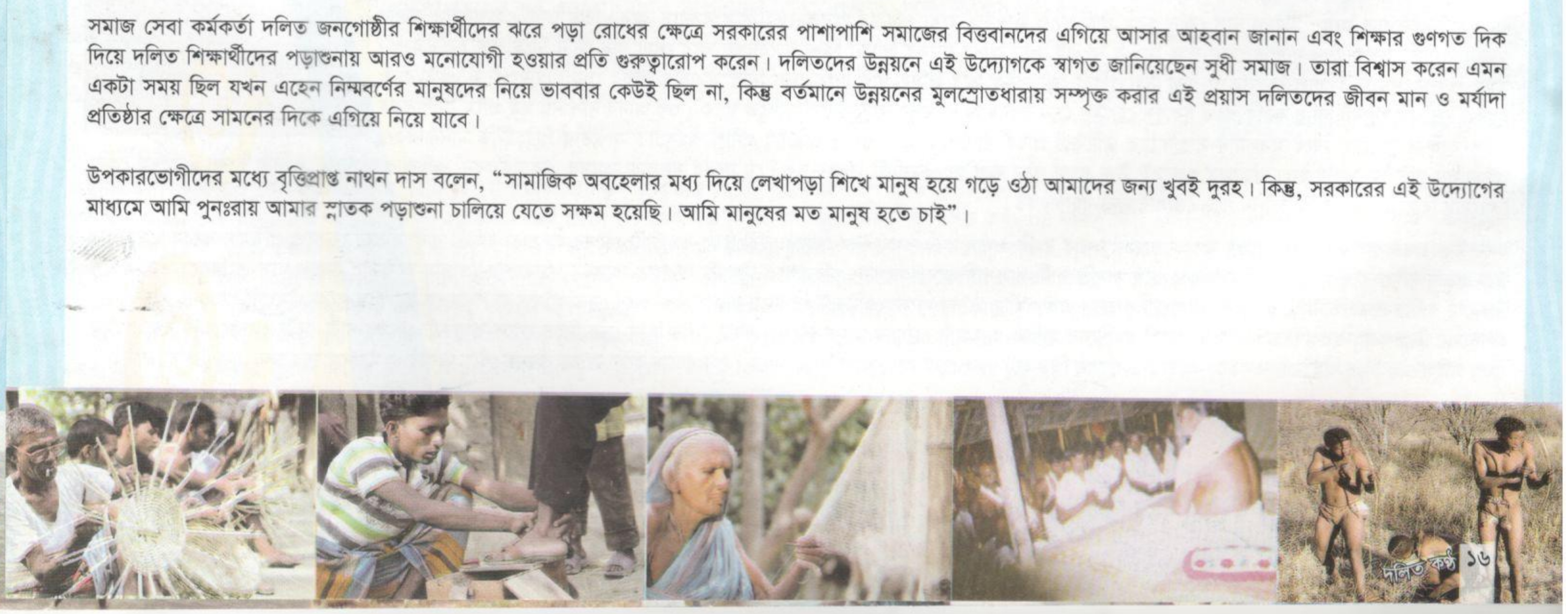

৬.৫ "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাঁহার উপরে নাই"

"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাঁহার উপরে নাই"* । *এমন কবিতার বাণী যেন বিলীন হতে চলেছে সেটি দেখা যায় কেশবপুরের ভাল্লুকঘর বাজারের চায়ের দোকানগুলোতে। বাজারের পাশেই প্রায় ১৫০ টি ঋষি পরিবারের বসবাস। সমাজের ঘৃণা ও বঞ্চনা থেকে তাদের রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই। পাড়ার বাইরে বেরুলেই শুনতে হয় "পচা কাঠাল, মুচি খরিদ্দার", আয় মুচি মুচি খেলি ইত্যাদি প্রচলিত প্রবাদের কটাক্ষ। যেন জন্মটাই আজন্ম পাপ। সেখানে বসবাসরত ঋষিদের চায়ের দোকানে চা খেতে না দেওয়া, হোটেলে আলাদা গ্লাস, প্লেটের ব্যবস্থা করার একটা সামাজিক বৈশিষ্ট্যের অভিপ্রায় হয়ে দাড়িয়েছে। বাজারের চা, হোটেল রেস্টুরেন্ট মালিকরাও এখানে মুচিদের প্রবেশাধিকার নাই বলে প্রচার দিয়ে তথাকথিত রুচিশীল অভিজাত শ্রেনীর অনুকুল পরিবেশ রয়েছে বলে দাবি করেন এবং উচ্চবর্ণের ক্রেতাদের নিকট বারংবার জানান দেন।

পরিত্রাণ ২০১৩ সাল থেকে শ্রীরামপুর ঋষি পাড়ায় কম্যুনিটি গ্রুপ গঠন করে উক্ত পাড়ার দলিতদের তাদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার ও সচেতন করে তোলার জন্য উঠান বৈঠক, প্রশিক্ষণ, স্থানীয় পর্যায়ে সংলাপসহ কার্যকর উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে আসছে। ফকির দাস উক্ত কম্যুনিটি গ্রুপের একজন সক্রিয় সদস্য। পেশায় একজন ক্ষুদ্র গবাদিপশু ব্যবসায়ী। আর্থিকভাবে কিছুটা স্বচ্ছল জীবনযাপন করলেও মর্যাদাহীন বর্বরতা আজও তাদের পিছু ছাড়েনি। তারই প্রমাণ মেলে তার জীবনের গল্প থেকে। প্রতিদিনের ন্যায় ফকির দাস গত ৩১/৫/১৪ তারিখে ব্যবসায়ের সম্পর্কের কারনে ভাল্লুকঘর ফাড়ির ইনচার্জকে নিয়ে বাজারের মান্নান সরকারের দোকানে যান চা পান করার জন্য। চা চাওয়া মাত্র দোকানদার ফকির দাসকে তিক্ততার সাথে জবাব দেন, তোরা মুচি, তোদের জন্য আলাদা কাপ নেই তাই তোকে চা দিতে পারবো না। লজ্জায় নিজেদের ভাগ্যের নিয়তি বলে মনে করে ফকির দাস চা না পেয়ে ফিরে আসে। ঘটনাটি বাংলাদেশ দলিত পরিষদ কেশবপুর উপজেলা শাখার নেতা অসীম দাসকে অবহিত করেন এবং প্রদীপ প্রকল্পের কর্মীরা তার পাশে দাড়ান। তাকে পরামর্শ প্রদান করে উক্ত দোকানে পুনরায় গিয়ে চা পানের জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করেন। অবশেষে ফকির দাস পরের দিন ১/৬/২০১৪ তাং এ মান্নান এর দোকানে যান এবং চা খেতে চান মান্নান এর কাছে। পূর্বের ন্যায় দোকানদার মান্নান তার জন্মগত পরিচয় তুলে ধরে তাকে ফিরে যেতে বলেন। কিন্তু ফকির দাস দোকানদার মান্নানের সাথে বিষয়টি নিয়ে ন্যায়সঙ্গতভাবে তাকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ণ করার জন্য আহবান জানান। মান্নান কোনরকম মুচিদের জন্য সংরক্ষিত পৃথক কাপে তাকে চা দিতে রাজি হয়। ফকির দাসের প্রতি এই ন্যাক্কারজনক আচারন সেদিন মেনে নিতে পারেননি তারই পাড়ার প্রদীপ প্রকল্পের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। পাড়া উন্নয়ন দলের সদস্যবৃন্দ সম্মিলিত ভাবে ঘটনাটি বাজার কমিটির সভাপতির নিকট তুলে ধরেন এবং ন্যায্য বিচারের জন্য আবেদন করেন। একপর্যায়ে বাজার কমিটির সভাপতি বিষয়টি মিমাংসা করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অত:পর দোকানদার মান্নানকে আনুষ্ঠানিকভাবে ডেকে ঋষিদের প্রতি এহেন আচারনের জন্য ক্ষমা চাওয়ার আহবান জানান। বাজার কমিটির সভাপতির চাপের মুখে দোকানদার তার কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বর্তমানে মান্নান স্থানীয় সকল দলিতদের চা পান করার জন্য আহবান জানান। তার আমন্ত্রণে শ্রীরামপুর ঋষি পাড়া উন্নয়ন দলের সদস্য বিপুল দাস, মিলন দাস এর নেতৃত্বে ফকির দাস ও অন্যান্যরা উক্ত দোকানে চা পান করতে সক্ষম হয়েছেন। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রোথিত দীর্ঘকালের এই বর্ণবৈষম্য হয়তো কোন নিয়ম বা আইন দিয়ে প্রতিহত করা না গেলেও নাগরিক হিসেবে সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হলে সমাজ থেকে একদিন বর্ণবৈষম্য হ্রাস পাবে।

৬.৬ অবশেষে অসহনীয় জীবন থেকে রক্ষা মিলল

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ০২নং সাগরদাঁড়ী ইউনিয়নে কপোতাক্ষ নদীর কোল ঘেঁসে বসবাস করছে বাশবাড়ি ঋষি পাড়াবাসী। প্রায় ৭১ টি পরিবারে প্রায় ৩৫০ জনের বসবাস। এখানকার দলিত মানুষেরা তারা তাদের পৈত্রিক শিল্প বাঁশবেতের পণ্য উৎপাদন পেশায় নিয়োজিত। ৬ কিলোমিটারের একমাত্র কাঁচা রাস্তা যা বছরের প্রায় সময় থাকে পানির নিচে নিমজ্জিত থাকে। পার্শ্ববর্তী কপোতক্ষ নদের নাব্যতা হ্রাসের ফলশ্রুতিতে জলাবদ্ধতার অভিশাপে জর্জরিত উক্ত পাড়ার বাসিন্দারা। চলাচলের অনুপোযোগী হওয়ায় ঋষিদের ছেলেমেয়েরা বাইরের স্কুলে পড়তে যেতে পারত না। স্থানীয় বাজারে যাওয়ার জন্যও তাদের পোহাতে হয় দুর্ভোগ। বাঁশবাড়িয়া বাজারে প্রাণকেন্দ্রে গ্রামটি অবস্থিত হলেও কোন উন্নয়নের ছোঁয়া সেখানে লাগেনি। সভ্যতার এই যুগে এখনও পর্যন্ত স্থানীয় বাজারের চায়ের দোকান, হোটেল, সেলুন, রেস্টুরেন্টে তাদের প্রবেশে রয়েছে সীমাহীন বাধা। চরম অবজ্ঞার মধ্য দিয়ে তারা বসবাস করেন।

পরিত্রাণ ২০১৩ সাল থেকে প্রদীপ প্রকল্পের মাধ্যমে দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ৮টি ইউনিয়নে সুশিল সমাজ ও দলিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত অধিকার সুরক্ষা দলকে শক্তিশালীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ে দলিতদের সেবা প্রাপ্তি বৃদ্ধি করতে এডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনায় উদ্যোগী করে তোলে। এরই আওতায় সাগরদাড়ী ইউনিয়নের অধিকার সুরক্ষা দলের সদস্যবৃন্দ ১৩/০৩/১৪ তারিখ সরকারী সেফটিনেট কর্মসূচীতে দলিত জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার বৃদ্ধিকরণ ইস্যুতে সংলাপ সভায় দলিতদের প্রতি উল্লেখিত চিত্র তুলে ধরেন। সভায় উপস্থিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব শাহাদাত হোসেন দলিতদের সমস্যাগুলিকে তালিকাভুক্তি করে অগ্রাধিকারভিত্তিতে সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন।

এহেন সমস্যা উপলব্ধি করে দলিত মানুষের নির্বিঘ্নে চলা ফেরার জন্য গত ইং ০৭/০৫/২০১৪ তারিখ হতে ঋষি পাড়ার মধ্যে পাকা রাস্তা হয়ে ৩০০ মিটার দৈর্ঘ্য রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর বর্তমানে গ্রামের লোকজন ঐ রাস্তা দিয়ে স্বাচ্ছন্দে এবং নির্বিঘ্নে চলাফেরা করছে। দলিতদের শিশুরা নিয়মিত স্কুলে যেতে পারছে। ফলে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নত হওয়ার পথ সুগম হয়েছে।

৬.৭ আরটিআই ব্যবহারে সুফল; জীবন ফিরে পেলো দলিত পল্লী

শ্রী সূর্য্যকান্ত দাস এক জন কেশবপুর উপজেলার ৯নং গৌরীঘোনা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বুড়ুলিয়া একটি ঋষি পল্লিতে। পিতা মৃঃ পাগলচাঁদ দাস, মাতা মৃঃ পপি রানী দাস। সামাজিক বাধা, পরিবারের দারিদ্রতার কারনে লেখাপড়া করার সৌভাগ্য হয়নি তার। প্রতিজ্ঞা করেন নিজের গ্রাম উন্নয়ন করার জন্য ভূমিকা রাখবেন। এই ভাবে তার ৫৫টি বছর কেটে যায়। গ্রামের মা-বোনেরা অনেক দুরে জল আনতে গেলেও মাঝে মাঝেই তাদের শিকার হতে হতো "এই তোরা মুচি, আমাদের টিউবওয়েল স্পর্শ কর বি না"। এছাড়া বৈষম্যের শিকার ও যৌন নিপীড়নের শিকার হতে হতো মাঝে মধ্যেই। গভীরভাবে নাড়া দেয় সূর্যকান্তকে তার গ্রামের নারীদের প্রতি অদলিতদের এহেন আচরণ। পরিত্রাণ প্রদীপ প্রকল্পের আওতায় নিয়মিত উঠান বৈঠকে উপস্থিত হয়ে নাগরিক অধিকার সম্পকে সম্যক ধারণা লাভ করেন সুর্যকান্ত দাস। এছাড়া স্থানীয়ভাবে কি কি সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে সে ব্যাপারেও তথ্য সমৃদ্ধ হন তিনি। পরিত্রাণ এ সর্ক ল কম্যুনিটির মৌলিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য কম্যুনিটির উদ্যোগকে সহযোগিতা করে থাকে।

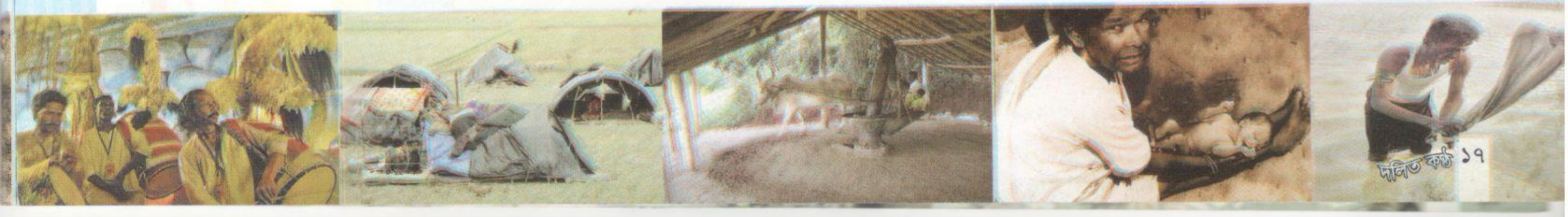

এ ধারাবাহিকতায় বিশুদ্ধ পানীয় জল এর সংকটে যে সকল কম্যুনিটির মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে তার উপর জরীপের ভিত্তিতে দেখা যায় গৌরীঘোনার ইউনিয়নের বুড়ুলিয়া ঋষি পাড়ার মানুষ আর্সেনিকমুক্ত জল পাওয়া থেকে দীর্ঘদিন বঞ্চিত। কেশবপুর উপজেলার ৯নং গৌরীঘেনা ইউনিয়নে বুড়ুলিয়া পাড়ায় ৬০টি ঋষি পরিবারে মোট ৩০০ জন মানুষের বসবাস। কিন্তু এখানকার মানুষ সামাজিক ভাবে বৈষম্যের বেড়াজালের মধ্যে আবদ্ধ থাকার কারণে স্থানীয় সরকারের কর্মসুচিতে তাদের প্রবেশাধিকার অনেক কম। এমনকি এই গ্রামটিতে সুপেয় পানির কোন ব্যবস্থা নাই। তাছাড়া বর্ষা মৌসুমে এই এলাকা বন্যা কবলিত থাকার কারনে তাদের বিশুদ্ধ পানির অভাব চরম আকার ধারণ করে। বিশুদ্ধ পানি অন্য কোথাও আনতে গেলে বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। এ রকম মানবেতর জীবন যাপন এর বিষয়টি ৯নং গৌরিঘোনা ইউনিয়নে প্রদীপ প্রকল্পের সভায় দলিতদের সার্বিক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরা হয়। ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মি. এস. এম আলী রেজা (রাজু) সব শুনে বলেন যে, আমার ইউনিয়নে এমন চিত্র আছে জানতাম না, আমি দলিতদের জীবনমানে উন্নয়নে তাদের দাবী সমূহ পূরণে কাজ করবো। তিনি আরও প্রতিশ্রুতি দেন যে, আগামীতে যে সকল সুযোগ সুবিধা আসুক না কেন আমি অবহেলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিতরন করবো। এরই ধারাবাকিহতায় ২০১৪ সালের মে- মাসে বুড়ুলিয়া ঋষি পাড়ায় গভীর নলকুপ স্থাপনের মধ্য দিয়ে ঋষিপল্লী বাসীদের বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তির সুযোগ দিয়ে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

অধ্যয় ঃ ৭, ন্যায় বিচারে দলিতদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি

৭.১ পাড়ালা ঋষি পল্লীতে বর্বর হামলা ঘটনায় জড়িতরা আটক

গত ০১/০২/১৬ ইং তারিখ বাংলাদেশ দলিত পরিষদ, মনিরামপুর উপজেলা শাখার আয়োজনে গত ৩০ জানুয়ারী-২০১৬ ইং তারিখ, প্রকাশ্যে দিবালোকে যশোর জেলার মনিরামপুরের পাড়ালা ঋষি পল্লীতে বসতভিটায় আগুন, ছাত্রীদের যৌন হয়রানী , নারীদের শ্লীলতাহানী ও বর্বর হামলাকারী ইব্রাহীম, আবু সাইদসহ দুর্বৃত্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশ, মানববন্ধন ও প্রধানমন্ত্রী বরাবর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপিতে সন্ত্রাসী হামলার মুলহোতাকে গ্রেফতারের মাধ্যমে দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালের মাধ্যমে বিচারকার্য সম্পাদনপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে ঘরবাড়ী নির্মানসহ পূনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, দলিত পল্লীর শিক্ষার্থীদের নিরাপদে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহনের ব্যবস্থা গ্রহণ, আতঙ্কগ্রস্ত ঋষি পল্লীতে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন ও পর্যাপ্ত পরিমান নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষদের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে অবিলম্বে জাতীয় সংসদে বৈষম্য বিলোপ আইন পাশ করার দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধনে উপস্থিত সকলে মুখে কালো কাপড় বেঁধে এই ঘৃন্য ঘটনার প্রতিবাদ জানান। বিডিপির নেতৃবৃন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রধান মন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদানের পর মণিরামপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মি. কামরুল হাসান অনতিবিলম্বে ঘটনার সাথে জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার পূর্বক দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্তদের নিরাপত্তা এবং পুর্নবাসনের জন্য উপজেলা প্রশাসন দায়িত্ব নিয়েছে বলে আশ্বস্ত করেন। যশোর জেলা বাংলাদেশ দলিত পরিষদের সভাপতি আনন্দ দাস ও মনিরামপুর উপজেলা শাখার সভাপতি শিবনাথ দাসের নেতৃত্বে প্রায় অর্ধ সহস্রাধিক মানুষ উক্ত মানববন্ধনের মাধ্যমে ন্যাক্কারজনক এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং এ সময় বক্তব্য রাখেন বিকাশ দাস, সমন্বয়ক, বাংলাদেশ দলিত পরিষদ, কেন্দ্রিয় কমিটি, অসীম দাস, সভাপতি, বাংলাদেশ দলিত পরিষদ, কেশবপুর উপজেলা শাখা, বাংলাদেশ ওয়াকার্স পার্টি যশোর জেলা শাখার সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য বীর মুক্তি যোদ্ধা গাজী আব্দুল হামিদ, সুধাংশু দাস, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ দলিত পরিষদ, খুলনা জেলা শাখা, নারী নেত্রী অনিমা দাস, বাসন্তি দাস, উজ্জল দাস প্রমুখ।

ঘটনার পর সহিংসতার শিকার অধির দাস ও অন্যন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবৃন্দদের মাঝে ঘর নির্মানের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে টিন বিতরণ করা হয়, এছাড়া যৌন হয়রানি ও হামলার শিকার কিশোরীরা যাতে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পারে সে ব্যাপারে পুলিশি পাহারায় তাদের পরীক্ষা প্রদান নিশ্চিত করা হয়। এ ঘটনার আসামীদের মধ্যে ১৪ জন আটক হয় এবং আসামীদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় চার্জশিট যশোর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। তীব্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সহিংসতার শিকার ব্যক্তিরা ন্যায়বিচার পাওয়ার মাধ্যমে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন হবে যাতে আর কোন দলিত শিক্ষার্থীদের উপর বর্বরোচিত হামলার সৃষ্টি না হয়।

৭.২ স্বদেশ দাস এর কান্না

"আমি ছোটবেলার-তে রুপা হলের দক্ষিণ পাশে ২/২ হাত জায়গা পজিশন নিয়ে জুতা সেলাই করে কোন রকম আমার সংসার চালায়। জামায়েতের দল করে ঐ আছাদ এই জাগা থেকে আমাকে উঠায়ে দিতি সবকিছু ভেঙ্গে দেছে, প্রায় ৪,০০০/- টাকার মালামাল ছিল তাও নিয়ে গেছে"। আমারে বলল, যদি আমি বাড়াবাড়ি করি তালি আমারে খুন করবে"। স্বদেশ দাস তার একমাত্র ছোট্ট দোকান হারিয়ে দিশেহারা হয়ে প্রশাসনের দরজায় ন্যায়বিচার পাওয়ার আশায় দৌড়ে বেড়াচ্ছেন বলে জানান। জানা যায়, কেশবপুর উপজেলাধীন আলতাপোল ঋষি পাড়ার স্বদেশ দাস তার জাতপেশা হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে জুতা সেলাই এর দোকান চালিয়ে পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করে। গত ১৭/২/২০১৬ ইং তারিখে অনুমান রাত ১১.৩০ টায় সন্ত্রাসী আছাদ আলীসহ অজ্ঞাত ৭/৮ জন দোকানটি সম্পূর্নরুপে ভেঙ্গে মালামাল লুট করে নিয়ে চলে যায়। প্রত্যক্ষদর্শী সন্তোষ দাস, গণেশ দাস জানান আছাদ ও তার দলবল স্বদেশকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করার জন্য এ ঘটনা ঘটায়। এ ঘটনায় স্বদেশ দাস বাদী হয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

এ দিকে কেশবপুর উপজেলা শাখার বাংলাদেশ দলিত পরিষদ এর সাধারন সম্পাদক সুজন দাস ঘটনা সম্পর্কে আছাদ আলীর নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন "মুচির দোকান ভাঙ্গিছি, তাই কি হয়েছে, যা করার করে নিস"। বিষয়টি নিয়ে উপজেলার দলিত সম্প্রদায়ের লোকেরা অতিদ্রুত আছাদ আলীকে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী এবং স্বদেশ দাসকে পুনর্বাসনের জন্য সহায়তা করতে স্থানীয় প্রশাসনের প্রতি দাবী জানায়। অতঃপর বাংলাদেশ দলিত পরিষদ এর কেশবপুর শাখার নেতৃবৃন্দ ঘটনাটির সুষ্ট বিচার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ইউএনও বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে। কেশবপুর থানায় দায়িত্বরত থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উদ্যোগে বিষয়টি নিষ্পত্তি হয় এবং স্বদেশ দাসকে ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে তার দোকান আবার পূর্বের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বদেশ দাস তার একমাত্র আয়ের সম্বল ছোট ঐ দোকানটি ফিরে পেয়ে পুনরায় কাজ শুরু করেছেন।

৭.৩ বর্ণবিদ্বেষীদের বর্বরোচিত হামলা; আমরা ঐক্যবদ্ধ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম বৃহত্তম বিভাগ খুলনা এর পাইকগাছা উপজেলায় প্রায় ৩০-৪০ হাজার দলিতদের বসবাস। অত্র এলাকার বসবাসরত দলিত পল্লীগুলোর দিকে তাকালেই মনে হয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবা, ন্যায়বিচার, অধিকার সচেতনতা ইত্যাদি দিক থেকে এখনও শত বছর পিঁছিয়ে রয়েছে মানুষগুলো। তারই প্রমাণ মেলে উপজেলার বাকা ঋষি পাড়ায় বসবাসকারী প্রায় শতাধিক পরিবারের উপর ঘটে যাওয়া স্মরণকালের বর্বরোচিত বর্ণবিদ্বেষী হামলা, ঘরবাড়ি ভাংচুর, নারীদের শ্লীলতাহানী ও লুটের মত লোমহর্ষক ঘটনা দেখলে। পাইকগাছা উপজেলার বাকা দাস (দলিত পল্লী) পাড়ায় গত ৭ নভেম্বর ২০১৪ ইং তারিখ দলিত পল্লীর পাশে অবস্থিত একটি মাঠে ঐ পাড়ার কিছু শিশুরা বিকাল বেলা ফুটবল খেলা করছিল। অতঃপর পার্শ্ববর্তী তথাকথিত উচ্চবর্ণের ঘোষ সম্প্রদায়ের সন্ত্রাসী বাহিনী খেলাকে কেন্দ্র করে ঐ পাড়ায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী প্রায় ১০০টি পরিবারকে ভিটেমাটি থেকে উ'ছেদের উদ্দেশ্যে ভোলানাথ ঘোষ, রিপন ঘোষ, লিটন ঘোষ, তাপস ঘোষ, সুমন ঘোষ, উত্তম ঘোষ, মিঠুন ঘোষ, উজ্জ্বল ঘোষ ও নূরউদ্দীনের নেতৃত্বে দা, লাঠি, শাবল, লোহার রড ইত্যাদি ভারি অস্ত্র নিয়ে পাড়ার ভিতর অনধিকার প্রবেশ করে বর্বর হামলা চালায়। হামলাকারীরা উক্ত পাড়ার ঘরবাড়ী ভাংচুর, নগদ অর্থ লুট, ৬ জনকে হত্যার উদ্দেশ্যে পিটিয়ে গুরুতর জখমসহ নারীদের বিবস্ত্র করে, 'মুচিদের মারলে কিছু হয় না' এমন কটুক্তি করে এবং মুচিদের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য প্রকাশ্য হুমকি প্রদর্শন করে উল্লাস করতে করতে বীরদর্পে চলে যায়। এ ঘটনার সময় স্থানীয় বাকা পুলিশ ক্যাম্পের কতিপয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঐ সন্ত্রাসীবাহিনীকে ঠেকাতে ব্যর্থ হয়। দলিত পল্লীর ৬ জন নারী পুরুষ গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। আতংকিত গ্রামবাসী প্রাণভয়ে প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, উক্ত ঘোষ সম্প্রদায়ের প্রায় ৫/৬ শত পরিবার একই সঙ্গে বসবাস করে বিধায় প্রায়শঃ অত্র এলাকায় তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতার ক্ষমতা প্রদর্শন করে থাকে। সরেজমিনে জানা যায়, বাকা ঘোষ পাড়াবাসী দীর্ঘকাল ধরে তথাকথিত সমাজ ব্যবস্থায় দলিতরা নিম্নবর্ণে জন্মগ্রহণ করার কারণে জাতপাত বৈষম্যের ধারাবাহিকতা এখনও হরাহামেশাই চালিয়ে যাচ্ছে। উক্ত দলিত পল্লীর নারীরা যখন স্থানীয় একমাত্র সরকারী ফিল্টার থেকে তেষ্টা মেটাবার জন্য জল আনতে যায় তখন তাদের গৃহবধুরা দলিত নারীদের জল নিতে বাধা দেয়। পুকুরে স্নান করতে গেলে দলিত পল্লীর কেউ পুকুরে নামলে তারা পুকুরে স্নান করতে নামে না। স্থানীয় বাজারের চায়ের দোকান, হোটেল, সেলুন, রেস্টুরেন্টে গেলে এবং সামাজিক কোন কর্মকান্ড তথা সভা, পূজা-অর্চনা, নির্বাচন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিচুজাত বলে প্রবেশ করতে দেয় না। তাদের প্ররোচনায় অন্যরাও একই বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করে থাকে। এছাড়া আরও জানা যায়, নামের উপাধিতে 'দাস' এর স্থলে 'দাশ' ব্যবহার করলে উচ্চবর্ণের লোকদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়। দলিত পল্লীর মেয়েরা পার্শ্ববর্তী স্কুলে যাওয়ার সময় ঘোষ সম্প্রদায়ের উচ্ছৃংখল যুবকরা উত্যক্ত করে ফলে কয়েকজন মেয়েরা লেখাপড়ার ইতি টানতে বাধ্য হয়েছে। সভ্যতার এই লজ্জাকর পরিস্থিতির শিকার হয়ে আসছে বাকা দলিত পল্লীর শত নারী পুরুষের ন্যায় বাংলাদেশের প্রায় এককোটি দলিত মানুষ।

ঘটনার খবর পেয়ে বাংলাদেশ দলিত পরিষদ এর কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ ও পরিত্রাণ এর কর্মীবৃন্দ সহিংসতার শিকার অসহায় দলিতদের পাশে দাড়ায় এবং এই ঘটনাকে প্রতিবাদ করতে অত্র এলাকার দলিতদের ঐক্যবদ্ধ করেন। সহিংসতা ও হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও ন্যায় বিচার পাওয়ার দাবিতে বাংলাদেশ দলিত পরিষদ, কেন্দ্রীয় ও খুলনা জেলা কমিটির নেতৃত্বে খুলনা প্রেস ক্লাব এ সংবাদ সম্মেলন বাস্তবায়ন করেন এবং স্থানীয় প্রশাসনের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন। অতঃপর পুলিশ এ ঘটনায় দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ ও একজনকে গ্রেফতার করে। এ সময় হামলাকারীরা সংগঠিত হয়ে পাল্টা মিথ্যা মামলা দিয়ে নিরীহ দলিতদের হয়রানি করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। গতি পেতে থাকে দলিতদের ন্যায্য অধিকারের দাবী। অবশেষে স্থানীয় প্রশাসন, সুশিল সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ঘটনাটির সম্মানজনক মিমাংসার শর্তে দলিতদের সাথে একত্রিত হয়ে আলোচনায় বসেন। এ সময় বাকা পল্লীবাসী তাদের প্রতি শোষণ নির্যাতনের বর্ণনা তুলে ধরেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসনসহ কতিপয় দাবিসমূহ উত্থাপন করে। বিশেষ করে, স্থানীয় সামাজিক সংগঠনে দলিতদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলিতদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ প্রদান করাসহ অস্পৃশ্যতার চর্চাকে চিরতরে বিলোপ করার জন্য জোরদাবি তুলে ধরে। এ সময় সুশিল সমাজের প্রতিনিধিরা দলিতদের ন্যায্য দাবীর ঐক্যমত পোষণ করে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন করার জন্য উভয়পক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করেন। হামলাকারীরা ক্ষতিগ্রস্তদের সকল দাবী মেনে নিয়ে তাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে ঘটনাটির সম্মানজনক মিমাংসা সাধিত হয়।

এ ঘটনার কয়েকদিন পরে অত্র এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবক নির্বাচনের ঋষিদের একজন নারী প্রতিনিধি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বিজয় লাভ করেন। পাশাপাশি ২০১৬ সালের ২২ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রথম ধাপে স্থানীয় সরকারের ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচনে ইউপি সদস্য পদে বাকা ঋষি পাড়ার পক্ষ থেকে গোপাল দাস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। দলিত তথা ঋষিদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গৃহিত এ সকল উদ্যোগে স্থানীয় সুশিল সমাজের প্রতিনিধিরা সমর্থন জানিয়েছেন এবং দলিতদের মধ্যকার হীনমন্যতা দূরিকরনে পরিত্রাণ ও বাংলাদেশ দলিত পরিষদকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

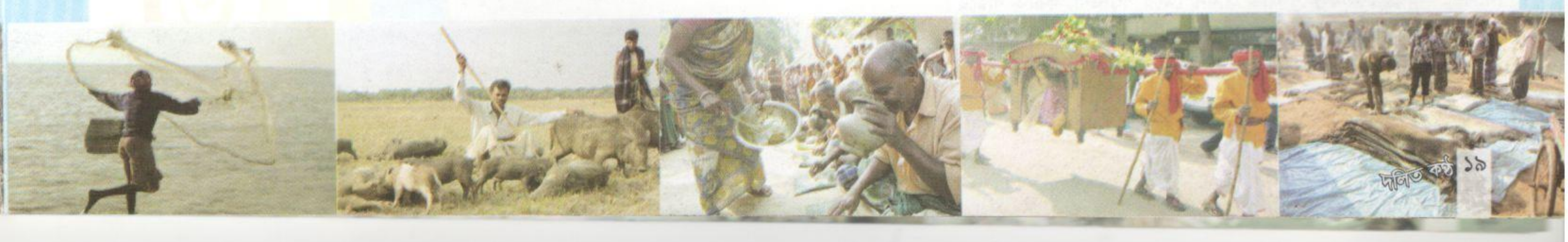

অধ্যায় ঃ ৮, স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্নগাথা

৮.১ নমিতা দাস এখন স্বাবলম্বী

সাতক্ষীরা জেলরা তালা উপজেলার লক্ষণপুর গ্রামে বাসবস করে নমিতা দাসী (৩০)। স্বামী একজন ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ী। বিধান দাস যা আয় করে তাতে ৩ সন্তানের লেখাপড়া আর সংসার চালানো একেবারে অসম্ভব। নমিতা ভেঙ্গে পড়ে। কিভাবে সংসার চালাবে আর সন্তানদের ভবিষৎই-বা কি?।

নমিত দাস পরিত্রাণ'র বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দলিত জনগোষ্ঠির মানুষের জীবনমান উন্নয়ন (আইএলডিসিএসডিবি) প্রকল্পের পাড়া উন্নয়ন দলের একজন সক্রিয় সদস্য। এক মাসিক সভায় আলোচনা হয় যে, এলাকার অসহায়, বিধবা ও বিপদাপন্ন নারীদের গৃহস্থলী কাজের পাশাপাশি বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। যেখানে ৩ মাসের দর্জি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ৩০ জন নারীকে স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। নমিতা দাস পরিত্রাণ-র প্রতিনিধির কাছ থেকে সব কিছু জেনে ৩ মাসের কোর্সটি মনোযোগ সহকারে শেষ করে।
প্রশিক্ষন শেষে ১টা সেলাই মেশিন ও কিছু কাপড় নিয়ে শুরু করে দর্জি কাজ।

গ্রামের মানুষ তার কাজের খুবই প্রশংসা করে এবং বিভিন্ন এলাকার মানুষ তার কাছে পোশাক তৈরী করতে আসে। এখন নমিতা দাস মাসে প্রায় ৩৫০০-৪০০০ হাজার টাকা আয় করে।

সংগ্রামী এই নারী এখন ৩ সন্তানদের লেখাপড়ার খরচের পাশাপাশি সংসারের চাহিদা পূরণের জন্য স্বামীকে আর্থিক ভাবে সাহায্য করছে। এখন সে স্বামী সন্তান ও পরিবারের সদস্য নিয়ে সুখে আছে।

নমিতা দাস বলেন, "পরিত্রাণ-এর পাড়া উন্নয়নের দলের সদস্য ছেলাম বুলেই আমি দর্জি কাজ শিখে সংসারের চালাতি পারছি। আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে আর্শিবাদ করছি যে, পরিত্রাণ এই ভাল কাজ যেন বাংলাদেশের প্রত্যেকটা গ্রামে দিতে পারে। তালি দলিত মানুষরা ভাল থাকবে"।

৮.২ সরকারী চাকুরীতে প্রদীপ দাস

ঋষি সম্প্রদায়ের গরীব পরিবারের সন্তান প্রদীপ দাস। প্রদীপ দাসের জন্ম ৫নং মঙ্গলকোট ইউনিয়নে বড়েঙ্গা ঋষি পল্লীতে। আট ভাই বোনের মধ্যে সবার ছোট প্রদীপ দাস। অন্যের জমিতে শ্রম দিয়ে মুজুরী যা পায় তাতে তাদের সংসার চলে না। অতি কষ্টে লেখাপড়া শিখেছে প্রদীপ দাস। শিশু শ্রেণী থেকে শুরু করে কলেজে লেখা পড়া কালীন তাকে বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। এমনকি দলিত সম্প্রদায়ে জন্ম হওয়ার ফলে তার বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর জন্য আবেদন করার ফলেও চাকুরী হয়নি প্রদীপ দাসের।
প্রদীপের স্বপ্ন ছিল সে দলিত সম্প্রদায় হতে উঠে এসে লেখা পড়া শিখে দলিত সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করবে ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে যাবে। প্রদিপ দাস কেশবপুর এ পরিত্রাণ এর প্রদীপ প্রকল্পের আওতায় অধিকার সুরক্ষা দলের একজন সক্রিয় সদস্য। প্রদীপ প্রকল্পের মাধ্যমে মানবাধিকার সচেতনতা, নেতৃত্বে বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজ কম্যুনিটির ভাগ্য উন্নয়নে স্থানীয় সামাজিক নেতাদের সাথে দেনদরবার শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের যশোর সংসদীয় আসন-৬ এর মাননীয় সংসদ সদস্য, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ইসমাত আরা সাদেক এর সাথে বাংলাদেশ দলিত পরিষদ ও পরিত্রাণ প্রতিনিধিদলের সাথে একত্রিত হয়ে দলিতদের দুঃখ দূর্দশার চিত্র তুলে ধরেন এবং চাকুরীসহ পেশাগত প্রতিবন্ধকতাসমূহ তুলে ধরেন। অতঃপর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সরকারী চাকুরীতে ব্যবস্থা সহ বাংলাদেশ দলিত পরিষদ এর মানবতার দশ দফা সম্বলিত ন্যায়সঙ্গত দাবির সঙ্গে সহমত পোষন করেন এবং চাকুরীতে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ইস্যুকৃত বিশেষ বরাদ্দের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে পুনঃ প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এর কয়েকদিন পরেই যশোর পুলিশ প্রশাসনে লোক নিয়োগ করার সময় প্রদীপ দাস-কে প্রার্থী হিসেবে বিশেষ বিবেচনায় নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন। প্রদীপ দাস প্রার্থী হয়ে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে ও মাননীয় সাংসদের সুপারিশে সে পুলিশ হিসেবে চূড়ান্ত নিয়োগ লাভ করবে। প্রদীপ দাসের চাকুরী প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে দলিতদের মধ্যে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে মর্যাদা নিয়ে মানুষের মত বেঁচে থাকার স্বপ্ন আর এক ধাপ এগিয়ে গেল। প্রদীপ দাস বলেন, "আমি কখনো ভাবতেও পারিনি দলিত হয়ে আমি দেশ সেবার এই মহান পেশায় নিযুক্ত হতে পারব। আমি যেমন এই চাকুরির মধ্যে নিজের পরিবারকে স্বাবলম্বি করতে পারব তেমনি অসহায় নির্যাতিতদের পাশের দাড়ানোর সুযোগ পাব। এ সুযোগ আমার স্বপ্নকে স্বার্থক করল"।

৮.৩ দলিত কণ্যা মামনি দাসের সংগ্রামী জীবন

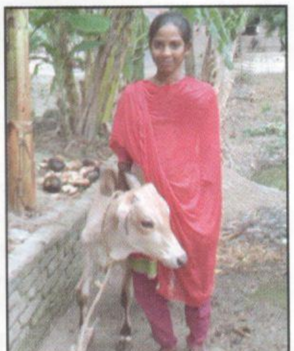

সাতক্ষীরা তালা উপজেলায় সদর ইউনিয়নে খানপুর গ্রামে জন্ম মামনি দাসের। পিতা মৃত শংকর দাস, মাতা- মমলা দাস। দরিদ্র পরিবারের মেয়ে মামনি দাস। ছোট বেলায় দুবোন ও মাকে রেখে মামনির বাবা পৃথিবী থেকে চলে যায় না ফেরার দেশে। মামনির মা তখন দুই সন্তানকে নিয়ে কি করবে, কোথায় যাবে, কি হবে এই চিন্তায় অস্থির। সবে মাত্র মামনি এসএসসি পাশ করেছে। অভাব অনটনে তাদের পড়াশুনা ও সংসার চালানো কোন ক্রমেই সম্ভব না। পড়াশুনা বন্ধে হয়ে যায় মামনির। পড়াশুনার আগ্রহ থাকায় টিউশনি শুরু করে। মামনি পরিত্রাণ কিশোরী ক্লাবের সদস্য ছিল। পরিত্রাণ ও ইউনিসেফ এর সহযোগীতায় তালা উপজেলায় কিশোরী ক্লাবের সদস্যদেরকে ২০,০০০/= (বিশ হাজার) টাকা করে উপবৃত্তি দেওয়া হয়। যে অর্থ দিয়ে তারা কোন একটা ব্যবসা করে নিজেদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি করবে। উক্ত ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে থেকে যাচাই বাছাই করে এবং অন্য সদস্যদের সুপারিশে মামনি দাস কে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। নিজের পড়াশুনা ও মায়ের সংসারে দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য পরিত্রাণ-র কাছ থেকে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের পরামর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐ টাকা দিয়ে একটি গরু ক্রয় করে। অতঃপর গরু মোটাতাজাকরন এর উপর প্রশি ণ গ্রহণ করে পরিত্রাণ ও তালা উপজেলা যুব অধিদপ্তর আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে। নিজে টিউশনি করার পাশাপাশি শুরু করে গরু মোটাতাজাকরন কার্যক্রম।

গরুটি ছয় মাস পরে বিক্রি করে ৩১,০০০/= টাকায়। এবার সে ২৫,০০০/= দিয়ে আর একটি গরু ক্রয় করে। বাকী টাকা থেকে কলেজে ভর্তি হয়, কিছু সংসারে দেয় এবং ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য ব্যাংকে একটি একাউন্ট খুলে প্রতি মাসে ৫০০/= টাকা করে সঞ্চয় করে। যা তার ভবিষ্যৎ এর জন্য, কারণ সে পড়াশুনা শেষ করে নিজের পায়ে দাড়াবে। এলাকায় একটি গরুর খামার করার স্বপ্ন নিয়ে চলছে মামনি। এখন তার দুইটি গরু। কিশোরী ক্লাবের প্রতি মাসের সভায় কিশোরীদের সাথে তার সংগ্রামী জীবনযাপন আলোচনা করে বলে, "এখন আমাদের সংসার আর আমাদের পড়াশুনার জন্য মায়ের কষ্ট কিছুটা কমেছে। আগের তুলনায় আমরা এখন ভালোই আছি।" মামনির মা বলেন, "পরিত্রাণের কারণে আজ আমার মেয়ে পড়াশুনা করতি পারছে।"

৮.৪ দুলাল দাসের বদলে যাওয়া জীবনের গল্প

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ০৬নং সদর ইউনিয়নে বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে দুলাল দাসের বসবাস। দুলাল দাস বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের হতদরিদ্র কানাই লাল দাসের ছোট ছেলে। কানাই লাল দাসের অনেক স্বপ সে তার ছোট ছেলেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলবে। দুলাল দাস বাবার স্বপ্ন পুরুণ করার জন্য অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যকে অতিক্রম করে সমাজ কর্মে অনার্স মাস্টার্স শেষ করেছে।কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম ইতিহাস দুলাল দাসকে শুধু মাত্র দলিত সম্প্রদায়ের হওয়ার কারনে বেকার জীবন যাপন করতে হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় চাকুরীর জন্য যোগাযোগ করলেও কোন ফল সে পায় না। দুলাল দাসের এই হতাশা, দুঃখ, দুর্দশার এবং বেকারত্বের অভিশাপের কথা পরিত্রাণের এডভোকেসী অর্গানাইজার জাহানারা আক্তারের কাছে বলে। তার এই হতাশা ও যন্ত্রনাকে কিছুটা হলেও লাঘব করার জন্য সত্যিকার দলিত যুবদের বেকারত্বের মুক্তির লক্ষ্যে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা পুলক কুমার সিকদারের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে তাকে গবাদি পশু পালনের উপর আড়াই মাসের প্রশিক্ষনে পাঠানো হয়। দুলাল দাস সফল ভাবে আড়াই মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বাড়িতে ফিরে এসে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সে উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস হতে কিছু টাকা লোন গ্রহণ করে গবাদি পশু পালনের কাজ করবে এবং সাথে সাথে প্রশিক্ষনের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান থেকে গবাদি পশু চিকিৎসা করে জীবনের চলার পথে ইতিবাচক পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখছে। দুলাল দাসের মন্তব্য 'কর্মই মানুষের পরিচয়'। সে কোন কাজকে ছোট মনে করে না। সে চায় তার এই বেকারত্ব জীবন থেকে বেরিয়ে কর্ম জীবনে ফিরে যাবে এবং তার আত্মবিশ্বাস দ্বারা অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করবে। এতটুকু সুযোগ ও সদিচ্ছা হয়তো বা দুলাল দাসের মত অনেক দলিত শ্রেণীর দুলাল দাসকে রক্ষা করবে। এই সুযোগ তাই বৃদ্ধি করা অতীব জরুরী।

৮.৫ বিন্দু থেকে সিন্ধু

"যুব শক্তি যেখানে, পরিবর্তনও সেখানে"। গ্রামের নাম ভোজগাতী ঋষি পাড়া। যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার ভোজগাতী ইউনিয়নের অন্তর্গত। এই গ্রামে প্রায় লোক সংখ্যা ৫০০জন। গ্রামের অধিকাংশ লোক দরিদ্র এবং অশিক্ষিত। গ্রামের অধিকাংশরেই জীবন অতিবাহিত হয় বংশগত পেশা বাঁশ-বেত উৎপাদিত পণ্যের উপর নির্ভর করে। একটি ঝুড়ি বিক্রয় করলে উৎপাদন খরচ বাদে ১০-১৫ টাকা লাভের ভাগে ভাগে থাকে। এভাবে দিনে একজন হস্তশিল্পি সর্বোচ্চ ৫টি ঝুড়ি তৈরি করে থাকেন। যা দিয়ে তাদের কোন রকম অর্ধপেটা হয়ে দিনাতিপাত করতে হয়। তাই অল্পকিছু পন্য বাজারে না নিয়েই গ্রামের অভ্যান্তরে বহিরাগত মহাজনদের নিকট থেকে গোটা অর্ধবছরের জন্য ৩০০০-৫০০০ টাকা গ্রহণ করে ছয়মাসের উৎপাদিত সকল পণ্য দাদনদাতা মহাজনের হাতে তুলে দিতে হয়। সামান্য এই আয় দিয়ে তাই চলে না পরিবারের সন্তানদের লেখাপড়া। অঞ্জলী দাস এক জন গৃহিনী। সংসারে ৩ মেয়ে ও ১টি ছেলে নিয়ে স্বামীর সংসারে তার বসবাস। স্বামি স্ত্রী কোন রকম দাদন নিয়ে সংসার চালায় কিন্তু ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহন করতে পারে না বিধায় তাদের পড়াশুনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। বাধ্য হয়ে বড় মেয়ে শেফালীকে অকালে বসতে হয় বিয়ের পিড়ীতে। এই সময় পরিত্রাণ দলিতদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করে। এ প্রকল্পের আওতায় অত্র গ্রামে কম্যুনিটি উন্নয়ন দল গঠন করে তাদের অধিকার, সমমর্যাদা, বাল্যবিবাহ ইস্যুতে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করে থাকে। অঞ্জলী দাস উক্ত দলের একজন সদস্য। উঠান বৈঠকের মধ্য দিয়ে উঠে আসে পাড়ার প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি। দেখা যায়, গ্রামটি পার্শ্ববর্তী মাহাজনদের হাতে জিম্মি ছিল এবং চড়া সুদের কারবার ছিল গ্রামটিতে। সুদের নামে মাহাজনদের নির্যাতন দলিত পল্লীবাসীদের ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বলেই ধরে নেয়া হয়। পরিত্রাণের কর্মীদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে অঞ্জলী দাস গ্রামের যুবদের ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 'যার দল নেই, তার বল নেই' এই মন্ত্রে দিক্ষীত হয়ে পলাশ দাস, সুমঙ্গল দাস, কৃষ্ণদাস, প্রভাষ দাস ও বিকাশ দাসের উদ্যোগে সমবায়ভিত্তিক নিজস্ব পুজি তৈরিতে একটি যুব সংগঠন তৈরী করতে সক্ষম হয়। সদস্যরা মাসে ২০/= বিশ টাকা করে মাসে জমা রাখতে লাগল এবং তাদের সংগঠনে এক হাজার টাকা পুঁজি হলে মনিরামপুর জনতা ব্যাংকে তারা একটি ব্যাংক একাউন্ট খোলে। পরবর্তীতে পরিত্রাণ এর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা প্রকল্পের মাধ্যমে তাদেরকে এক লক্ষ টাকা মূলধন হিসেবে প্রদান করা হয়। যাতে তারা উক্ত টাকা দিয়ে নিজেদের কম্যুনিটির উৎপাদিত পন্য নিজেরাই ক্রয় করে স্থানীয় বাজারে সরাসরি বিক্রয় করতে সক্ষম হয়। ফলে গ্রামের হস্তশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত সকলেই তাদের পন্যের ন্যায্যমূল পেতে পারে। সেই টাকা দিয়ে তারা যে শিল্প কাজ করে সেটাকে ধরে রাখার জন্য তৈরীকৃত হস্ত শিল্প গুলো ক্রয়ের কাজ শুরু করে। আস্তে আস্তে গ্রামে যে চড়া সুদের কারবার ছিলো সেটাকে দুরীভূত করতে সক্ষম হয়েছে। গ্রামবাসী মহাজনদের চড়া সুদের কবল থেকে এখন মুক্ত। সংগঠনটি সমবায় অফিস হতে রেজিস্ট্রেশন করেছে এবং তাদের বর্তমান পুজির পরিমান প্রায় ৪ লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যে উক্ত যুব সংগঠনটি পরিত্রাণ থেকে গৃহীত একলক্ষ টাকা ফেরত প্রদান করেছে। অঞ্জলী দাস তার মেঝো মেয়ে তৃপ্তি রানী দাসকে যশোরে নার্সিং পড়াচ্ছেন। তিনি বলেন "বর্তমানে অধিকাংশ বাঁশবেত কারিগররা তাদের পণ্য প্রতি ৫০-৬০ টাকায় যুব সংগঠনের নিকট বিক্রয় করছে এবং মাহাজনদের নিকট থেকে দাদন গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছেন"। পলাশ দাস বলেন "গ্রামের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে একজন স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা হয় যে পাড়ার শিশুদের লেখাপড়া চালু রাখতে টিউশন সহায়তা দিয়ে থাকে"।

৮.৬ শতাব্দির অভিশাপ বেকারত্ব অভিশাপ বনাম ওরা ১৫

বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি দলিতদের বসবাস। সামাজিকভাবে বঞ্চিত দলিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সুরক্ষায় বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন, দলিতদের উন্নয়নে জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ, চাকুরী ও শিক্ষাকোটা প্রচলন, বয়স্ক ভাতা, শিক্ষাবৃত্তি ও সেফটিনেটে এ দলিতদের অগ্রাধিকার প্রদানসহ মানবতার দশ দফা দাবী আদায়ে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ দলিত পরিষদ, পরিত্রাণ ও সমমনা সংগঠনের উদ্যোগে নীতিমালায় দলিতদের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করতে বাস্তবায়িত হয় নীতিমালা সংলাপ, স্মারকলিপি প্রদান, গণসমাবেশ ইত্যাদি। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ দলিত পরিষদের নেতৃত্বে গত ২০১০ সালে সমাজ সেবা মন্ত্রণালয়ের সাথে সংলাপ ও যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। অতঃপর জাতীয় বাজেটে ২০১১ সালে দলিতদের উন্নয়নে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হলে সমাজ সেবা মন্ত্রণালয়ের আওতায় দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয় যার আওতায় সরকার বয়স্কভাতা, শিক্ষাবৃত্তি ও কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করেছে। কেশবপুর উপজেলায় এই দলিত সম্প্রদায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মরত প্রতিষ্ঠান পরিত্রাণ ও এর সহযোগী দলিতদের অধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশ দলিত পরিষদ এর এডভোকেসী এর প্রেক্ষিতে উপজেলা সমাজ সেবা দপ্তর অত্র সংগঠনদ্বয়কে যুবদের তালিকা প্রস্তুতের দায়িত্ব প্রদান করে। তারই আলোকে দলিত শিক্ষার্থীদের একত্রিত করে গত ইং ২৪/০৬/২০১৪ তারিখে পরিত্রাণ-প্রদীপ কার্যালয়ে একটি আলোচনা সভার মাধ্যমে

উপজেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তরে মোট ৪২জন শিক্ষার্থী আবেদন করেন, তার মধ্যে ছাত্রী ১৮ জন এবং ছাত্র ২৪ জন। আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ইং ০১/০৭/২০১৪ তারিখে ৫০দিনের প্রশিক্ষনে অংশগ্রহন করেন মোট ১৫ জন শিক্ষার্থী।

সরকার কর্তৃক গৃহিত প্রকল্পের আওতাধীনে দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য কম্পিউটার ও সেলাই প্রশিক্ষণ এর সুযোগ আসলে উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তার উদ্যোগে ১৫ জন বেকার যুব বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই ও কম্পিউটর অপারেটিং প্রশিক্ষণ পেয়েছে। এর মধ্যে বিপুল দাস, তাপস দাস, সুমন দাস, মান্দার দাস, সোমা রানী দাস, শংকরী দাস, আশালতা দাস, রীতা দাস কম্পিউটার অপারেটিং ও সেলাই কোর্স এর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষাণার্থীরা সমাজ সেবা থেকে সনদ সহ প্রতি জন ১৫০০০(পনের হাজার) টাকা করে সম্মানী প্রাপ্ত হয়েছে। উক্ত টাকা গ্রহণ করে বাঁশবাড়িয়া গ্রাম থেকে মান্দার দাস সে একটি কম্পিউটার সেন্টার তৈরি করেন যেখান থেকে প্রাপ্ত আয় দিয়ে লেখাপড়ার খরচ যোগায় এবং তার দরিদ্র পিতার সংসার চালানোর কাজে সাহায্য করছে। অন্যান্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবরা বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য নিজেদের উদ্যোগী করে গড়ে তুলছেন। উক্ত সুযোগটিকে দলিত যুবদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে একটি যুগান্তকারী মাইল ফলক হিসেবে দেখছেন বিশিষ্ট জনেরা।

অধ্যয় ঃ ৯, নারীর অধিকার

৯.১ লিমা এখন এইচএসসি পরীক্ষার্থী

লিমা (ছদ্মনাম) ৯ম শ্রেনীতে পড়ুয়া একজন মেধাবী ছাত্রী। যশোরের মনিরামপুর উপজেলার খেদাপাড়া ইউনিয়নে তার বাড়ি। ২০১৩ সালে তার পিতা তার অমতে বিয়ে ঠিক করে। তার ও তার মায়ের অমতে বিয়ের বিষয়টি পিএইচআর (প্রটেক্টিং হিউম্যান রাইটস্) প্রোগ্রামের সামাজিক সুরক্ষা দলের সদস্য ও সংবাদকর্মীরা জানতে পারে। সংবাদ কর্মীরা বিষয়টি পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করে। সংবাদটি পত্রিকায় দেখামাত্র মনিরামপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, পরিত্রাণ এর পিএইচআর প্রোগ্রামে কর্মরত সমাজকর্মীরা ও সামাজিক সুরক্ষা দলের সদস্য তাদের বাড়িতে গিয়ে তার পিতাকে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে বুঝিয়ে এবং লিমার ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর করে তোলার জন্য অনুরোধ করেন। লিমার পিতা তাদের কথায় লিমার বিয়েটি বন্ধ রাখে এবং তাকে পড়ালেখার বিষয়টি নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেন। লিমাও তার আত্মবিশ্বাস নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে লেখাপড়া। এসএসসিতে জিপিএ ৩.৮৩ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হয় খেদাপাড়া মাতৃভাষা কলেজে। এবছর সে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহন করেছে। তার পরিবার এখন স্বপ্ন দেখছে লিমা উচ্চ শিক্ষিত হয়ে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

৯.২ সকল প্রতিবন্ধকতা জয় করলো মিনা

যশোর কেশবপুর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে মিনা দাসের বসবাস। বাবা হত-দরিদ্র ভ্যান চালক নীলকুমার দাস এবং মাতা বেলোকা রানী দাস। জন্মের পর থেকে মিনা অসুখে ভুগতে থাকে। ডান হাতে আঙ্গুল গুলো সবজোড়া লাগানো এবং প্রায় এক বছর পর বুঝতে পারে সে হাত ভালো ভাবে নাড়াতে পারে না। তাকে নিয়ে তার মা বাবা সব সময় চিন্তিত থাকতেন। কোন দিন ভাবতে পারেনি যে আমাদের মেয়ে প্রতিবন্ধী হয়ে যাবে। মিনার অন্য বোনেরা বা আত্মীয় স্বজনরা কেউ প্রতিবন্ধী না। এটা মিনার পরিবারের জন্য একটা কষ্ট দায়ক বিষয়। আস্তে আস্তে মিনা বড় হয় কিন্তু সে ডান হাত ব্যবহার করতে পারে না। সবাই যখন বুঝতে পারলো সে প্রতিবন্ধী। তার পর থেকেই শুরু হলো তার প্রতি সমাজের অবহেলা ও বঞ্চনা। আমাদের সমাজের মানুষেরা মনে করে প্রতিবন্ধীদের দ্বারা সমাজ এবং রাষ্ট্রের কোন প্রকার উন্নতি সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষ এটা মনে করেনা যে, সুন্দর পরিবেশ, সকলের সহানুভুতি ও সুযোগ পেলে তাদের দ্বারা পরিবার, সমাজে উন্নয়ন করা সম্ভব। প্রতিবন্ধীরা পরিবার এবং রাষ্ট্রের কোন বোঝা নায়।

মিনার মা বাবা তাকে বোঝা না মনে করে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি করে দেয়। প্রতিদিন তাকে স্কুলে নিয়ে যেতো ছুটির পর নিয়ে আসতো। একসময় তার মা বাবা কাজে ব্যস্ত থাকায় সে নিজে নিজে স্কুলে যাওয়া শুরু করে এবং বাম হাত দিয়ে লেখা শুরু করে। মিনার পড়াশুনার প্রতি খুবই আগ্রহ ছিলো কিন্তু পরিবারের অভাবের কারণে তার পড়াশুনা প্রায় বন্ধের পথে।

পরিত্রাণ-র প্রদীপ প্রকল্পের আওতায় ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ বিতরনের জন্য মিনাকে বিশেষ শিশু হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। পরিবারকে উৎসাহিত করা হয় তাকে লেখাপড়া শিখানো এবং তার মতামতের গুরুত্ব দিতে। মিনা এখন নবম শ্রেনীতে পড়াশুনা করে, বর্তমান সে পরিত্রাণ-র Helping Children Growing as Active Citizen প্রকল্পের আওতায় NCTF কমিটির নির্বাচনে শিশু সাংবাদিক পদে নির্বাচিত হয়েছে। মিনার এখন বড় দায়িত্ব সে বাংলাদেশের শিশু সহিংসতা এবং শিশু অধিকার নিয়ে প্রতি ছয় মাস অন্তর ঢাকায় চাইল্ড পার্লামেন্টে সকল রিপোর্ট উপস্থাপন করে। পরিত্রাণ, কেশবপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যেমে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহায়তায় তার স্কুলে যাওয়া ও পড়াশুনায় উৎসাহিত করার জন্য একটি বাইসাইকেল দেওয়া হয়েছে। এখন সে নিয়মিত স্কুলে যায়। মিনা এখন এনসিটিএফ কেশবপুর উপজেলার একজন শিশু সাংবাদিক হিসেবে চাইল্ড পার্লামেন্টে শিশুদের নির্যাতন, বৈষম্য নিয়ে প্রতিমাসে প্রতিবেন পাঠায়।

৯.৩ মুক্তির সংগ্রামে মালা রানী

৯ নং গৌরীঘোনা ইউনিয়ন কেশবপুর উপজেলার একটি অনুন্নত এলাকা। আর এখানে বেশির ভাগ দলিত (ঋষি) সম্প্রদায়ের মানুষ হতদরিদ্র ও মানবেতর জীবন যাপন করছে। এখানে মানুষের যেমন বাসস্থানের সমস্যা তেমনি সমাজের মধ্যে রয়েছে নেতৃত্বের চরম রোষানল ও অস্পৃশ্যতা। এবারই প্রথম দলিত নারী হিসেবে স্কুল মানেজিং কমিটির নির্বাচনে দাড়ানোর সাহসিকতা তৈরি হয়েছে। পরিত্রাণ প্রদীপ কর্মসূচীর আওতায় নেতৃত্বের বিকাশ ও মানবাধিকার ইস্যুতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মালা রানী দাস নিজের পাড়ার নারীদের অধিকার সুরক্ষায় এগিয়ে আসার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসেন। বিশেষ করে তার পাড়ায় যদি কোন নারী পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয় সাথে সাথে তিনি নির্যাতিতাকে মনোসামাজিক পরামর্শ প্রদান করে। এছাড়া একজন সচেতন নারী হিসেবে তিনি অন্যান্য নারী অধিকার বিশেষ করে কোন নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। একজন দলিত সম্প্রদায়ের হওয়াতে তার চলাফেরায় ছিল সামাজিক বাধা। তবুও তিনি সকল বাধা অতিক্রম করে সমাজে নেতৃত্ব দানে স্বচেষ্ট হন। পরিত্রাণের প্রদীপ কর্মসূচীর আওতায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার মাধ্যমে কম্যুনিটি উন্নয়ন দলের সদস্যবৃন্দ মালা রানী দাসকে স্থানীয় ভেরচি প্রাথমিক স্কুল ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রীতিমত মালা রানী দাসও উদ্বুদ্ধ হয়ে সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দিতা করেন এবং নির্বাচিত হন। মালা রানী দাস স্বপ্ন দেখে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলিতদের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার ইত্যাদি ক্ষেত্রেও দলিতদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত না হলে সামাজিকভাবে বৈষম্যের মাত্রা হ্রাস পাওয়া সম্ভব নয়। সবার সমর্থনে মালা রানী দাসের সাহসিকতার পুরস্কার পেয়েছে। বর্তমানে ভেরচি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সার্বিক উন্নয়নে মালা রানী দাসের মতামত গৃহীত হয় এবং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দলিত নারীরা সঠিক পরিবেশ পেলে সমাজে আরও দশজন নারীর মত সমাজ ও দেশ এগিয়ে নিতে তারাও বলিষ্ঠ অবদান রাখতে সক্ষম।

৯.৪ যার ভাবনা তার ভাবতে হবে, অন্যেরা ভাবে না; জীবনের সন্ধানে আদিবাসী চৌধালী সম্প্রদায়

বাংলাদেশের প্রান্তভাগে পড়ে আছে অসংখ্য নির্যাতিত, ভাসমান, ছিন্নমূল জনগোষ্ঠির মানুষ। সামাজিক দৃষ্ঠিতে এদের কে বলা হয় দলিত, অস্পৃশ্য ও ছোট জাত। সাতক্ষীরা জেলার মৎস্যজীবি চৌধালী সম্প্রদায়েরা সমাজ উপক্ষিত এমনই একটি দলিত জনগোষ্ঠী। রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ (রিইব) এর আর্থিক সহযোগীতায় এবং মানবাধিকার সংগঠন পরিত্রাণের উদ্যোগে সাতক্ষীরা জেলার কাথন্ডা গ্রামে বসবাসরত ১৬২টি দলিত চৌধালী সম্প্রদায়ের মানুষদের আর্থ সামাজিক জীবনমান এর ইতিবাচক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় একটি গণ গবেষণা প্রকল্প। প্রকল্পটির মাধ্যমে মূলত এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে কিছু ক্ষুদ্র দল তৈরি করে নিয়মিত আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই চিহ্নিত করে নিজস্ব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কিভাবে দারিদ্রতা বিমোচনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব তা চিহ্নিত এবং প্রয়োজনীয় গণ উদ্যোগ সৃষ্টি করার প্রয়াস অব্যাহত রাখা হয়। সমস্যার বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই চৌধালী সম্প্রদায়ের মানুষরা তাদের পেশাগত কারণে হ'ছ সুবিধা বঞ্চিত। অর্থাত, তারা জাতিগতভাবে মৎস্যজীবি হলেও স্থানীয় উন্মুক্ত জলাশয়, খাল, বিল, হাওড়-বাওড়, নদ-নদীতে অভিগম্যতার অভাবে তারা ক্রমশ: দরিদ্রতর হয়ে উঠছে। স্থানীয় সরকারী, বেসরকারী সেবায়ও ছিল না তাদের প্রবেশাধিকার। ১৬২ টি পরিবারের প্রায় ৩৫৯ জন চৌধালী মানুষরা হ'ছ সর্বাধিক বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী। তাদের পেশার প্রায়োগিক ক্ষেত্রসমূহ স্থানীয় প্রভাবশালীদের দ্বারা বেদখল হওয়াতে সীমাহীন দারিদ্রতার অভিশাপ তাদের পিছু ছাড়ে না। ধর্মীয় অন্ধতা, কুসংস্কার, শিক্ষার অভাব, সচেতনতার অভাব তাদের জীবন যাত্রাকে যেন স্থিমিত করে তোলে। জীর্ন-শীর্ন কুটিরে বসবাস তাদের, গ্রামের মধ্যে চলার জন্যও নেই উত্তম কোন রাস্ড়, ভূমিহীনতা এবং যথার্থ মৎস্য শিকারের উপকরনের অভাব তাদের জীবন যাত্রা বা আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে করে তোলে ঝুকিপূর্ন। এই পরিস্থিতির ধারাবাহিকতা থেকে মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে পরিত্রাণের পরিচালিত গণগবেষনায় ১৬২টি পরিবারের মধ্যে ৫০ জন নারী পুর"ষ সদস্যদের নিয়ে অগ্রযাত্রা শুর" হয় একটি কম্যুনিটি গণগবেষক সংগঠন। এর মধ্যে ৩টি ক্ষুদ্র দলও তৈরি হয়। যারা গুর"তৃপূর্ণ সমস্যা সমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে থাকে। এক সময় তারা সিদ্ধান্ড় নেয় যে, আর আমরা স্থানীয় সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের দিকে চেয়ে থাকব না। নিজেরা নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করব। অত:পর তারা সংগঠিত হয়। সংগঠিত হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে প্রথমে একদিন ৫০/= টাকা এবং পরবর্তী আলোচনার নিদ্ধান্ড় অনুযায়ী সাপ্তাহিক ১০/= করে সঞ্চয় শুর" করে। জমাকৃত অর্থ তারা ঋণ কার্যক্রম না চালিয়ে সিদ্ধান্ড় নেয় তাদের গ্রামের মধ্যকর সম্পদ তথা একটি মজা পুকুরকে সংরক্ষণপূর্বক মৎস্য চাষ করবে। রীতিমত তারা পুকুরটিতে মাছ চাষ করতে থাকে। ৬ মাস পরপর উক্ত মৎস্য থেকে বিক্রিত অর্থ সামাজিক পুজি তৈরি করার উদ্দেশ্যে তারা গবাদি পশু ক্রয় ও পালন করার সিদ্ধান্ড় নেয় এবং ১মার্ধে ৫টি গর" ক্রয় করে। ক্রমানুসারে তারা সঞ্চয় জমা, জমাকৃত অর্থ মৎস্য চাষে বিনিয়োগ এবং লভ্যাংশ দিয়ে গবাদি পশু ক্রয় ও পালন করতে থাকে। বর্তমানে প্রকল্প টি শেষ কিন্তু আশার বিষয় হল পরবর্তি এক বছরের মধ্যে তারা প্রায় ১০০০০০/= (এক লক্ষ) টাকার পুজি তৈরি করেছে। যা তারা তাদের পরিবারের গড় আয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দারিদ্রতা বিমোচনে অনুকরনীয়যোগ্য অবদান রাখছে। গ্রামটি পরিদর্শনে পরিলক্ষিত হয়েছে, পূর্বে যেখানে তাদের শিশুরা স্কুল মূখী ছিল না বর্তমানে গ্রামের ১৫০ জন স্কুল উপযোগী শিশুদের মধ্যে প্রায় ৮৫% শিশু স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী স্কুলে নিয়মিত লেখাপড়া করছে। পূর্বে তাদের মধ্যে স্যানিটেশন জ্ঞান ছিল না যা বর্তমানে ১৬২টি পরিবারের বাড়ির সাথে কাচা, আধা পাকা পায়খানা ঘর স্থাপিত হয়েছে। অংশগ্রহণ মূলক গণগবেষণা পদ্ধতির সফল প্রয়োগে ধীরে ধীরে তাদের জীবনকে পরিবর্তনের একটি সর্বোত্তম পদ্ধতি হিসাবে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে তাদের মধ্যে। স্বউদ্যোগে প্রনোদিত হয়ে স্থানীয় সরকারের দয়ার উপর নির্ভরশীল না হয়ে ইতিমধ্যে গ্রামের মধ্যকর চলাচলের রাস্ড়াটিও মেরামত করে নিয়েছে তারা। ভূমিহীনতা নামক অভিশাপ থেকে নিজেদের মুক্তি দিতে তারা স্থানীয় সরকারকেও আবেদন পত্র প্রদান করেছে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের নিকট থেকে এক তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে জানা যায় যে, ইউনিয়ন পরিষদের খাসজমি বিতরণ কর্মসূচীর বিশেষ বিবেচনায় রয়েছে এই কম্যুনিটি। এছাড়া নিজেদের পরিশীলিত জ্ঞানকে তারা জীবন যাত্রার মানের পরিবর্তনে কাজে লাগা'ছ। নিজেদের মধ্যকার কুসংস্কার, হীনমন্যতা একটি বৃহত বাধা ছিল তাদের উন্নয়নের। দেখা যা'ছ নিজেদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার তারা এই গণগবেষণা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে। আর এই শিক্ষা, সচেতনতা তাদের দৈনন্দিন জীবন, আচার-আচরণকে প্রভাবিত করছে। তারা এখন পূর্বের তুলনায় নিজেদের প্রতি আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে পেরেছে যে, আমরাও পারি।

মৎস্যজীবি চৌধালী সম্প্রদায়ের মানবাধিকার লংঘনের ক্ষেত্র ও মৌলিক অধিকার এবং সাংবিধানিক স্বীকৃতির বাধা সমুহ রাস্ট্রের নীতি নির্ধারকদের নিকটে তুলে ধরার সহায়ক হিসাবে এই গবেষনা প্রতিবেদনটি উলেণ্ডখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাদের নিজেদের উন্নয়নে গৃহীত স্বউদ্যোগ একটি যুগান্ড়কারী ইতিহাস হয়ে থাকবে এবং পাশ্ববর্তী অন্যান্য দলিত, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরাও এই জ্ঞান গ্রহণ ও কাজে লাগিয়ে নিজেদের উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (বিশ্ববিদ্যালয়) গবেষণা সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা আসছে পরিদর্শন করতে যে, ***কিভাবে অংশগ্রহণমূলক গণ গবেষণা মানুষের জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন ও তা টেকসই হচ্ছে।***

অধ্যায় ঃ ১০, বাংলাদেশে দলিত আন্দোলন ও অর্জন

বাংলাদেশে বরবাসরত দলিত জনগোষ্ঠী বহুকাল ধরেই দারিদ্র, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বঞ্চনার ও অস্পৃশ্যতার মরণব্যাধির মতো ভয়াবহতা নিয়ে জীবন যাপন করছে। পৃথিবীর সর্বত্রই বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষ থাকলে ও দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দলিত মানুষেরা নিগৃহিত এবং মানবেতর জীবন যাপন করছে। মহান মুক্তি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশের সংবিধান জাতপাত ধর্ম বণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রদানের ঘোষণা দিলে সারা বাংলাদেশের প্রায় এককোটি দলিত মানুষ বিভিন্নভাবে সব ধরনের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চনার ও বৈষ্যম্যের শিকার হচ্ছে। এই ১ কোটি দলিত মানুষেরা তারা বংশ এবং কর্ম পরিচয়ের কারনে বৈষ্যম্যের করাল গ্রাসের মধ্যে নিপতিত। হাজার হাজার বছর ধরে এই জনগোষ্ঠীর ইতিহাস হলো অবহেলা আর বঞ্চনার ইতহাস।

দলিত জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করতে সাম্প্রতিক কিছু জটিলতারও সৃষ্টি হচ্ছে। যেসব সম্প্রদায়কে জন্মগত ও পেশাগত পরিচয়ের সমাজের মূলধারায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না এবং যাদেরকে অচ্ছুৎ (Untouchable) হিসেবে চিহ্নিত করে সেই সব জুনগোষ্ঠীকে। দলিত কথার আভিধানিক অর্থ হলো, ছোট করে দেখা, দলিত করে রাখা , সবচাইতে নিচু তলার মানুষ হিসেবে যাদের চিহ্নিত করা।

বাংলাদেশে যে সকল দলিত জনগোষ্ঠীর বসবাস তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ ঋষি, হরিজন, বাঁশফোর, হেলা, লালবেগী, ডোম, ডোমার, রাউত, হাড়ী, মাঘাইয়া, বাল্মেকী, তেলেগু, কানপুরী, রবিদাস, জলদাস, জেলে, সন্ন্যাসী, ভগবেনে, বেহারা, দাই, ধোপা, হাজাম, শিকারী, তাঁতী, পাড়ই, বাজাদার, মহতা, রাজবংশী, রসুয়া, শাহাজী, পাটনী, কায়পুত্র, পুন্ড্র ক্ষত্রীয়, শব্দকর, তেলী ইত্যাদি। সারা দেশে প্রায় এক কোটি।

বাংলাদেশ দলিত পরিষদ দলিতদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক ও স্বাধীন প্লাটফর্ম হিসেবে সুদীর্ঘকাল ধরে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে দলিতদের মানবাধিকার আন্দোলন শক্তিশালী করতে বাংলাদেশ দলিত পরিষদ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এডভোকেসী, নীতিমালা পর্যায়ে আমাদের অধিকারের কথা তুলে ধরা, দলিত মানুষদের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য গঠণ করা, দলিতদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার করে তোলা, নেতৃত্বের বিকাশ, দলিতদের মানবাধিকার সহিংসতা বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ন্যায় বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। দলিতদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নিম্নোক্ত দাবী আদায়ে সোচ্চার ভূমিকা রাখছে দলিতদের অধিকার মঞ্চ বাংলাদেশ দলিত পরিষদ ও অন্যান্য প্লাটফর্ম।

দলিত জনগোষ্ঠীর মানবতার ১০ দফা দাবি

- দলিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সংরক্ষণে বাংলাদেশ সরকারকে "বৈষম্য বিলোপ আইন" দ্রুত পাস করতে হবে; এবং পাবলিক ও প্রাইভেট ক্ষেত্রে অস্পৃশ্যতার চর্চা শাস্তিযোগ অপরাধ হিসেবে ঘোষণা দিতে হবে।
- চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯ (৩) অনুযায়ী দলিতদের জন কোটা বরাদ্দ করতে হবে এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষা বৃত্তি প্রদানসহ বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।
- বর্তমান সরকারি দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং উন্নয়নের ধারায় দলিত জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা।
- জাতীয় সংসদসহ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে আসন সংরক্ষণ করতে হবে।
- সরকারী সেফটি নেট কর্মসূচী (বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, ভিজিএফ কার্ড, দূর্যোগকালীণ ত্রাণ ইত্যাদি)-তে দলিত ও হরিজন জনগোষ্ঠীকে বিশেষ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
- পৌরসভা / সিটি কর্পোরেশন / স্বায়ত্তশাসিত / বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল দলিতদের চাকুরী স্থায়ীকরণ করতে হবে এবং তাদের বেতনভাতা যুগপোযগী করতে হবে।
- সরকারের গৃহায়ণ কর্মসূচী (যেমন গুচ্ছগ্রাম, আদর্শগ্রাম ও আশ্রায়ন)-এ দলিত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। আমাদের বর্তমান আবাসনগুলো মেরামত করতে হবে এবং সেগুলোতে নাগরিক সকল সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
- দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য খাস জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত দিতে হবে। বর্তমানে বসবাসরত জায়গায় স্বল্প মূল্যে গৃহ নির্মাণ করে দলিতদেরকে স্থায়ী বরাদ্দ দিতে হবে।
- আদমশুমারী বা জাতীয় জরীপ আলাদাভাবে দলিত জনগোষ্ঠীকে গণনা করতে হবে।
- দলিতদের উন্নয়নে সরকারের ঘোষিত ও গৃহীত উদ্যোগের পূর্নাঙ্গ ও দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। জাতীয় দলিত কমিশন গঠন করতে হবে।

অর্জনঃ নীতিমালা পর্যায়ে ও সরকারের উদ্যোগ ;

- সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয় দলিতদের আর্থসামাজিক ও আবাসন অবকাঠামোগত উনন্নয়নের জন্য ২০১১-২০১২, অর্থ বছরে ১৪ কোটি ৬১ লক্ষ, ১৩-১৪ অর্থ বছরে ১২.২৬ লক্ষ টাকা জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ করেছেন।
- ২৯ মে/২০১২ ইং, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের দলিতদের উন্নয়নে একটি নিদের্শনা পত্র প্রদান করেন। ডিও লেটার স্মারক নং-১১১, তারিখ: ২৯.০৫.২০১২

  ক) দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১% ভর্তি কোটা চাকরীতে ৮০% কোটা বরাদ্দ করেছেন।

  খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দলিত, হরিজন, বেদে উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন ও ৪১টি জেলায় সেফটি-নেট কর্মসূচী (বয়স্ক ভাতা, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাবৃত্তি) বাস্তবায়ন হচ্ছে।

  গ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে স্পেশাল এরিয়া ফর ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রামেড ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পাশাপাশি দলিতদের অন্তর্ভূক্তি করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে শুধুমাত্র দলিত জনগোষ্ঠী সংখ্যা নির্ধারণ করার জন্য সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয়-এর মাধ্যমে জরিপ করা হয়েছে। যেখানে ৬২.৬৮ লাখ দলিত বাংলাদেশে বসবাস করছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
- বৈষম্য বিলোপ আইন, খসড়া আইনমন্ত্রণালয়ে চূড়ান্তভাবে দাখিল হয়েছে।

অর্জনঃ সাংগাঠনিক পর্যায়ে

- ৫৪ টি জেলায় বাংলাদেশ দলিত পরিষদের কমিটি সম্প্রসারিত হয়েছে।
- দলিতদের মধ্যে নেতৃত্ব আসার মানসিক সাহস তৈরি হয়েছে।

অর্জনঃ কম্যুনিটি পর্যায়ে

- অধিকার আদায়ের জন্য সোচ্চার হয়েছে।
- মানবাধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে।
- দলিতদের মধ্যে ইতিবাচক মানসিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং সেবাক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে সোচ্চার হয়েছে।
- ২০১৬ সালে ইউপি নির্বাচনে ৮৪ জন সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা সদস্যপদে প্রতিদ্বন্দিতা করেছেন।
- শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উচ্চ শিক্ষায় কোটার ভিত্তিতে বাংলাদেশ দলিত পরিষদের মনোনয়নের ভিত্তিতে ২৬জন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।
- সরকার দলিতদের উন্নয়নে গৃহীত নীতিমালা ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দলিত প্রতিনিধিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে।

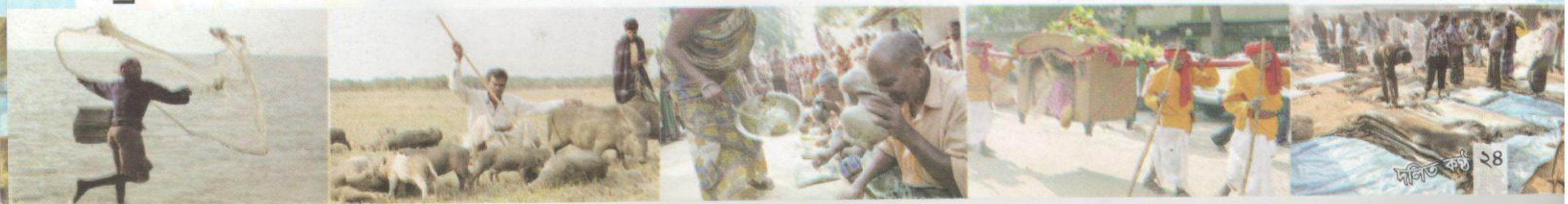

দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ : বৈষম্য বিলোপ আইন

গত ১৬ জুলাই ২০১৪, *প্রথম আলোর* আয়োজনে 'দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ : বৈষম্য বিলোপ আইন' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আলোচকদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে এই ক্রোড়পত্রে ছাপা হলো।

সহযোগিতায় বাংলাদেশ দলিত পরিষদ ও পরিত্রাণ

PARITTRAN

European Union

আলোচনা

১. হোটেল, সেলুন, রেস্তোরাঁ, ধর্মীয় স্থলে প্রবেশাধিকার
২. ন্যায়বিচার প্রাপ্তি
৩. স্থানীয় সরকার, কমিটি, ফোরামে প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ
৪. নির্বাচনকেন্দ্রিক ও অন্যান্য সহিংসতার শিকার
৫. শিক্ষা, চাকরি ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার
৬. সরকারি বিভিন্ন সেবা ও তথ্যের ক্ষেত্রে অভিগম্যতা
৭. কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার
৮. নারীদের অবস্থান

সূত্র : পরিত্রাণ, বেজ লাইন স্টাডি

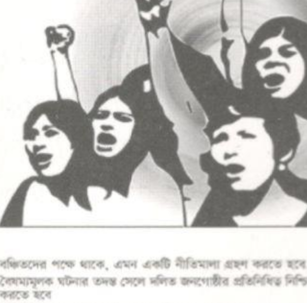

যাঁরা অংশ নিলেন

মিজানুর রহমান	: চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
এম শাহ আলম	: সদস্য, আইন কমিশন
শাহিন আনাম	: নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
মিলন দাস	: নির্বাহী পরিচালক, পরিত্রাণ এবং উপদেষ্টা, বাংলাদেশ দলিত পরিষদ
অশোক দাস	: সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ দলিত পরিষদ
কৃষ্ণলাল দাস	: সভাপতি, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ
নির্মল চন্দ্র দাস	: মহাসচিব, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ
বিকাশ কুমার দাশ	: সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ দলিত পরিষদ ও পরিত্রাণ
মেঘনাগুহ ঠাকুরতা	: নির্বাহী পরিচালক, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ
সঞ্জীব দ্রং	: সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এবং নির্বাহী পরিচালক, আইপিডিএস
রেজওয়ানুল করিম	: কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
সেরজো টিরণা	: উন্নয়নকর্মী, জাভেরিয়ান মিশন, খুলনা
শামিমা আক্তার	: আঞ্চলিক পরিচালক, হেকস, বাংলাদেশ
সুজন সরকার	: লেখক ও সাহিত্যিক
শান্তি মণ্ডল	: যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ দলিত পরিষদ
রতন দাস	: দলিত প্রতিনিধি
সুষমা রানী দাস	: দলিত প্রতিনিধি

সঞ্চালক

আব্দুল কাইয়ুম	: সহযোগী সম্পাদক, প্রথম আলো

আলোচনায় সুপারিশ

- আমাদের প্রত্যাশা, দ্রুততম সময়ের মধ্যে আইনটি পাস হবে
- শিক্ষা, চাকরিসহ সব ক্ষেত্রে সম্মানের সঙ্গে বসবাসের নিশ্চয়তা চাই
- কোনো বঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেন এ আইন থেকে বাদ না যায়, সে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে
- দলিতরা ঐতিহাসিকভাবে অবিচারের শিকার। তাই রাষ্ট্র যেন দলিত ও বঞ্চিতদের পক্ষে থাকে, এমন একটি নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে
- বৈষম্যমূলক ঘটনার তদন্ত দলে দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে
- প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৈষম্যবিরোধী সেল থাকা প্রয়োজন
- আইনের মধ্যে প্রতিটি সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করা দরকার

দলিত সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যের যে রূপ, সেটি খুবই মর্মান্তিক। এটা মানুষের মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করে

মিজানুর রহমান

আইন প্রয়োগকারীদের মন-মানসিকতায় বিপুল পরিবর্তন আনতে হবে। তা না হলে কোনোভাবেই এ আইন কাজে আসবে না

শাহিন আনাম

বর্ণবৈষম্য সবচেয়ে খারাপ একটি বৈষম্য। এটি মানবতাকে খর্ব করে। বর্ণবৈষম্যের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে

সেরজো টিরণা

মুচিপাড়ার ছেলেটি মারধরের প্রতিকার চাওয়ায় অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন আমাদের ঘরবাড়ি ভেঙেছে

সুষমা রানী দাস

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য ছিল বৈষম্যহীন একটি রাষ্ট্র নির্মাণ করা। কিন্তু আজকে রাষ্ট্রের পদে পদে বৈষম্য

সঞ্জীব দ্রং

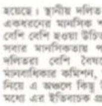

আমরা চাইছি, মানবাধিকার কমিশন, আইন কমিশনসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে এ অঞ্চলে কিছু উদাহরণ তৈরি করতে

রেজওয়ানুল করিম

আমরা শিক্ষা, চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করলেও ঘৃণার জায়গা থেকে মুক্তি পাচ্ছি না। দেশে আমাদের মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়

মিলন দাস

তারা নিজের সত্যিকার পরিচয় দিতে চায় না। কারণ, অন্যরা তার পরিচয় জেনে গেলে সে অপমানের শিকার হতে পারে

শামিমা আক্তার

শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখছি। কিন্তু এখনো নাগরিক মর্যাদা পাচ্ছি না। মানবেতর জীবন যাপন করছি

কৃষ্ণলাল দাস

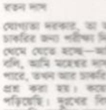

৪৬টি স্কুলে চাকরির জন্য পরীক্ষা দিয়েছি। একটা জায়গায় এসে বারবার থেমে যেতে হচ্ছে—আমি দলিত জনগোষ্ঠীর সদস্য

রতন দাস

আইনের বাস্তবায়ন পর্যন্ত আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন। আপনাদের জন্য একটা ভালো আইন হবে বলে আশা করছি

এম শাহ আলম

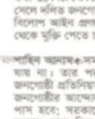

দলিত সম্প্রদায়ের রোগীদের স্থানীয় চিকিৎসকেরা কাছে আসতে দেন না। রোগীরা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। চেহারা দেখে ও কথা শুনে চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র দেন

বিকাশ কুমার দাশ

কিছুটা মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার আশায় আমাদের অনেকে পরিচয় পরিবর্তন করে ফেলেছে। অনেক ঋষি নিজেকে বিশ্বাস বলে পরিচয় দেয়

অশোক দাস

সব সম্প্রদায়ের মানুষকেই বৈষম্য নিরসনের জন্য এগিয়ে আসতে হবে

সুজন সরকার

একটি ভালো আইন সমাজ থেকে কেবল অপরাধ দূর করে তা নয়, সমাজে একটি মূল্যবোধও প্রতিষ্ঠা করে

মেঘনাগুহ ঠাকুরতা

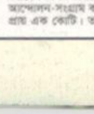

গত অর্থবছরে আবাসনের জন্য অর্থমন্ত্রী ১০ কোটি টাকা দিয়েছেন। কিন্তু একটা ইটও বসেনি। এই টাকাগুলো কোথায় যায়

নির্মল চন্দ্র দাস

অন্যের অপরাধের শাস্তি পেতে হয় আমাদের সম্প্রদায়ের মানুষের। ভবিষ্যতে যেন বিনা অপরাধে শাস্তি পেতে না হয়

শান্তি মণ্ডল

তোমাদের প্রতি আমার শেষ উপদেশ,
"শিক্ষিত হও, সংগঠিত কর
এবং আন্দোলন কর,
নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস রাখো।
সমাজে নিজের অবস্থানে মূল্যায়ন করো"।

-ড. বাবা সাহেব আম্বেদকর

গ্রাম ঃ লক্ষণপুর, ডাকঘর ঃ সুভাষিনী, কোড নং ঃ ৯৪২০,
উপজেলা ঃ তালা, জেলা ঃ সাতক্ষীরা, বাংলাদেশ।
মোবাইল ঃ +০৮৮ ০১৭২০-৫৮৭১০০

E-mail: Parittran@Yahoo.com,
Website: www.dalitbangladesh.wordspress.com
www.parittran.org